উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,৩৯১.৭২ (-৫৩.৪৯)

নিফটি : ২৫,১০৪.২৫ (+১.০৫)

জনসংখ্যায় শীর্ষেই ভারত

২০২৩-এ জনসংখ্যায় চিনকে পিছনে ফেলেছিল ভারত। দু'বছর পরেও ছবিটা বদলায়নি। চলতি বছরের শেষ নাগাদ এদেশের জনসংখ্যা ১৪৬ কোটিতে পৌঁছে যেতে পারে। » ৭

কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব চান মমতা

বীরভূম জেলার তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে জেলার নেতাদের বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৭°	২৮°	৩৬°	২৮°	৩৫°	২৬°	৩৬°	২৬°

খুনের পর লেখেন 'সাত জনম সাথ' » ৭

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 11 June 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 24

অসহ্য গরমে নাজেহাল জনজীবন

গৌড়বঙ্গব্যুরো

১০ জুন : অসহ্য গরমে মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হাঁসফাঁস অবস্থা। মঙ্গলবার মালদা জেলার তাপমাত্রা ছিল ৩৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তর দিনাজপুরে পারদ ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেও গরম প্রায় ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অনুভূত হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরেও প্রচণ্ড গরম ছিল। এদিন অসহ্য গরমে পুরাতন মালদায় সাহাপুর শিশু শিক্ষা নিকেতনের এক শিক্ষিকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্কুলের টিনের চালায় অসহ্য গরম অনুভূতি ও সাময়িক লোডশেডিংয়ের কারণে ভারতী সরকার নামে ওই শিক্ষিকা অসুস্থ বোধ করেন। স্কুলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি মিড-ডে মিলের রাঁধুনিরাও অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। মাথায় জল ঢেলে তাঁদের প্রাথমিক শুশ্রূষা করা হয়।

মালদা চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ভরত ঘোষ বলেন, 'গরম আগের তুলনায় বেড়েছে। ওই স্কুলের টিনের শেড থাকার কারণে সমস্যা হয়েছে। এছাড়া ওই স্কুলে অন্য কোনও সমস্যা রয়েছে কি না তা আমরা লিখিত আকারে জানতে চেয়েছি।' বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রসঙ্গে পুরাতন মালদার স্টেশন ম্যানেজার গণেশ চৌধুরীর বক্তব্য, 'বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কিছু এলাকায় কেবলের কাজ চলার কারণে সাময়িক লোডশেডিং থাকতে পারে, তবে বর্তমানে পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে।'

তিন জেলাতেই এদিন অসহ্য গরমের কারণে বাসিন্দাদের রীতিমতো নাজেহাল হতে হয়েছে। খুব প্রয়োজন ছাড়া এদিন বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে বের হতে দেখা যায়নি। যাঁরা বাইরে বের হয়েছিলেন, পরিস্থিতির কারণে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারেননি। অনেক জায়গাতেই এদিন বহু মানুষকে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে। জরুরিভিত্তিতে তাঁদের চিকিৎসা করা হয়। এই পরিস্থিতি আরও কিছুদিন চললে কী হবে তা ভেবে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে অবশ্য আবহাওয়া দপ্তর আশার আলো দেখাচ্ছে। মাঝিয়ান আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১১ থেকে ১৫ জুন দক্ষিণ দিনাজপুরে

এরপর দশের পাতায়

দুইদিন

রেকর্ড

■ ২০২৩-এর রেকর্ড স্পর্শ করেছে জলপাইগুড়ি। '২৩-এর ৭ জুন জলপাইগুড়ির তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মঙ্গলবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একই জায়গায়।

■ দার্জিলিং পাহাড়ের বাইরে প্রতিটি জায়গাতেই তাপমাত্রার অনুভূতি ছিল ৪৩-৪৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

কেন অনুভূতি বেশি

এসময় যেহেতু বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি রয়েছে, ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটায় শরীর থেকে জল প্রয়োজনমতো বাষ্পায়িত হতে পারছে না। বরং ঘাম বেশি হচ্ছে। কিছুটা শারীরিক অস্বস্তির জন্য তাপমাত্রা বেশি অনুভূত হচ্ছে।

গরমে মৃত্যু

■ প্রচণ্ড গরমে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ভাটিবাড়ি বাজারে মৃত্যু বৃদ্ধের। হিটস্ট্রোকেই এই পরিণতি বলে মত চিকিৎসকদের

■ মালদার সাহাপুরে স্কুলে বিদ্যুৎ না থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন শিক্ষিকা

■ জলপাইগুড়ি জেলায় স্কুলে গিয়ে অসুস্থ তিন খুদে

■ অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলেই টিনের শেড থাকায় পরিস্থিতি ভয়ংকর

■ কিছু স্কুলে আবার নেই ফ্যান, ফলে গরমে কাহিল শিশুরা

গাছ কেটে এসির খোঁজ

প্রতিটি জেলা শহরেই কাটা পড়ছে একের পর এক গাছ। ব্যবসা, উন্নয়নের কুড়ুলের কোপ পড়ছে বনাঞ্চলেও। আইন মোতাবেক বৃক্ষরোপণ হয়নি। এদিকে, গরম থেকে বাঁচতে ঘরে ঘরে বসছে এসি।

মঙ্গলবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

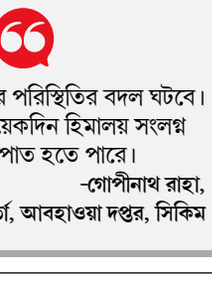

দার্জিলিং- ২৫.৬
জলপাইগুড়ি- ৩৮.৬
কোচবিহার- ৩৭.৭
মালদা- ৩৭.৬
শিলিগুড়ি- ৩৬.৭
(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)

কেন এমন পরিস্থিতি?

এই অঞ্চলে হঠাৎই সক্রিয় হয়ে উঠেছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ঝঞ্ঝার বাধায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে বৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্প টানতে পারছে না। পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে না কোনও ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপ অক্ষরেখা।

পূর্বাভাস

বুধ থেকে শনিবার পর্যন্ত জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহারে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সম্ভাবনা। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রবি এবং সোমবার। দার্জিলিং এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে শুক্র থেকে সোমবার পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বুধ এবং বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার থেকে টানা তিনদিন মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

বুধবার থেকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির বদল ঘটবে। শুক্রবার থেকে টানা কয়েকদিন হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।

-গোপীনাথ রাহা,
কেন্দ্রীয় অধিকর্তা, আবহাওয়া দপ্তর, সিকিম

কটুকথায় যুযুধান

মমতা-শুভেন্দু তর্জায় গৌণ সেনা সম্মান

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জুন : সেনার সম্মানে প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি ছিল না কারও। প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ না থাকা নিয়ে অসন্তোষ ছিল বিজেপি শিবিরের। কিন্তু বিধানসভা মঙ্গলবার তেতে উঠল শাসক শিবির কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তোলায়। বিধানসভা হয়ে উঠল মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার বাগযুদ্ধের মঞ্চ।

শুভেন্দু অধিকারীকে 'লিমিটলেস অপোজিশন লিডার' বলে কড়া সমালোচনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতা পালটা পরে মুখ্যমন্ত্রী পাকিস্তানের হয়ে কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেন। যার জেরে শেষপর্যন্ত বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব এনেছে তৃণমূল। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওই প্রস্তাব নিয়ে বুধবার সিদ্ধান্ত জানাবেন বললেও তাঁর প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট।

অধ্যক্ষের সাফ কথা, 'বিধানসভার ভিতরে মুখ্যমন্ত্রী এমন কিছু বলেননি যা পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি বলে মনে হয়। অথচ বিধানসভার বাইরে বিরোধী দলনেতা সাংবাদিক বৈঠকে মিথ্যাচার করেছেন।' অথচ সরকারপক্ষ এমন একটি প্রস্তাব মঙ্গলবার পেশ করেছিলেন, যা নিয়ে মতবিরোধের কোনও সুযোগ ছিল না। সেনাকে প্রস্তাবে সম্মান জানালেও অপারেশন সিঁদুর উল্লেখ না করায় এবং সেই অভিযানে প্রধানমন্ত্রীকে কৃতিত্ব দিতে শাসকপক্ষ রাজি না থাকায় বিরোধ চরমে ওঠে।

মমতা তাঁর ভাষণে বলেন, 'এই সময়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা করতে পারল না।' কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা ব্যর্থতাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এটা টোটাল ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর। কেন সরকারের কাছে খবর ছিল না? এটা সরকারের ব্যর্থতা।' তাঁর এই বক্তৃতার সময় বিরোধী বেঞ্চে বিজেপি বিধায়করা 'মোদি মোদি' স্লোগান দিতে শুরু করেন।

এতে ক্ষুব্ধ মমতা শুভেন্দুর উদ্দেশে বলেন, 'আপনাকে আমি ইগনোর করি। আপনাকে দেখেই বোঝা যায়, আপনি কিছুই জানেন না। আপনার মতো লিমিটলেস অপোজিশন লিডার জীবনে দেখিনি।' সেনাবাহিনীকে সম্মান জানিয়ে প্রস্তাবটি বিধানসভায় পেশ করেছিলেন এরপর দশের পাতায়

বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ বিজেপির। মাঝে শুভেন্দু অধিকারী।

তৃণমূল নেত্রীকে লক্ষ্য করে বোমা

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ১০ জুন : রাতের অন্ধকারে দক্ষিণ দিনাজপুর তৃণমূল মহিলার সহ সভাপতিকে লক্ষ্য করে পরপর বোমা নিক্ষেপ দুষ্কৃতীদের। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুর থানার যাদববাটী এলাকায়। তৃণমূল নেত্রীকে খুনের চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি এক তৃণমূল নেতা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ীকে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় শোরগোল ছড়িয়েছিল। অভিযুক্ত বর্তমানে ফেরার। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গঙ্গারামপুরে। এই ঘটনার নেপথ্যে বিজেপি এবং দলের একাংশ জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী ঊর্মিলা সরকার। এবিষয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত হচ্ছে।'

গঙ্গারামপুর থানার যাদববাটী এলাকার বাসিন্দা ঊর্মিলা জেলা তৃণমূল মহিলার সহ সভাপতি এবং গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। ওই রাতে নয়াবাজার এলাকায় মেয়ের বাড়ি থেকে স্বামীর মোটরবাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। যাদববাটী খেয়াঘাট এলাকায় পৌঁছাতেই মোটরবাইক লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। বিস্ফোরণের জেরে মোটরবাইক থেকে পড়ে যান তৃণমূল নেত্রী এবং তাঁর স্বামী। তারপরেও তাঁদের লক্ষ্য করে পরপর বোমা নিক্ষেপ করা হয় বলে অভিযোগ। তবে বোমা লক্ষ্যচ্যুত হয়। এরপর মহিলা নেত্রী ও তাঁর স্বামীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন বেরিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। ওই রাতেই গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূল নেত্রী। ঊর্মিলা বলেন, 'পরিকল্পনা করে বোমা মেরে আমাদের খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ঘটনায় পাঁচজনকে আমরা দেখতে পেয়েছি। তার মধ্যে পোশাকপরিচ্ছদ দেখে দুজনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। দুজনে বিজেপি কর্মী।'

ঊর্মিলার বিস্ফোরক অভিযোগ, 'রাজনীতিতে আমি যাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাই সেই কারণে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা হচ্ছে। আমার দলের একাংশ দীর্ঘদিন ধরে ষড়যন্ত্র করছে। বিজেপির একাংশও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।'

স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে জোর তর্জা হয়েছে। পাশাপাশি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

এরপর দশের পাতায়

শুরু চাপানউতোর

■ রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ তৃণমূল নেত্রী ও তাঁর স্বামী মোটরবাইক চেপে বাড়ি ফিরছিলেন

■ যাদববাটী খেয়াঘাট এলাকায় কালো কাপড়ে মুখঢাকা পাঁচজন দুষ্কৃতী লুকিয়ে ছিল

■ নেত্রীকে লক্ষ্য করে পরপর বোমা নিক্ষেপ করে দুষ্কৃতীরা

■ মহিলা নেত্রী ও তাঁর স্বামীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন বেরিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়

যাত্রীদের বাঁচালেন রহিমুদ্দিন

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১০ জুন : প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বুঝি একেই বলে। এক কৃষকের উপস্থিত বুদ্ধি ও তৎপরতায় বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পেল দিল্লিগামী আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস। ট্রেনের প্রায় দেড়শো যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়ে কৃষক রহিমুদ্দিন আহমেদ হয়ে গেলেন হিরো।

সোমবার বেলা ১১টা ২০ মিনিট। কৃষিজমিতে কাজ করছিলেন কালিয়াগঞ্জের লক্ষ্মীপুর গ্রামের চাষি রহিমুদ্দিন আহমেদ। প্রখর রোদ আর ভ্যাপসা গরমে হাঁফিয়ে ওঠায় ক্ষণিকের বিশ্রাম নিতে লক্ষ্মীপুর রেলগেট সংলগ্ন একটি বড় কদম গাছের ছায়ায় সবে বসেছেন রহিমুদ্দিন। তখনই হুইসল বাজাতে বাজাতে রাধিকাপুর থেকে ছুটে আসছিল দিল্লিগামী ডাউন ১৪০১১ আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস ট্রেন। হুইসলের আওয়াজ শুনে ট্রেনের দিকে চোখ যেতেই ইঞ্জিনের ঠিক পেছনের বগির নীচে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন তিনি। সঙ্গে ঘন ধোঁয়া। রেলগেট থেকে ট্রেন তখন মেরেকেটে আড়াইশো মিটার দূরে। ভয়ংকর বিপদ আঁচ করতেই রহিমুদ্দিন লাফিয়ে ওঠেন। দুই হাত তুলে নাড়তে নাড়তে রেললাইনের মাঝখান দিয়ে ট্রেনের দিকে দৌড়াতে থাকেন ক্লান্ত কৃষক। আসলে হাত নেড়ে ট্রেনটিকে থামানোর চেষ্টা করেন তিনি। তাঁর সেই ইশারা চোখে পড়ে ট্রেনের চালকের। বিপদ বুঝে রেলগেটের কাছাকাছি জায়গায় ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে দেন চালক। এরপরেই তড়িঘড়ি ট্রেনে থাকা অগ্নিনির্বাপক গ্যাস স্প্রে করে আগুন নেভানো হয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন চালক ও যাত্রীরা। হাঁফ ছাড়েন রহিমুদ্দিনও।

দিল্লিগামী চলন্ত ট্রেনে আগুন

ধোঁয়ায় ভরেছে চত্বর। ইনসেটে 'হিরো' রহিমুদ্দিন আহমেদ।

জানা গিয়েছে, ট্রেনের ইঞ্জিন সংলগ্ন জেনারেটর বগির নীচে ব্রেক বাইন্ডিংয়ে আগুন লেগেছিল। আগুন নেভানোর কাজে এদিন এগিয়ে আসেন রেল গুমটিতে কর্মরত রেলকর্মীরাও। আগুনের খবর জানাজানি হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই ট্রেনের যাত্রীরা। প্রায় ১৫ মিনিট পর ট্রেনটি আবার লক্ষ্মীপুর রেলগেট এলাকা থেকে দিল্লির অভিমুখে রওনা হয়। বিপন্মুক্ত ট্রেন রওনা হতেই মুখে হাসি ফোটে রহিমুদ্দিনের। তিনি বলেন, 'তখন শুধু মনে হয়েছিল, একটি জীবনের বদলে যদি হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচে, আমার তাতেই আনন্দ।

এরপর দশের পাতায়

প্রকৃতি কর্মশালা

কালচিনি, ১০ জুন : অসমের একটি প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠন সহ আরও দুই সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতি সংরক্ষণ নিয়ে কালচিনির বনছায়া বস্তিতে সোমবার থেকে কর্মশালা শুরু হয়েছিল। তা শেষ হল মঙ্গলবার। সেখানে প্রকৃতিকে রক্ষা করা নিয়ে আলোচনা করেন অসমের ওই সংগঠনের রিসোর্সপার্সন সৌম্যদীপ দত্ত, আরেকটি আয়োজক সংগঠনের সদস্য রামকুমার লামা প্রমুখ। সেখানে লোকনৃত্য ও লোকসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা।

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্র্যাঞ্চ, এনজেপি(শিলিগুড়ি)
তৃতীয় তলা, ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ইমেল ঃ- cs8289@pnb.co.in, টেলি ঃ- ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪

রেফারেন্স নং ঃ এআরএমবি/এনজেপি/ /২০২৫-২৬ **তারিখ ঃ- ০৩.০৬.২০২৫**

প্রতি, শ্রী দিনেশ কুমার আগরওয়াল শ্রী ইন্দ্র চাঁদ আগরওয়ালের পুত্র বি-২, স্নোহিল রেসিডেন্সি তৃতীয় তলা, জ্যোতিনগর, তরাই ব্লাড ব্যাংকের নিকট, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, জেলাঃ- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১	প্রতি, শ্রী দিনেশ কুমার আগরওয়াল শ্রী ইন্দ্র চাঁদ আগরওয়ালের পুত্র মেসার্স ঃ- বালাজি ফিনানশিয়াল সলিউশন এইচ/১০০/৬/এম, সেবক রোড, ওয়ার্ড নং-৪১ শিলিগুড়ি, জেলাঃ- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১	প্রতি, শ্রী দিনেশ কুমার আগরওয়াল শ্রী ইন্দ্র চাঁদ আগরওয়ালের পুত্র ওদলাবাড়ি বাজার, ওদলাবাড়ি মল, জেলাঃ- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৫২২২
প্রতি, শ্রীমতী কোমল চুঘ শ্রী দিনেশ কুমার আগরওয়ালের স্ত্রী রামকৃষ্ণ রোড, ওয়ার্ড নং-১৪, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি পুর নিগম নং-১৪, পোস্ট এবং থানা-শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিনঃ- ৭৩৪০০১	প্রতি, শ্রীমতী কোমল চুঘ শ্রী দিনেশ কুমার আগরওয়ালের স্ত্রী বি-২, স্নোহিল রেসিডেন্সি, তৃতীয় তলা, জ্যোতিনগর, তরাই ব্লাড ব্যাংকের নিকট, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, জেলাঃ- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১	প্রতি, শ্রীমতী কোমল চুঘ শ্রী দিনেশ কুমার আগরওয়ালের স্ত্রী মেসার্স ঃ- কোমল সলিউশন, এইচ/৩১০/৭৮/২, প্ল্যানেট'স বিল্ডিং সেবক রোড, ওয়ার্ড নং-৪১, শিলিগুড়ি, জেলাঃ- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১

বিষয় :- ব্যাংকের দখলীভূত সম্পত্তির সমস্ত ব্যক্তিগত সামগ্রী এবং জিনিসপত্রের অপসারণ।
প্রিয়, স্যার/ম্যাডাম
আপনি অবগত আছেন যে, ০২.০৬.২০২৫ তারিখে নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তিটি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃক দখল করা হয়েছে যা, ব্যাংকের আর্থিক সুবিধার জন্য বন্ধক রাখা হয়েছিল। এটি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট'' সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী করা হয়েছে।
আপনাকে এতদ্বারা আপনার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, সামগ্রী এবং অস্থাবর জিনিসপত্র উল্লেখিত প্রেমিসেস থেকে এই চিঠি প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায়, ব্যাংক কোনো প্রকার ঝুঁকি, খরচ এবং দায়বদ্ধতা ছাড়াই জিনিসপত্র অপসারণ ও নিষ্পত্তি করতে বাধ্য হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্য জিনিসপত্র সরানো না হলে ব্যাংক কোনো ক্ষতি, ভাঙচুর বা জিনিসপত্রের স্থানচ্যুতির জন্য দায়ী থাকবে না।
সম্পত্তির বিবরণ ঃ-
প্রথম ইউনিটের সমস্ত অংশ ফ্ল্যাট হিসেবে পঞ্চম তলায় দলিল অনুসারে দলিল নং - I-৩৮৯৮ ২০১৮ সালের হিসেবে নিবন্ধিত বই-I, ভলিউম নং - ০৭১১-২০১৮, পৃষ্ঠা ৯৩১৯৫ থেকে ৯৩২৩২ ২০১৮ সালের হিসেবে ১৯৪৪ বর্গফুট পরিমাপের এলাকায় (সুসজ্জিত রূপে নির্মিত এলাকা অন্তর্ভুক্ত) ফ্ল্যাট নং - এ৪, ব্লক - এ ৩ বিএইচকে ফ্ল্যাট এবং একটি গাড়ি রাখার বিনামূল্যের পার্কিং-এর স্থান (আচ্ছাদিত গ্যারেজ) নীচ তলায় অবস্থিত ১২০ বর্গ ফুট -এর ব্লক-এ পার্কিং নং -২১এ 'ফ্ল্যাট এবং গ্যারেজের' অন্তর্ভুক্ত 'ডলফিন সিগন্যাচার' নামের বিল্ডিং-এ অবস্থিত। যেটির ঠিকানা জ্যোতিনগর, শান্তিনিকেতন হাউজিং কমপ্লেক্সের নিকট, পোস্ট :-সেবক রোড, থানা- ভক্তিনগর, ২ ১/২ মাইল, শিলিগুড়িতে অবস্থিত। সম্পূর্ণ ৮৯ কাঠা ১.৫ ছটাক ৭ স্কোয়ার ফিটের জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ খতিয়ান নং-২৪১ (পুরাতন) ৩, ৪, ৫, ৫৩, ৫৪, ৫১, ৫৫, ৫২ (নতুন), প্লট নং-১৫২ (পুরাতন) এবং ১৫৩ (পুরাতন), ২৩ (নতুন), জে এল নং ০২, শিট নং-৮ (পুরাতন), ৬৬ (নতুন), মৌজা-ডাবগ্রাম, পরগণা-বৈকুণ্ঠপুর, ওয়ার্ড নং ৪১ শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত, থানা-ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি অন্তর্ভুক্ত।
আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই বিষয়টিকে জরুরি হিসেবে বিবেচনা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার জিনিসপত্র সরানোর ব্যবস্থা করুন, যে কোনও স্পষ্টীকরণের জন্য, আপনি কার্যালয়ের সময়ে নিম্নে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
আপনাকে ধন্যবাদ
আপনার বিশ্বস্ত
দীপক কুমার শাহ
অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক
এআরএমবি শিলিগুড়ি

ক্যারাটেতে ১২ রত্ন

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১০ জুন : মেজবিলের কৃষক পরিবারের সন্তান শিবশংকর সরকার। আর পলাশবাড়ির নয়ন বর্মনের বাবা পরিযায়ী শ্রমিক। দুজনই ক্যারাটে শিখে একাধিক পদক পেয়েছেন। এখন তাঁরা বিনামূল্যে স্কুল পড়ুয়াদের ক্যারাটে শেখান। তাদের মধ্যে ১৩ জন এবার একাদশ ওপেন ক্যারাটে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছিল। ৮ জুন শিলিগুড়িতে প্রতিযোগিতাটির আসর বসে। সেখানে একাধিক পদক পেয়ে মঙ্গলবার বাড়ি ফিরল মীনাক্ষী বিশ্বাস, শুভজিৎ বর্মনরা। কেউ জিতেছে স্বর্ণপদক, কারও ঝুলিতে ঢুকেছে সিলভার এবং ব্রোঞ্জপদক।

শিবশংকরের কথায়, 'গ্রামের আরও অনেকে এখন ক্যারাটে শিখছে। তাদের মধ্যে বাছাই করা ১৩ জনকে নিয়ে গিয়েছিলাম শিলিগুড়ির ওই প্রতিযোগিতায়। ১২ জনই পদক পেয়েছে।' ওদের এই সাফল্য আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করবে বলে জানালেন নয়ন।

১২ জনের মধ্যে জোড়া স্বর্ণপদক পায় অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া ঋক বর্মন। সে ক্যারাটের কাতা এবং কুমি, দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়। নবম শ্রেণির শুভজিৎ বর্মন এবং একাদশ শ্রেণির ধীরাজ মণ্ডল কাতা বিভাগে স্বর্ণপদক পেয়েছে। তবে কুমিতে শুভজিতের ঝুলিতে ঢুকেছে সিলভার এবং ধীরাজের ব্রোঞ্জ। নবম শ্রেণির স্মিতা দাস আবার দুই বিভাগেই ব্রোঞ্জপদক জিতেছে। পৌলোমিতা রায় কাতা বিভাগে জিতেছে স্বর্ণপদক। মীনাক্ষী বিশ্বাস কাতাতে স্বর্ণপদক জিতেছে, কুমিতে পেয়েছে ব্রোঞ্জ। ত্রিসা রায় কুমিতে পদক পায়নি। তবে কাতা বিভাগে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে। সৌত্রিক বর্মন কাতাতে ব্রোঞ্জ, কুমিতে সিলভার, রমিক সরকার কাতা ও কুমি, দুটিতেই ব্রোঞ্জ, সুদীপ্ত বর্মন কাতা বিভাগে ব্রোঞ্জ, জিসু বিশ্বাস এবং অপু বর্মন কাতা বিভাগে সিলভার পদক জিতেছে।

এভাবে পদক মেলায় পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে অনেকটাই। ঋকের কথায়, 'পদক পাব, সেটা ভেবেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তবে দুটো বিভাগেই স্বর্ণপদক পাব, সেটা ভাবিনি। এই জয় মনের জোর আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।'

এখন মেয়েদের সুরক্ষা নিয়ে অভিভাবকদের অনেকেই চিন্তিত। তা ভেবেই মেয়েকে আত্মরক্ষার কৌশল শেখাতে পাঠান দেবকুমার বিশ্বাস। তাঁর মেয়ে মীনাক্ষী স্বর্ণ এবং ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। দেবকুমারের কথায়, 'কৃষিকাজ করি। কিন্তু দিনকাল ভালো না। তাই মেয়ে যাতে নিজের সুরক্ষা নিজেই করতে পারে, সেই ভেবে মেয়েকে ক্যারাটেতে দিই। আর তাতে সে পদক জিতেছে। এজন্য আমরা আরও বেশি খুশি।' এই পড়ুয়ারা যোগেন্দ্রনগর হাইস্কুল, শিলবাড়িহাট হাইস্কুল এবং শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায় বললেন, 'পড়াশোনার বাইরে ক্রীড়াজগতেও পড়ুয়াদের এমন সাফল্যের কথা জেনে ভালো লাগে। এই পদক বাকি পড়ুয়াদের আরও বেশি উজ্জীবিত করবে।'

পদক হাতে মেজবিলের পড়ুয়ারা।

> পদক পাব, সেটা ভেবেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তবে দুটো বিভাগেই স্বর্ণপদক পাব, সেটা ভাবিনি। এই জয় মনের জোর আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
>
> **– ঋক বর্মন** *স্বর্ণপদক জয়ী*

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার চাঁচলে

চাঁচল, ১০ জুন : সোমবার গভীর রাতে চাঁচল থানার কালীগঞ্জ এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হয় এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম শেখ মিনসারুল (৫০)। বাড়ি জগন্নাথপুর এলাকায়। গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। বাইক সহ ধৃতকে ধরে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ধৃতের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে একটি পাইপ গান, একটি কার্তুজ। সঙ্গে থাকা বাইক এবং একটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক তাকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এল, কী উদ্দেশ্যে ছিল, এসব আমরা খতিয়ে দেখছি।'

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

ব্যবসা/বাণিজ্য

ময়নাগুড়ি আশীর্বাদ মাইক্রোফাইন্যান্স শাখা অফিসটি শ্মশানঘাট মোড় থেকে দেবীনগর ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার উপরে স্থানান্তরিত হল। 7601969947. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমার পিতার ভোটার আই.ডি. কার্ড নং LZL 2292654 এবং আধার কার্ড নং 895470095769 নাম ভুল থাকায় গত 21.03.25, সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Abu Taleb, Aabutaleb Mia এবং Abu Taleb Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। ঢাংটিংগুড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার পঃ বঃ-Mostafir Alam. (C/115963)

●

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-64/23038 নাম ভুল থাকায় গত 09-06-2025 নোটারি পাবলিক সদর, কোচবিহার, পঃ বঃ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Arindam Biswas এবং Arindom Biswas এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হাজরা পাড়া, কোচবিহার। (C/116786)

●

I, Sunil Roy, S/o. Dwijendra Nath Roy, Permanent Address - Vill - Badani Para, Post. Dhap ganj, Dist. Jalpaiguri (W.B.), Pin - 735122, Posted Ad 52nd BN SSB Araria, Bihar, Pin - 854311, Uin - 11060607 HC/GD. Erroneously my Mother name and DOB, Taramuni Roy, 01-01-1957 in my service book. On 10-06-2025 before E.M. Court, Jalpaiguri I declared Actual my mother name is Taramani Roy and D.O.B. is 02-09-1957. (C/116615)

●

জন্ম শংসাপত্রে আমার পিতার নাম ভুল থাকায় গত 06.05.25 তারিখে E.M. কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Subhash Chandra Roy এবং Subhash Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। Victor Roy, Jalpaiguri. (C/116613)

●

আমার ভোটার কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত ০৯-০৬-২০২৫ তারিখে E.M. কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Monali Khatun এবং Bachha Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/116611)

●

আমার ভোটার কার্ড নং-WB/01/005/606012, আধার কার্ড নং - 305691607317 এবং প্যান কার্ড নং - CSYPK5077R-এ আমার নাম ভুলক্রমে Paresh Karji হওয়ায় গত 09-06-2025 J.M. 1st ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Paresh Karji এর বদলে Paresh Karjee হলাম। Paresh Karjee ও Paresh Karji একই ব্যক্তি। Paresh Karjee, ঘুঘুমারী, কোচবিহার।

হারানো/প্রাপ্তি

আমি জিতেন ঘোষ Chain Sale Deed No. 8422 Date-16-12-2013 এই নাম্বার দলিলটি গত 27-05-2025 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 9907921161 নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। (C/116789)

কর্মখালি

Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 9434117292. (C/116804)

●

Application are invited for the D.El.ED. post of Asst. Prof. in Bio-Science in Manoranjan Saha memorial B.Ed College. Mob No-9641935498. President. (S/C)

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনে পার্কিং লট পরিচালনার উপার্জন চুক্তি প্রদান
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **কাজের নাম ঃ** মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর (বিজিপি), নাথনগর (এনএটি), নিমতিতা (এনআইএলই), সুজনীপাড়া (এসপিএলই), তিনপাহাড় (টিপিএইচ), সাহিবগঞ্জ (এসবিজি) ও রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লটের পরিচালনা। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্কিং-২৫-০৭। **অকশন শুরু ঃ** ২৫.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। যথাক্রমে **ক্রমিক সংখ্যা ও লট নং; স্টেশন ঃ (১)** পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-১; ভাগলপুর। (২) পার্কিং-এমএলডিটি- এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২; নাথনগর। (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স- ৫৪-২৩-১; নিমতিতা। (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১; সুজনীপাড়া। (৫) পার্কিং-এমএলডিটি-টিপিএইচ-এমএক্স-২৭-২৫-১; তিনপাহাড়। (৬) পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিজি-এমএক্স-৬৭-২৫-২; সাহিবগঞ্জ। (৭) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিভি-৭৪-২৫-১; রাজমহল। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-81/2025-26) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা**
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তি
২০২৫-২৬ (ইএন-০১/২০২৫) বর্ষের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিভিন্ন বেতন স্তরে স্কাউটস এবং গাইডদের জন্য (খোলা বিজ্ঞাপন) নিয়োগ।
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২৬ বর্ষের জন্য ১২টি পদ [লেভেল-২ গ্রুপ-সি = ০২টি পদ এবং লেভেল-১ (পূর্ববর্তী গ্রুপ-ডি) = ১০টি পদ] পূরণের জন্য ভারতের নাগরিক যোগ্য স্কাউটস এবং গাইডদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করছেন।
বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০২৫
আবেদনের শেষ তারিখ ঃ ০৭/০৭/২০২৫
দ্রষ্টব্য ঃ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাহুল ও স্পিতি জেলা, হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার পাঙ্গি উপ-বিভাগ, লক্ষদ্বীপ এবং বিদেশে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য, শেষ তারিখ ১৭/০৭/২০২৫ শুধুমাত্র ডাকযোগে।
আবেদনকারীরা বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন উত্তর-পূর্ব সমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট ঃ www.nfr.indianrailways.gov.in → জেনারেল ইনফো রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন্স (ক্রীড়া, স্কাউটস ও গাইডস এবং সাংস্কৃতিক) → স্কাউটস ও গাইডস কোটার জন্যে নিয়োগ।
জেনারেল ম্যানেজার (পি), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
It is to notify all concern that following changes has been made in N.I.Q. No:- PHE/SWSD/EE/N.I.Q-03 of 2025-26 (Sl No 01) 2nd Call, of this office

PARTICULARS	DATE AND TIME
Both Technical and financial bid submission closing date (offline)	**IN PLACE OF** 11.06.2025 Upto 2.00 P.M. **TO BE READ AS** 17.06.2025 Upto 2.00 P.M.
Date of opening of Technical Proposals (offline)	**IN PLACE OF** 12.06.2025 at 2.00 P.M. **TO BE READ AS** 18.06.2025 at 2.00 P.M.

Please log-in in the following website : **https://wbphed.gov.in** for details. **ALL OTHER TERMS AND CONDITION WILL REMAIN SAME**
Sd/- Executive Engineer
Siliguri W/S Division
P.H.E. Dte

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T. No. WB/APD-I/EO-ET/03/2025-26, Dt. 09/06/2025.
Last date and time for bid submission-19/06/2025 at 18.00 hours. For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in**.
Sd/- Executive Officer
Alipurduar-I Panchayat Samity
Panchkolguri :: Alipurduar

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri-734001
NIeQ No.-07-DE/SMP/2025-26 (2nd Call)
On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-Quotation is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different items supply works under Siliguri Mahakuma Parishad.
Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid : 11.06.2025 (As per Server Clock)
Last date of submission of bid : 23.06.2025 (As per Server Clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending Quotationers may visit the website, namely- https://wbtenders.gov.in for further details.
Sd/-
DE, SMP

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি
নং. আরই/এওয়াইইউ-জিইউপি/১ তারিখ ঃ ০৪-০৬-২০২৫
প্রোফর্মা ১০-০২
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অভয়াপুরী (ব্যতীত) -গৌরীপুর (ব্যতীত)-এ ২৫ কেভি এসি ট্র্যাকশনের প্রবর্তন
পথ ব্যবহারকারীদের প্রতি সতর্কবার্তা
এতদ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের **অভয়াপুরী (ব্যতীত) -গৌরীপুর (ব্যতীত)**সেকশনের মধ্যে ২৫ কেভি এসি ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের প্রবর্তন সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে অত্যধিক উচ্চতার লোডের সংস্পর্শের জন্য অথবা জীবন্ত ট্র্যাকশন ওয়্যার-এর জন্য সম্ভাব্য বিপদ প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি লেভেল ক্রসিঙে রাস্তার স্তর থেকে নির্দিষ্ট ৪.৭৮ মিটার উচ্চতায় **গজের উচ্চতা** উত্থিত করা হয়েছে।

সেকশন	তারিখ
অভয়াপুরী (ব্যতীত) -গৌরীপুর (ব্যতীত)	১৫-০৬-২০২৫

এতদ্বারা গাড়ি লোডিং করার সময় নির্ধারিত উচ্চতার প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি কোনো কারণেই যেন গাড়িগুলির বহন করা সামগ্রী গজের উচ্চতা লঙ্ঘন না করে, তা নিরীক্ষণ করার জন্য জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে।
অত্যধিক উচ্চতার লোড থেকে সম্ভাব্য বিপদগুলি নিম্নরূপঃ-
i) গজের উচ্চতার প্রতি বিপদ এবং পথের পাশাপাশি রেলওয়ে লাইনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে।
ii) বহন করা সামগ্রী অথবা উপকরণ অথবা গাড়ির নিজস্ব বিপদ।
iii) আগুনের বিপদ এবং কনডাক্টরের সংস্পর্শ অথবা বিপজ্জনক নৈকট্যের ফলে জীবনের ঝুঁকি।
ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন/শিলচর
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এলএইচবি ইওজি এসি কোচসমূহের জন্যে সূইচ বোর্ড কেবিনেট
টেন্ডার নং. এনবি২৫৫৪৬৯ তারিখঃ ০৫-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৮৪-২০১৫ (আরইভি.১) অনুসারে এলএইচবি ইওজি এসি কোচসমূহের জন্যে সুইচ বোর্ড কেবিনেট, প্যাকিং নির্দেশ- পিওই ১১৫ ভিইআর ৩.০ ক্রেঃ আরডিএসও অনুমোদিত ফার্ম। (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। **বায়না রাশিঃ** ৭৪,৮৭০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই.সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
নং. আরই/এওয়াইইউ-জিইউপি/১ তারিখ ঃ ০৪-০৬-২০২৫
প্রোফর্মা ১০-১
স্থান ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অভয়াপুরী (ব্যতীত)-গৌরীপুর (অন্তর্ভুক্ত) নীচে উল্লেখিত লাইনগুলির পূর্ণ সেকশনের উপর অবস্থিত রেলওয়ে লাইন ও চত্বরগুলির সকল ব্যবহারকারীর জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট সেকশনের বিপরীতে নির্দিষ্ট তারিখে অথবা তার পরে নতুন স্থানে ২৫ কেভি, ৫০ এইচজেড, এসি সিঙ্গল-ফেজ ওভারহেড ট্র্যাকশন ওয়্যারের পাশাপাশি পাওয়ার সাপ্লাই স্থাপন করা হবে ও প্রবলভাবে সক্রিয় হবে এবং একই তারিখে এবং ওই তারিখ থেকে ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইন ও ট্র্যাকশন স্থাপনকে সর্বদা সক্রিয় হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং অকর্তৃত্বশীল কোনো ব্যক্তিকে উল্লেখিত ওভারহেড লাইনের সংস্পর্শে আসতে দেওয়া হবে না অথবা নিকটে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না।

সেকশন	রেলওয়ে	ডিভিশন	কিলোমিটার থেকে	কিলোমিটার পর্যন্ত
অভয়াপুরী (ব্যতীত)-গৌরীপুর (অন্তর্ভুক্ত)	উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে	রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার	কেএম/স্থান নং.-২৪৬/১৩ (সিএইচ ঃ ২৪৬/৪৮৮)	কেএম/স্থান নং.-১৬২/৫ (সিএইচ ঃ ১৬২/৫৩১)
আরকেএম ঃ ৮৪.৫৭৭/ টিকেএম ঃ ১০০.৪১১				

ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন)/শিলচর
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্রাঞ্চ, এন.জে.পি (শিলিগুড়ি)
ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
[ইমেল : cs8289@pnb.co.in ফোন নং : ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ, সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক / চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক/প্রাকৃতিক/প্রতীকী দখল ব্যাংক / সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নে উল্লেখিত তালিকাটিতে উদ্ধৃত তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) থেকে ব্যাংক / সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বকেয়া পুনরুদ্ধার করা হবে। নির্দিষ্ট সম্পত্তির হিসেবে, সংরক্ষিত অর্থমূল্য এবং অগ্রিম অর্থমূল্য যা জমা দিতে হবে তা নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির অনুসূচি

ক্রমিক নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	ঘ) স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা বন্ধকদাতা/মালিকের নাম (সম্পত্তিগুলির বন্ধকদাতা)	ঙ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(২) এর ডিমান্ড নোটিশের তারিখ চ) বকেয়ার পরিমাণ ছ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(৪)-এর দখলের তারিখ জ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/প্রাকৃতিক/গঠনমূলক	ক) সুরক্ষিত অর্থমূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ঘ) ই-অকশনের তারিখ/সময়	ঙ) সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতার বর্ণনা* সুরক্ষিত ঋণদাতা (গণ)- এর দ্বারা জ্ঞাত
১	ক) বালুরঘাট (০৬৫৫২০) খ) মেসার্স লোকনাথ মডার্ন রাইস মিল গ) শ্রীমতী বুলবুলি কুন্ডু প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুন্ডুর স্ত্রী ঠিকানা : গ্রাম এবং পোস্ট : বেলতলা পার্ক, থানা : বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর (পশ্চিমবঙ্গ), পিন কোড - ৭৩৩১০৩ ১) জামিনদাতা : শ্রী নারায়ণ চন্দ্র কুন্ডু (মৃত) মৃত জামিনদাতার আইনগত উত্তরাধিকারী : ক) শ্রী নয়ন কুন্ডু, প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুন্ডুর পুত্র ঠিকানা : গ্রাম এবং পোস্ট : বেলতলা পার্ক, থানা : বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর (প.ব.), পিন কোড : ৭৩৩১০৩ খ) শ্রীমতী পাপিয়া কুন্ডু (রায়) প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুন্ডুর কন্যা ঠিকানা : গ্রাম এবং পোস্ট : বেলতলা পার্ক, থানা - বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর (প.ব.), পিন কোড : ৭৩৩১০৩ ২) শ্রী নয়ন কুন্ডু প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুন্ডুর পুত্র, ঠিকানা : গ্রাম এবং পোস্ট : বেলতলা পার্ক, থানা - বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর (প.ব.), পিন কোড : ৭৩৩১০৩	ঘ) ১. সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ ফ্যাক্টরির জমি এবং ভবনটি জে.এল নং - ১৪০, এল.আর খতিয়ান নং (পুরাতন) - ১১৩, ৮৮, ৯১, ১১২, ৭৫, ৩১, ৫৮, ১০৮, ০৮, ৪৭, ৬৫, ৬৬, ৪৫, ১০০, এলআর খতিয়ান নং (নতুন) - ২৩৭, প্লট নং - ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৭/১৯২, ১৫৭/১৯১, ১৬১/১৯৩ এবং ১৬১, মৌজা : চকভিহোল, থানা : বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর, শ্রেণি : মিল, পরিমাপগত সম্পূর্ণ জমির এলাকা ৩.৬১ একর শ্রীমতী বুলবুলি কুন্ডু প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুন্ডুর স্ত্রীর স্বত্বাধিকারে ৮ নম্বরের দলিলে বন্ধকরত দলিল নং : ১৮০৫ / ২০০১, ২২২৪ / ২০০৯, ১৬১৬ / ২০০৭, ১৬৫২ / ২০০৫, ১৭৭৮ / ২০০৮, ১৬৩৩ / ২০০৫, ২০১০ / ২০০১, ৭০১ / ২০০৯ আয়ত্তাধীন। ২. সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ যে জমি এবং ভবনটিতে অবস্থিত সেটির জে.এল নং : ১৪০, এল.আর খতিয়ান নং (পুরাতন) : ৫১, ৮০, ৫৫, ৭৫, ৭৮, এবং ৫৬, এলআর খতিয়ান নং (নতুন) : ২৩৭, প্লট নং : ১৪১, ১৫৫, মৌজা : চকভিহোল, থানা : বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর, শ্রেণি : মিল /বাস্তু, পরিমাপগত সম্পূর্ণ এলাকা : ০.১৩ একর, শ্রীমতী বুলবুলি কুন্ডু প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুন্ডুর স্ত্রীর স্বত্বাধিকারে বন্ধকরত ২ নং এবং দলিল, দলিল নং - ২৩১২ / ২০০০ এবং ৩১৭৬ / ২০০০-এর আয়ত্তাধীন ৩. দায়বদ্ধন শিল্পোৎপাদনের সরঞ্জাম এবং কলকব্জা ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা এবং সিদ্ধি মেশিনের অন্তর্ভুক্ত ঋণগ্রহীতার অর্থ প্রদানের দ্বারা তৈরি গ্রাম এবং পোস্ট : তেওর, নাসিরপুর, থানা : বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর (প.ব.), পিন কোড - ৭৩৩১০৩ সম্পত্তির মালিকের নাম : শ্রীমতী বুলবুলি কুন্ডু প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র কুন্ডুর স্ত্রী	ঙ) ৩০/০৯/২০২৪ চ) টা: ৩,২০,৩৩,৩১২.৫৯+ আরও সুদ ছ) ২৬/১২/২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) ১) টা: ১২৬.৩৪ লক্ষ ২) টা: ১.৬৯ লক্ষ ৩) টা: ১৮.৭৮ লক্ষ খ) ১) টা: ১২.৬৩ লক্ষ ২) টা: ০.১৬৯ লক্ষ ৩) টা: ১.৮৭৮ লক্ষ (২৮.০৬.২০২৫) গ) ১) টা: ০.৫০ লক্ষ ২) টা: ০.১০ লক্ষ ৩) টা: ০.২৫ লক্ষ	ঘ) ২৮.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৪:০০	ঙ) জানা নেই
২	ক) ইসলামপুর (০৬৯২২০) খ) ১. মেসার্স গুহ রাইস মিল অ্যান্ড ... ২) দিলীপ পাল গ) ১. শ্রী দিলীপ পাল, শ্রী প্রফুল্ল পালের পুত্র (মালিক) ঠিকানা : কলাগাছ, পোস্ট এবং থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর (প.ব.), পিন : ৭৩৩২১৬ জামিনদাতা : শ্রীমতী অপর্ণা পাল শ্রী দিলীপ পালের স্ত্রী, ঠিকানা : গ্রাম : কলাগাছ, পোস্ট এবং থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর (প.ব.), পিন - ৭৩৩২১৬ ২. শ্রী দিলীপ পাল প্রফুল্ল পালের পুত্র এবং শ্রীমতী অপর্ণা পাল দিলীপ পালের স্ত্রী ঠিকানা : গ্রাম : কলাগাছ, পোস্ট এবং থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর (প.ব.), পিন - ৭৩৩২১৬	ঘ) জমি এবং ভবনের সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং - ২২, আরএস খতিয়ান নং ৫২৭, এলআর খতিয়ান নং - ২৮৮৫ এবং ২৪৮৬, আরএস দাগ নং - ৬০৪১ এবং ৬০৪৪, সম্পূর্ণ পরিমাপগত এলাকা ৬.০০ ডেসিমেল, মৌজা : কাথাবাড়ি, থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, শ্রেণি : বাস্তু, শ্রী দিলীপ পাল এবং শ্রীমতী অপর্ণা পালের স্বত্বাধিকারে বন্ধকরত নিবন্ধিত দলিল নং : ১৩৯২ / ২০০৬, ১৩.০৪.২০০৬ তারিখের হিসেবে অবস্থিত। সম্পত্তির মালিকের নাম : দিলীপ পাল, প্রফুল্ল পালের পুত্র এবং অপর্ণা পাল দিলীপ পালের স্ত্রী	ঙ) ০৯/০৬/২০২৪ চ) টা: ৩২,৮০,০০৩.২১+ আরও সুদ এবং টা: ২৮,৮৩,৯০৩.০৫+ আরও সুদ ছ) ১৫/০১/২০২৫ জ) প্রতীকী	ক) টা: ২১.৬৬ লক্ষ খ) টা: ২.১৬৬ লক্ষ (২৮.০৬.২০২৫) গ) টা: ০.২৫ লক্ষ	ঘ) ২৮.০৬.২০২৫ ঙ) সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৪:০০	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
৩	ক) দেবীনগর (১০৮৭২০) খ) মেসার্স আশীর্বাদ জুয়েলার্স গ) শ্রী সুব্রত মহন্ত (মালিক) বৈদ্যনাথ মহন্তের পুত্র ঠিকানা : গ্রাম : সোনাডাঙি, পোস্ট : রাইপুর, থানা : রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৩১৩৪ জামিনদাতা : শ্রীমতী টুসি মহন্ত সুব্রত মহন্তের স্ত্রী, ঠিকানা : গ্রাম : সোনাডাঙি, পোস্ট : রাইপুর, থানা : রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৩১৩৪	ঘ) জমি এবং ভবনের সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং - ১৮৬, আরএস খতিয়ান নং - ২২৫, প্লট নং (আরএস এবং এলআর) : ৯০৯, পরিমাপগত সম্পূর্ণ এলাকা ২.৩৩৯ ডেসিমেল, শ্রেণি বাস্তু, মৌজা : ভোমরা, থানা : রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর শ্রী সুব্রত মহন্ত প্রয়াত বৈদ্যনাথ মহন্তের পুত্রের স্বত্বাধিকারে বন্ধকরত নিবন্ধিত বিক্রিত দলিল : ৩৭৮৭, তারিখ : ২০.০৫.২০০৯-এ অবস্থিত। দলিল অনুসারে সীমানা পূর্ব : সুব্রত মহন্ত, পশ্চিম : ৪ ফিট কাঁচা রাস্তা, উত্তর : প্রিয়বালা মহন্ত, দক্ষিণ : সুব্রত মহন্ত সম্পত্তির মালিকের নাম : শ্রী সুব্রত মহন্ত প্রয়াত বৈদ্যনাথ মহন্তের পুত্র	ঙ) ০৯/০৬/২০২৪ চ) টা: ২৭,২৯,২৩৪.০৯+ আরও সুদ এবং চার্জ ছ) ২৫/১১/২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) টা: ১৫.৩১ লক্ষ খ) টা: ১.৫৩ লক্ষ (২৮.০৬.২০২৫) গ) টা: ০.১০ লক্ষ	ঘ) ২৮.০৬.২০২৫ ঙ) সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৪:০০	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
৪	ক) নেতাজি মার্কেট (০৩৭৮২৩) খ) মেসার্স সুফিয়া স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস গ) শ্রীমতী সুফিয়া বিবি হক (মালিক) তাজামেল হকের স্ত্রী ঠিকানা -১, গ্রাম : হালদারপাড়া, নিয়ামতপুর, পোস্ট : পুরাতন মালদা, থানা : ইংরেজ বাজার, মালদা - ৭৩২১২৮ ঠিকানা -২ : গ্রাম : কালটিপাড়া, ঘাসেশ্বরে, পোস্ট : ঝলঝলিয়া, থানা : ইংরেজ বাজার, মালদা - ৭৩২১০২ বন্ধকদাতা : শ্রীমতী সুফিয়া বিবি হক তাজামেল হকের স্ত্রী ঠিকানা : কালটিপাড়া, ঘাসেশ্বরে, পোস্ট : ঝলঝলিয়া, থানা : ইংরেজ বাজার, মালদা -৭৩২১০২	ঘ) সম্পত্তির সমস্ত অবিভাজ্য অংশে যে ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবনে অবস্থিত সেটির জেএল নং - ৫৩, এলআর খতিয়ান নং ৫, প্লট নং - ২০৯, মৌজা - নিয়ামতপুর, থানা - ইংরেজবাজার, জেলা : মালদা, শ্রেণি - ফ্যাক্টরি, পরিমাপগত সম্পূর্ণ এলাকা ১২.৮ ডেসিমেল, সুফিয়া বিবি হক তাজামেল হকের স্ত্রীর স্বত্বাধিকারে বন্ধকরত নিবন্ধিত দলিল নং - ৪৫৯৭ তারিখ : ১৫.০৬.২০১০। দলিলের অনুসারে সীমানা পূর্ব : ১০ ফিট রাস্তা পশ্চিম : লক্ষণ মণ্ডল এবং পুকুর উত্তর : লিতু মণ্ডল দক্ষিণ : বিশু মণ্ডল সম্পত্তির মালিকের নাম : সুফিয়া বিবি হক তাজামেল হকের স্ত্রী	ঙ) ০৫/০৯/২০২৪ চ) টা: ১,০০,৬৪,২৭৯.৮১+ + আরও সুদ এবং চার্জ ছ) ১১/১২/২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) টা: ৪১.৪২ লক্ষ খ) টা: ৪.১৪২ লক্ষ (২৮.০৬.২০২৫) গ) টা: ০.২০ লক্ষ	ঘ) ২৮.০৬.২০২৫ ঙ) সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৪.০০	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
৫	ক) রায়গঞ্জ মোহনবাটি (০১৫৭০০) খ) স্বরূপ চন্দ গ) ঋণগ্রহীতা এবং আইনগত উত্তরাধিকারী প্রয়াত শ্রী তুফান কান্তি চন্দ মিঃ স্বরূপ চন্দ তুফান কান্তি চন্দের পুত্র ঠিকানা : গ্রাম : রূপাহার, রায়গঞ্জ, পোস্ট এবং থানা - রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩১২৩ মোবাইল : ৯৪৩৩১৪৪৮০১ ঋণগ্রহীতা এবং প্রয়াত শ্রী তুফান কান্তি চন্দের আইনগত উত্তরাধিকারী শ্রীমতী জোৎস্না চন্দ তুফান কান্তি চন্দের স্ত্রী ঠিকানা : গ্রাম : রূপাহার, রায়গঞ্জ, পোস্ট এবং থানা - রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩১২৩ মোবাইল : ৭০০১১৭৮৪৪৬ প্রয়াত শ্রী তুফান কান্তি চন্দের আইনগত উত্তরাধিকারী : শ্রী সুব্রত চন্দ তুফান কান্তি চন্দের পুত্র ঠিকানা : গ্রাম : রূপাহার, রায়গঞ্জ, পোস্ট এবং থানা - রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩১২৩ মোবাইল : ৯৪৩৩১৪৪৮০১	ঘ) সম্পত্তির সমস্ত অবিভাজ্য অংশে যে জমি এবং ভবনে অবস্থিত প্লট নং আরএস / এলআর ৬০০, খতিয়ান নং - ৭৩৩, জেএল নং - ২০২ সম্পূর্ণ পরিমাপগত এলাকা ৫.০০ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : বসতি সম্পন্ন বাস্তুর জমি 'বাস্তু', মৌজা : রূপাহার, রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩১২৩, তুফান কান্তি চন্দ এবং ওয়ারে স্বরূপ কুমার চন্দের স্বত্বাধিকারে বন্ধকরত নিবন্ধিত দলিল নং ৬১৫১ তারিখ ২৫.০৯.২০০৯ দলিল অনুসারে সীমানা : পূর্ব : ক্রেতার জমি (তুফান কান্তি সাহা) পশ্চিম : মন্দির এবং ১৪ ফিট রাস্তা উত্তর : মিহির চন্দ দক্ষিণ : মিহির চন্দ	ঙ) ০১/০১/২০২৪ চ) টা: ৪৬,১১,২২৩.৮৪+ + আরও সুদ এবং চার্জ ছ) ১৬/১২/২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) টা: ৫১.২৫ লক্ষ খ) টা: ৫.১২৫ লক্ষ (২৮.০৬.২০২৫) গ) টা: ০.৫০ লক্ষ	ঘ) ২৮.০৬.২০২৫ ঙ) সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৪:০০	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই

শর্তাবলি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং আরও উল্লিখিত শর্তাবলি অনুসারে বিক্রয়ে নিয়ম এবং শর্তাবলি বিহিত করা হয়েছে।
১) সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হচ্ছে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক ভিত্তিতে'
২) নির্দিষ্ট সংরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উল্লিখিত সময়সূচি অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা সঠিক তথ্য দ্বারা প্রেরিত, কিন্তু যদি কোনওপ্রকার ভুল, ভুল বিবৃতি অথবা ঘোষণার উপর কোনওপ্রকার ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তবে তার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কোনওপ্রকার উত্তর দিতে বাধ্য নয়।
৩) নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা প্রেরিত ই-অকশন -এর প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট https://banknet.in -এ ২৮.০৬.২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ থেকে বিক্রয় সম্পন্ন হবে।
৪) বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলির আরও বিশদ বর্ণনার জন্য অনুগ্রহ করে https://banknet.in এবং www.pnbindia.in-এ পরিদর্শন করুন।
তারিখ : ১১.০৬.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
স্বাক্ষরিত - অনুমোদিত আধিকারিক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক
সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশটি সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অন্তর্ভুক্ত

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিধানসভা ভোটে নজর রেখে মালদায় উদ্যোগী কোতুয়ালি

শক্তি পরীক্ষার ভাবনা কংগ্রেসের

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১০ জুন : বিধানসভা ভোটের আগে সাংগঠনিক শক্তি পরীক্ষায় কোতুয়ালি। এক্ষেত্রে জেলা শাসকের কার্যালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচিকে বেছে নিয়েছে মালদা জেলা কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মালদা শহরকে স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেবেন ১৫টি ব্লকের ১০ হাজারেরও বেশি কংগ্রেস কর্মী। তবে এখনও নির্দিষ্টভাবে কর্মসূচির দিন ঠিক করতে পারেনি কংগ্রেস। দলীয় সূত্রে খবর, আগামী মাসের ১ অথবা ২ তারিখ রাস্তায় নামতে পারেন কংগ্রেস কর্মীরা। কর্মসূচির রূপরেখা তৈরিতে মঙ্গলবার মালদা জেলা পরিষদের বিনয় সরকার অতিথি আবাসে বৈঠকে বসেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক মোস্তাকিন আলম, ভুপেন্দ্রনাথ হালদার, আলবেরুনি জুলকারনাইন, আসিফ মেহেবুব প্রমুখ।

আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কংগ্রেস। বরং দুই দশকের ইতিহাসে কংগ্রেসের হাত ধরে ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে একাধিক রাজনৈতিক দল। বর্তমানে দলীয় নেতৃত্বের এমনই উপলব্ধি। উদাহরণ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ। সম্প্রতি গুজরাটে হয়ে যাওয়া এআইসিসির সর্বভারতীয় সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দলীয় সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে একলা চলার নীতিতে জোর দেওয়া হয়েছে। পাখির চোখ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূলকে এক ইঞ্চি জমি না ছাড়তে আন্দোলনে নেমে পড়ার বার্তা ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসকে দিয়েছেন রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। ওই নির্দেশ পেয়ে জেলায় জেলায় আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। এবার আন্দোলনে নামছে মালদা জেলা কংগ্রেসও।

> গত বছর এনআরসি-র ভয় দেখিয়ে বিভাজনের রাজনীতি খেলেছিল তৃণমূল। এবার তৃণমূল এবং বিজেপির অস্ত্র দাঙ্গা। মানুষকে বোঝাতে পারলে আমরা তৃণমূল ও বিজেপিকে রুখে দিতে পারব।
>
> **ইশা খান চৌধুরী**
> সাংসদ, দক্ষিণ মালদা

একদা কংগ্রেসের গড় হিসেবে পরিচিত ছিল মালদা, মুর্শিদাবাদ। দক্ষিণ মালদায় ইশা দলীয় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে পারলেও অধীর চৌধুরীর পরাজয়ে হাতছাড়া হয়েছে মুর্শিদাবাদ। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যে কংগ্রেসের আন্দোলনের শুরু মালদা জেলা থেকে চাইছেন রাহুল গান্ধি, দাবি জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের। এদিন ইশা বলেন, 'দল বুথ স্তর থেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নেতারা ঠিকভাবে কাজ করছেন কি না, তা দেখার জন্য প্রতিটি ব্লকে অবজার্ভার এবং মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে। মানুষ কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছেন বলেই ভোট লুট করেও তৃণমূল এই জেলায় কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। গত বছর এনআরসি-র ভয় দেখিয়ে বিভাজনের রাজনীতি খেলেছিল তৃণমূল। এবার তৃণমূল এবং বিজেপির অস্ত্র দাঙ্গা। মানুষকে বোঝাতে পারলে আমরা তাঁদের রুখে দিতে পারব।' কংগ্রেস নেতা মোস্তাকিন জানান, জুলাই মাসের ১ অথবা ২ তারিখে ডিএম ঘেরাও কর্মসূচি হবে। কর্মসূচিকে সফল করতে প্রতিটি ব্লকে প্রস্তুতি সভার আয়জন করা হবে।

পরকীয়ায় বাধা, শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা বধূকে

শেখ পান্না

রতুয়া, ১০ জুন : স্বামীর পরকীয়ায় বাধা দিয়েছিলেন স্ত্রী। সেই 'অপরাধে' বধূর ওপর অমানবিক অত্যাচার করার অভিযোগ উঠেছে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এর জেরে ওই বধূকে মারধরের পাশাপাশি শ্বাসরোধ করে তাঁকে খুনের চেষ্টা করা হয়। মাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় তাঁর নাবালক সন্তানকেও। বর্তমানে ওই বধূ রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির পাঁচ সদস্যের বিরুদ্ধে রতুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বধূর বাবার বাড়ির লোকজন। পুলিশ জানিয়েছে, বধূ নির্যাতন ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। ওই বধূর স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির পাঁচ সদস্য পলাতক, তাদের সন্ধান চলছে। ওই বধূর বাবার বাড়ি মানিকচক থানার খয়েরতলা গ্রামে। প্রায় ১৫ বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়। ওই দম্পতির তিনটি পুত্রসন্তান রয়েছে। এই ঘটনায় রতুয়া থানার বালুপুর গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বাবার বাড়ির সদস্যদের অভিযোগ, স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা মেয়ের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল। স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় মেয়েকে মারধর করা হয়। ছুরি দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। ওই বধূ বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন। সেখানে চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে রবিবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যান। সোমবার সন্ধ্যা থেকে ফের তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু হয়। ভাশুর সহ বাড়ির অন্য মহিলারা ওই বধূকে বেধড়ক মারধর করে। গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাঁকে ঝুলিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই সময় মাকে বাঁচাতে গেলে মারধর করা হয় ওই বধূর নাবালক ছেলেকেও। ওই নাবালক বলে, 'বাবা, জেঠু আর জেঠিমারা মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। মা বাড়ি থেকে বেরোতে রাজি হননি। তাই তারা সবাই মিলে মাকে ইট, লাঠি দিয়ে মারধর করেছে। চড়-ঘুসিও মেরেছে। ওরা মায়ের গলায় ফাঁস লাগিয়ে মাকে খুন করতে চাইছিল। আমি মাকে বাঁচাতে গেলে ওরা আমাকেও প্রচুর মেরেছে।' নির্যাতিতা বধূর ভাই বলেন, 'আমার দিদি, ভাগ্নে সবাইকে ওরা মেরে ফেলত, এই ঘটনার জন্য জামাইবাবু ও তার দাদা-বৌদির কঠোর শাস্তি দাবি করছি।'

মর্মান্তিক

- স্বামীর পরকীয়ায় বাধা দেওয়ায় বধূর ওপর অমানবিক অত্যাচারের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে
- মাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত নাবালক সন্তান
- থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই পলাতক স্বামী, শ্বশুর সহ মোট পাঁচজন

হিলিতে কর্মশালা : হিলির তিওড় নওপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির সভাকক্ষে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান কর্মশালা হল। শতাধিক চাষিকে খরিফ মরশুমে চাষাবাদ নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১৫ বছর ধরে রাস্তা বেহাল, অবরোধ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ জুন : টানা ১৫ বছর ধরে তিন কিলোমিটার রাস্তা বেহাল। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য বাসিন্দারা বহুদিন ধরেই দাবি জানিয়ে এলেও আজ পর্যন্ত সেই দাবিকে মান্যতা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এর জেরে বাসিন্দারা খুবই সমস্যায় পড়েছেন। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বাসিন্দারা মঙ্গলবার আন্দোলনে নামেন।

বাসিন্দারা এদিন রামপুর এলাকায় রায়গঞ্জ-বিন্দোল রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মলয় সরকার অবরোধে নেতৃত্ব দেন। প্রায় ঘণ্টাখানেকের অবরোধে যানবাহন আটকে যায়। সমস্যা মেটাতে বিডিওকে এলাকায় আসতে হবে বলে অবরোধকারীরা দাবি জানান। ধাপে ধাপে রাস্তা সংস্কারের কাজ হবে বলে জয়েন্ট বিডিও অমিত সাহা অবরোধস্থলে এসে আশ্বাস দেন। এরপরই অবরোধ ওঠে।

রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, 'পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপির তিনজন সদস্য আছেন। ওই তিন সদস্যের কোনও কথা শোনা হচ্ছে না। এর আগে রাস্তা সংস্কারের জন্য অর্থবরাদ্দ হয়েছে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস সেই টাকা নয়ছয় করেছে। ওই তিন কিলোমিটার রাস্তায় বসবাসকারীরা বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য সংস্কারের কাজ আটকে আছে।' পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী ব্যাপারী বর্মন অভিযোগ খারিজ করলেও পঞ্চায়েত সমিতি রাস্তা সংস্কারে অপারগ বলে জানিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আমাদের পক্ষে রাস্তা সংস্কার করা সম্ভব নয়। বিধায়ক তহবিল কিংবা পথশ্রী প্রকল্পে সংস্কারের কাজ হতে পারে।'

রামপুর থেকে দ্বীপনগর পর্যন্ত ওই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। গ্রামবাসীর অভিযোগ, পঞ্চায়েত সমিতিকে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হয়েছে। একাধিকবার বিডিওর কাছে একই দাবি পেশ করা হয়েছে। তা-ও কোনও কাজ হয়নি।

শোলার মুখোশে আকর্ষণ আমাতকালীর পুজোয়

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১০ জুন : আমাতকালীপুজো ঘিরে উৎসবের মেজাজ দেখা গেল কুশমণ্ডি ব্লকের দেউল, আকচা, উদয়পুর, মালিগাঁও পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পাড়ায়। এই পুজো মূলত অম্বুবাচির আগে হয়। গত রবিবার থেকে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার সকাল থেকে পাড়ার মোড়ে মোড়ে এই পুজো উপলক্ষ্যে ভিড় জমিয়েছে ছেলে-বুড়ো সকলে। মহিষবাথান ও খাড়া মোড়ে আমাতকালীপুজো উপলক্ষ্যে পালাগান উপস্থাপন করা হবে।

গাছতলায় আমাতকালীপুজোর থান। মঙ্গলবার কুশমণ্ডিতে। -সংবাদচিত্র

দেউল, মহিষবাথান, লাইব্রেরি মোড়, খাড়া মোড়, ফতেপুর, দেহাবন্দ সহ একাধিক জায়গায় কোথাও ছোট ইট বাঁধানো থানে আবার কোথাও পুরোনো বড় গাছের তলায় আমাতকালীপুজো করা হয়। তবে এই পুজোর উদ্যোক্তা মূলত পাড়ার শিশু ও কিশোরের দল। তারা পুজোর কয়েকদিন আগে থেকে রাস্তায় দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে পথচলতি মানুষের থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে। সেই চাঁদার টাকা থেকে দেওয়া হয় পুরোহিতের দক্ষিণা। এছাড়া পুজোর জন্য আম, কলা, কাঁঠাল, দুধ, বাতাসা কিনে ভোগ নিবেদন করা হয় ঠাকুরের কাছে। এই পুজোর মূল আকর্ষণ আমাতকালীর শোলার মুখোশ। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, বহু মানুষ পরিবারের মঙ্গলকামনায় শোলার তৈরি কালী ঠাকুরের মুখোশ নিকটবর্তী আমাতকালী থানে দান করেন। পুজো শেষে অধিকাংশ মুখোশ জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

কী এই আমাতকালীপুজো? এবিষয়ে রয়েছে একাধিক মত। মহিষবাথান গ্রামের পঞ্চানন বর্মা পুরস্কার প্রাপ্ত লোকশিল্পী আকুলবালা সরকার বলেন, 'এই আমাতকালী আসলে মা কালীর পুজো। তবে এরসঙ্গে যুক্ত থাকে পাড়ার ছোটরা।' প্রচলিত লোককথা অনুযায়ী, আমাতকালীর ভর নামে এলাকার কিশোরদের মধ্যে। কচিকাঁচারা দল বেঁধে পুজোয় অংশগ্রহণ করে। ছোটদের আবদারে এলাকাবাসী এই পুজো উপলক্ষ্যে ভক্তিভরে দান করেন। মঙ্গলবার মূল পুজো করা হলেও বেশ কিছু জায়গায় পুজোকে কেন্দ্র করে বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আকুলবালা জানান, এই পুজোয় মানুষ নিজের পরিবারের মঙ্গলকামনা করেন। তাঁর মতে, মানুষকে কাজের জন্য বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। ঘরের বাইরেও মা কালী আছেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই পুজো করার প্রচলন। যদিও কত বছর ধরে এই পুজো হয়ে আসছে সেবিষয়ে তিনি সঠিক জানেন না।

নয়া ফাঁড়ি

পতিরাম, ১০ জুন : বালুরঘাট ব্লকের ঐতিহ্যবাহী বোল্লাকালী মন্দির চত্বরে নতুন পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন হল। মঙ্গলবার মালদা রেঞ্জের আইজি দীপনারায়ণ গোস্বামী এই ফাঁড়ির উদ্বোধন করেন। পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ সহ পুলিশের অন্য আধিকারিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বোল্লায় বহু ভক্তের সমাগম হয়। একারণে নিরাপত্তায় নতুন ফাঁড়ি হয়েছে।

জালিয়াতিতে ধৃত

রায়গঞ্জ ও করণদিঘি, ১০ জুন : সংখ্যালঘু স্কলারশিপের কোটি কোটি টাকা তছরুপের মামলায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। ধৃতের নাম শারজাহান আলি ওরফে শাজাহান ওরফে শারজান। তার বাড়ি করণদিঘি থানার সাবধান গ্রামে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার বিকেলে আচমকা অভিযান চালিয়ে সাবধান গ্রামেরই একটি চায়ের দোকান থেকে শারজাহানকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। মঙ্গলবার ধৃতকে ৭ দিনের হেপাজত চেয়ে রায়গঞ্জের ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ কোর্টে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের সিআইডি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর শাওন চৌধুরী বলেন, 'ধৃতের অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়েছে। সেই সূত্রেই অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। তদন্তের স্বার্থে বিচারক ৫ দিনের সিআইডি হেপাজত মঞ্জুর করেছেন।'

দীর্ঘদিন ধরেই মূলত সাবধান হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নাম জালিয়াতি করে মাইনরিটি স্কলারশিপের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে একটি চক্র। সেই চক্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে নাম জড়ায় সাবধান হাইস্কুলের এক শিক্ষক, কেরানি, চতুর্থ শ্রেণির কর্মী ও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানেরও। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র থেকে এই জালিয়াতির কাজ চালানো হত বলে অভিযোগ। অভিযুক্তরা প্রায় সকলেই শাসকদলের মদতপুষ্ট ও প্রভাবশালী বলে পরিচিত। মহম্মদ আবু সানা নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা করণদিঘি থানায় লিখিত অভিযোগ জানালে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে করণদিঘি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। পরবর্তীতে তদন্তের ভার যায় সিআইডির হাতে।

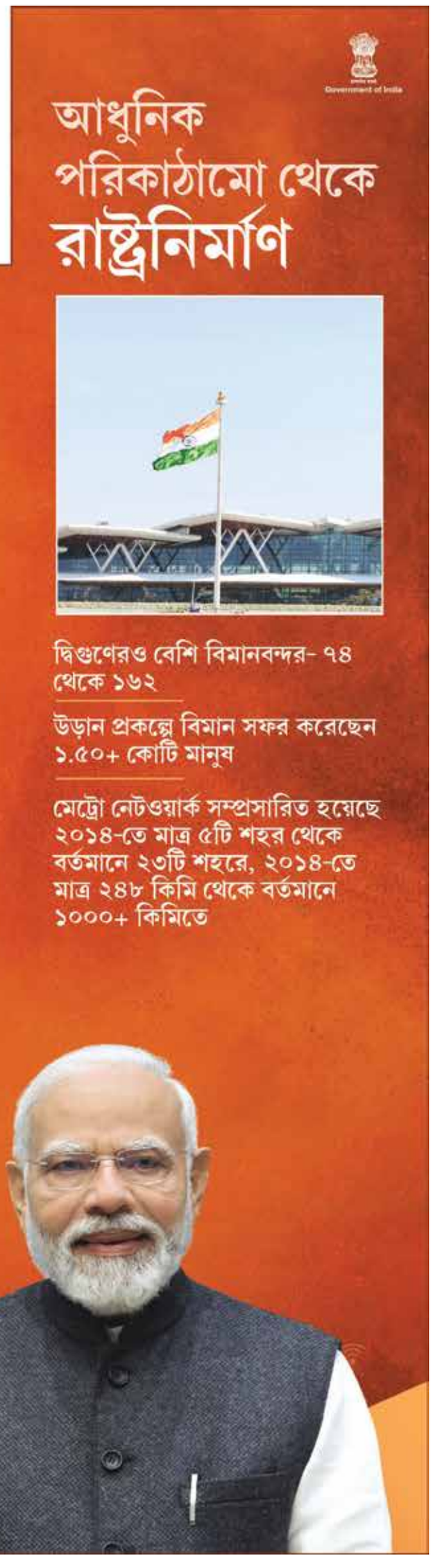

ভুয়ো শিক্ষক ধরতে অভিযান

মুরতুজ আলম

সামসী, ১০ জুন : শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও বেশ কিছু দুর্নীতি নিয়ে রতুয়ার দুটি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে মাদ্রাসা বোর্ড এবং রাজ্য সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরে একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রতুয়ার বাটনা জেএমও সিনিয়ার মাদ্রাসা ও ভগবানপুর গার্লস হাই মাদ্রাসায় মঙ্গলবার অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য যান শিক্ষা দপ্তর ও প্রশাসনের একদল আধিকারিক। ওই দলে ছিলেন নবান্ন থেকে রাজ্য সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সচিব পিবি সেলিম, রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ আবু তাহের কামরুদ্দিন, মালদা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস, জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক মেঘা লামা, চাঁচল মহকুমা শাসক সৌভিক মুখোপাধ্যায়, রতুয়া-১ ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পো প্রমুখ। ছিল সামসী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রামচন্দ্র সাহার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। ওই দুটি মাদ্রাসা থেকে শিক্ষক হাজিরা খাতাসহ বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করেছে ওই তদন্তকারী দল।

রতুয়ার বাটনা জেএমও সিনিয়ার মাদ্রাসা ও ভগবানপুর গার্লস হাই মাদ্রাসা, দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম সহ মিড-ডে মিল, কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রী, নানান বিষয়ে একাধিক অভিযোগ ছিল। সম্প্রতি এলাকার বাসিন্দারাই এসব অভিযোগ নিয়ে মাদ্রাসা বোর্ড ও রাজ্য সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরে একটি লিখিত অভিযোগ জমা করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নবান্ন থেকে রাজ্য সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সচিব পিবি সেলিম, রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ আবু তাহের কামরুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে এদিন ওই দুটি মাদ্রাসায় হানা দেন। তাঁরা প্রথমে রতুয়ার বাটনা জেএমও সিনিয়ার মাদ্রাসা যান। সেখানে ওই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার মাইনুল হককে নানান অভিযোগের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনও ভুয়ো শিক্ষক কাজ করে কি না, তা জানতে চাওয়া হয়। হাজিরা খাতা ও কিছু মূল্যবান নথি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাঁরা ভগবানপুর গার্লস হাই মাদ্রাসায় হানা দেন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও কোনও ভুয়ো শিক্ষক কাজ করেন না, সেটা লিখিত আকারে নেওয়া হয়। পাশাপাশি, শিক্ষক হাজিরা খাতা ও আরও কিছু মূল্যবান নথি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যান তাঁরা। এছাড়াও, এদিন ওই তদন্ত কমিটি মিলনগড় সাজ্জাদিয়া হাই মাদ্রাসা ও মিলনগড় সিনিয়ার মাদ্রাসাতেও যান।

মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরামের উত্তর মালদা সভাপতি ওয়াহেদুল্লাহ আলি বলেন, 'কিছু মাদ্রাসা পরিচালন সমিতি অবৈধভাবে কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করেছিল। এই নিয়োগ দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে যেসব মাদ্রাসা পরিচালন সমিতি জড়িত তাঁদের বিরুদ্ধে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

তিনি আরও বলেন, 'গোটা জেলায় মোট ৫৭ জন ভুয়ো শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী রয়েছে।'

রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ আবু তাহের কামরুদ্দিন বলেন, 'সুনির্দিষ্ট কিছু মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ ছিল। অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে। হাজিরা খাতা সহ বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্ত জারি রয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে এর থেকে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।'

ভগবানপুর গার্লস হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা সাহানা পারভিন সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে বলেন, 'নিয়ম মেনেই শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। এদিকে, বাটনা জেএমও সিনিয়ার মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার মাইনুল হক বলেন, 'তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করব।'

ভগবানপুর গার্লস হাই মাদ্রাসা।

একনজরে

- ভুয়ো শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগে জেএমও সিনিয়ার মাদ্রাসা ও ভগবানপুর গার্লস হাই মাদ্রাসায় অভিযান
- গোটা জেলায় ৫৭ জন ভুয়ো শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী রয়েছে
- বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে শিক্ষকদের হাজিরা খাতা সহ বেশ কিছু নথিপত্র
- প্রশাসনের তরফে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস

বিক্ষোভ বিজেপির

পতিরাম, ১০ জুন : এপ্রিল মাসে পতিরাম ফরেস্টে গাছ চুরি কাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার পতিরাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করল বিজেপি। বিক্ষোভ থেকে পঞ্চায়েত প্রধানকে চোর বলে আক্রমণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বুধরাই টুডু, জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, প্রাক্তন জেলা সভাপতি শুভেন্দু সরকার, জ্যোতিষ বর্মন, ছোটন চক্রবর্তী, স্থানীয় নেতা বিশ্বনাথ সাহা প্রমুখ।

বিজেপির জেলা সভাপতি বলেন, 'এই ঘটনার শেষ দেখে ছাড়ব। প্রয়োজনে আদালতে যাব। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান উপস্থিত না থাকায় শেষপর্যন্ত বিজেপির তরফে স্মারকলিপি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এদিন বিকেল দুই ঘণ্টা ধরে এই অবস্থান বিক্ষোভ চলে। এজন্য পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে অনেক পুলিশ মোতায়েন ছিল।

সমবায় ভোটে মনোনয়নপত্র

বুনিয়াদপুর, ১০ জুন : দিলকণ্ঠী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন উপলক্ষ্যে মনোনয়ন দাখিল হল মঙ্গলবার। ব্লক সমবায় পরিদর্শক ময়ূখ চক্রবর্তী জানিয়েছেন ছয়টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। পরিচালন সমিতির নির্বাচনে দুই দিনে ১৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন। তিনটি অসংরক্ষিত, দুটি মহিলা ও একটি তপশিলি জাতি ও উপজাতি নিয়ে মোট ছয়টি আসনে প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সূত্রের খবর, নির্বাচনে ত্রিমুখী লড়াই হবে। তৃণমূল ছয়টি, বিজেপি ছয়টি ও সিপিএম চারটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। ৬ জুলাই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

জাল লটারির টিকিট, ধৃত ২

হেমতাবাদ, ১০ জুন : জাল লটারির টিকিট বিক্রির অভিযোগে হেমতাবাদ থানার বাঙ্গালবাড়ি এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত সুরজিৎ সিংহ, ফরমান আলির বাড়ি ইটাহার থানার দুর্গাপুরে। সোমবার বাঙ্গালবাড়ি এলাকায় জাল লটারির টিকিট বিক্রি করতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তারা। মঙ্গলবার বিকালে ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ১৫ হাজার টাকার জাল লটারি বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

চেনা ছবি অচেনা আঙ্গিকে।। *সেবকে করোনেশন ব্রিজের ছবিটি তুলেছেন মালবাজারের অভীক চৌধুরী।*

রাত জেগে স্কুল পাহারায় তরুণদল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ জুন : এক লহমায় বদলে গেল লহণ্ডা গ্রাম। থুড়ি, বলা ভালো, এক খবরেই বদলে গেল লহণ্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ। কীভাবে? রোজ রাতে গ্রামের স্কুলের বারান্দায় বসছিল নেশার আসর। সকালে স্কুল চত্বরে গড়াগড়ি খেত মদের বোতল। হাওয়ায় উড়ত চিপসের খালি প্যাকেট। পড়ুয়াদের শিশুমনে কুপ্রভাব পড়ছিল তার। দিন কয়েক আগে বিদ্যালয়ের এই দুরবস্থা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ খবর প্রকাশিত হতেই হুঁশ ফেরে গ্রামের তরুণ সমাজের। এবার শিক্ষাঙ্গনকে কলুষমুক্ত করতে কোমর কষে মাঠে নামলেন গ্রামের তরুণরা। নেশার বিরুদ্ধে মাইকে প্রচার করে গ্রামবাসীদের সচেতন করার পাশাপাশি গভীর রাত পর্যন্ত স্কুলের চারপাশ ঘিরে পাহারা দেওয়া শুরু করেছেন স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা। ফলও মিলেছে হাতেনাতে। তিনদিন ছুটির পর সোমবার স্কুল খুললে দেখা যায়, গোটা স্কুল চত্বর সাফসুতরো।

নেশামুক্ত গ্রাম ও কলুষমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সংগ্রামী সংঘের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ ও মহিলারাও। স্থানীয় বাসিন্দা অর্চনা রায় বলেন, 'ক্লাবের ছেলেরা খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। কিছু মদ্যপের জন্য এভাবে স্কুলের বদনাম হবে, তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে আমরাও স্কুলের পরিবেশ ফেরাতে রাস্তায় নেমেছি। সাধারণ মানুষকে সচেতন করছি।'

কিন্তু স্কুলে কারা বসাতো নেশার আসর? স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এর পিছনে রয়েছে গ্রামেরই কিছু ছেলেছোকরা। রোজ সন্ধ্যায় তারাই স্কুল চত্বরে মদের আসর বসাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিত কিছু বহিরাগত। স্কুলের পাশেই বাড়ি গণেশ বিশ্বাসের। তাঁর কথায়, 'প্রায়দিন সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ে বহিরাগত তরুণদের আনাগোনা দেখতাম। ভয় লাগত। তবু অনেকদিন তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছি। এখন ক্লাবের ছেলেদের পাশাপাশি গ্রামের সবাই এগিয়ে আসায় এবার হয়তো স্কুল প্রাঙ্গণে নেশাখোরদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হবে।'

স্কুলে নেশার আসর বসানোর নেপথ্যে অবশ্যই গ্রামের কেউ, এমনকি ক্লাবের সদস্যদেরও কেউ যুক্ত থাকতে পারে বলে মনে করছেন গ্রামবাসীরা। এই প্রসঙ্গে সংগ্রামী সংঘের সম্পাদক মান্না রায় বলেন, 'স্কুলের পরিবেশ নষ্টে আমাদের ক্লাবের কারোর ইন্ধন রয়েছে কি না তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। স্থানীয়দের মদত ছাড়া তো বাইরের ছেলেরা এখানে আসার সাহস পাবে না। সেই কারণেই মাইকিং করে গ্রামবাসীদের সচেতন করার পাশাপাশি রাত জেগে স্কুল পাহারাও দিচ্ছি।'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ পালের বক্তব্য, 'এর আগে পুলিশকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু নেশাখোরদের উপদ্রব বন্ধ হয়নি। গ্রামবাসীরা, বিশেষ করে ক্লাবের ছেলেরা এগিয়ে আসায় এখন সব বন্ধ।'

ক্লাবের সদস্যরা জানিয়েছেন, যতদিন না পুরো গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে সচেতন করা যাচ্ছে ততদিন রাত জেগে স্কুল পাহারার কাজ চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

পদক্ষেপ

- রোজ রাতে স্কুলে বসত মদের আসর
- নষ্ট হচ্ছিল শিক্ষার পরিবেশ
- পুলিশকে জানিয়ে কাজ হয়নি
- ক্লাবের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সচেতনতা বৃদ্ধি ও রাতে স্কুল পাহারার উদ্যোগ
- তাতেই ফিরল স্কুলের পরিবেশ

বাসের ধাক্কায় ছাত্রের মৃত্যু

বামনগোলা, ১০ জুন : যাত্রী তোলা নিয়ে রেষারেষির জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক সাইকেল আরোহী ছাত্রকে ধাক্কা মারল একটি বেসরকারি বাস। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কের পাকুয়াহাটের খিড়িপাড়ার গুলমিল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রী তোলার রেষারেষির জেরে একটি বাস বিরাজ মণ্ডল নামে ওই ছাত্রকে ধাক্কা মারে। পাকুয়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সালালপুর এলাকায় তার বাড়ি।

স্থানীয়রা বিরাজকে উদ্ধার করে বামনগোলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা। মঙ্গলবার সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। বেসরকারি বাসটিকে আটক করে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শাস্তির দাবি মৃতের স্ত্রীর

মালদা, ১০ জুন : অন্তরঙ্গ ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে অর্থ দাবি করছিলেন এক দম্পতি। ব্ল্যাকমেলের অত্যাচার থেকে বাঁচতে মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিলেন নির্যাতিত ওই ব্যক্তি। নদীর ধারে কীটনাশক পান করার সময় মোবাইলে ভিডিও করেছিলেন তিনি। সেই ভিডিও এখন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ঘটনার পর ১৯ দিন কাটতে চলল। তবুও অভিযুক্ত ওই দম্পতির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি বামনগোলা থানার পুলিশ। তাই অভিযুক্তদের শাস্তি চেয়ে মঙ্গলবার মালদা জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেন মৃতের স্ত্রী। তাঁদের বাড়ি বামনগোলা থানার এক গ্রামে। মৃতের স্ত্রী বলেন, 'আমার স্বামীর সঙ্গে বামনগোলার এক গ্রামের জনৈক মহিলার সম্পর্ক ছিল। ব্ল্যাকমেল করার জন্য ওই মহিলার স্বামী ও পরিবারের সদস্যরা ফাঁদ পাতেন। ওঁদের জন্য আমার স্বামী মারা গিয়েছেন। আমি অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি চাই।'

দেহ উদ্ধার

পতিরাম, ১০ জুন : নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রামপুর কিসমত গ্রামে সোমবার সন্ধ্যায় মাধব হালদার (৩০) নামে এক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের দাবি, তাঁকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। গ্রামবাসীরা পতিরাম থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়। তবে ঘটনাটি আত্মহত্যা না কি অন্য কিছু বিষয় রয়েছে তা নিয়ে পতিরাম থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ভেন্ডিং মেশিন

হরিরামপুর, ১০ জুন : বিডিও অফিসে আসা মেয়েদের সুবিধার জন্য ভেন্ডিং মেশিন বসল হরিরামপুর ব্লক অফিসে। বিডিও অত্রি চক্রবর্তী জানালেন, বাজার থেকে যাতে কম দামে উন্নতমানের ন্যাপকিন পাওয়া যায় তাই মেশিনটি বসানো হয়েছে। বাগিচাপুর এলাকার রূপসানা খাতুন বলেন, 'পাঁচ টাকায় একটা ন্যাপকিন পাওয়া যাচ্ছে। এটা খুব ভালো উদ্যোগ।'

নাবালিকা উদ্ধার

কুমারগঞ্জ, ১০ জুন : মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। পাশাপাশি, পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এক তরুণকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়েটি নিখোঁজ হওয়ার পরই তার পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার করে।

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ। মঙ্গলবার পুরাতন মালদায়।

পুরসভাকে দোষারোপ পদ্মের

পানীয় জলের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১০ জুন : তীব্র গরমের মধ্যে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে পুরাতন মালদা শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশ হাট্টা ও পালপাড়া এলাকায়। এমন সমস্যার ফলে অনেকদিন ধরে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকালে তাঁদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বাধ্য হয়ে এলাকার মহিলারা জলের পাত্র হাতে নিয়ে নবাবগঞ্জ-মঙ্গলবাড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।

তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে না। যেটুকু জল আসছে তা খুব অল্প সময়ের জন্য। সরু সুতোর মতো জল বের হয়। দিনের পর দিন এমন সমস্যা চলছে।

ছায়া পাল নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষোভের সুরে বলেন, 'আমাদের এলাকায় অনেকদিন থেকে পানীয় জলের সমস্যা চলছে। বাধ্য হয়ে আমরা এদিন পথে নেমেছি। পুরসভায় নিয়মিত ট্যাক্স দেওয়া হয়। অথচ পুর কর্তৃপক্ষ আমাদের এই পরিষেবাটুকুও দিতে পারছে না। আমাদের দাবি, নিয়মিত তিন বেলা পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করতে হবে।'

এদিন সকাল ১১টা থেকে ওই বিক্ষোভ শুরু হলে রাস্তায় যানজট হয়ে যায়। খবর পেয়ে মালদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বাসিন্দাদের সঙ্গে অনেক আলোচনার পর অবশেষে দুপুর ১২টা নাগাদ অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা।

এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। স্থানীয় বিজেপি কাউন্সিলারের স্বামী লব রায় বাসিন্দাদের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা চলছে। বাসিন্দাদের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত। আমরা অনেকবার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এভাবে দিনের পর দিন বঞ্চনার ফলে এদিন সাধারণ মানুষের ধৈর্য হারিয়ে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে তাঁরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।'

যদিও চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ এমন সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'পানীয় জলের সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু এলাকায় কোনও জলের সংকট নেই। এই অবরোধ বা বিক্ষোভ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কিছু মানুষ এলাকায় রাজনীতি করার জন্য এই ধরনের অবরোধ করাচ্ছে।'

স্থানীয়দের এমন বিক্ষোভের ঘটনা পুরাতন মালদা পুরসভার জল সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পুরসভা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এই টানাপোড়েন শেষ হয়ে কবে এলাকার মানুষ নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পানীয় জল পাবেন সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

বাড়ছে ক্ষোভ

- তীব্র গরমের মধ্যে পানীয় জলের সংকট শুরু হয়েছে
- পুরাতন মালদা শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশ হাটটা ও পালপাড়া এলাকার ঘটনা
- ফলে অনেকদিন ধরে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা
- মঙ্গলবার তাঁরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান
- এব্যাপারে বাসিন্দাদের সমর্থন জানিয়েছে বিজেপি
- সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন চেয়ারম্যান

পাঁচদিন বন্ধ জল সরবরাহ, ক্ষোভে ফুঁসছে উগরিটোলা

আজাদ

মানিকচক, ১০ জুন : তীব্র তাপপ্রবাহে অতিষ্ঠ জনজীবন। এর মধ্যে পাঁচদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ। এতে ক্ষোভে ফুঁসছেন মানিকচকের উগরিটোলার বাসিন্দারা। মঙ্গলবার এলাকায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। খালি জলের জার ও বোতল নিয়ে চলে বিক্ষোভ।

তাঁদের অভিযোগ, কয়েক মাস ধরে এমন সমস্যা চলছে। প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও হেলদোল নেই তাঁদের। তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান না হলে পথ অবরোধ ও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

> পাঁচ মাস ধরে আমরা পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছি। আগে কোনও দিন আধ ঘণ্টা, আবার কোনও দিন এক ঘণ্টা সময় জল এলেও কোরবানির আগের দিন থেকে একেবারে বন্ধ রয়েছে পানীয় জল। কী কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে জানি না। যাঁদের আর্থিক অবস্থা ভালো তাঁরা জল কিনে খাচ্ছেন। আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।
>
> **পিংকি বিবি,** স্থানীয় বধূ

স্থানীয় বধূ পিংকি বিবির কথায়, 'পাঁচ মাস ধরে আমরা পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছি। আগে কোনও দিন আধ ঘণ্টা, আবার কোনও দিন এক ঘণ্টা সময় জল এলেও কোরবানির আগের দিন থেকে একেবারে বন্ধ রয়েছে পানীয় জল। কী কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে জানি না। যাঁদের আর্থিক অবস্থা ভালো তাঁরা জল কিনে খাচ্ছেন। আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।' উগরিটোলা গ্রামে প্রায় ৪০০ পরিবারের বসবাস। অনেকদিন ধরে নিয়মিত পরিস্রুত পানীয় জলের দাবি জানিয়ে আসছিলেন তাঁরা। পাইপলাইনে সমস্যার কারণে প্রতিনিয়ত জল সরবরাহ করা হত না বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

এই সমস্যা নিয়ে মানিকচক ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, বিধায়ক সমস্ত জায়গায় দরবার করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপরও সেই একই সমস্যায় ভুক্তভোগী তাঁরা। তবে বিগত পাঁচদিন ধরে একেবারেই বন্ধ পানীয় জল সরবরাহ। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয়রা। মানিকচক থানা থেকে পানীয় জল আনতে হয়। আর না হলে জল কিনে নিতে হচ্ছে তাঁদের। জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ কবিতা মণ্ডল বলেন, 'আমি বিষয়টি শুনেছি। কেন এমন সমস্যা হচ্ছে তা খোঁজ নিয়ে দেখব। তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করা হবে।'

রাস্তা সারাতে কোদাল হাতে প্রধান

প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ

গৌতম দাস

গাজোল, ১০ জুন : বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য শুরু হয়েছে 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পের কাজ। প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য শুরু হয়েছে রাস্তা খুঁড়ে পাইপ বসানোর কাজ। কিন্তু পাইপ বসানোর পর গোটা রাস্তা এবড়োখেবড়ো অবস্থায় পড়ে থাকছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলিতে চলাফেরা দায় হয়ে পড়েছে। এমনই এক রাস্তা গাজোল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর এলাকার। ওই এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম এই রাস্তাটি। কিন্তু, প্রায় ১০ কিলোমিটার লম্বা রাস্তাটির গোটাটাই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। যার ফলে মঙ্গলবার সকাল থেকে ডালি, কোদাল নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মাটি কেটে রাস্তা মেরামতের কাজে নেমে পড়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান অর্মিলা রাজবংশী।

ওই গ্রামের বাসিন্দা মানিক সরকারের বক্তব্য, 'এই রাস্তাটি দিয়ে আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ চলাচল করেন। ফতেপুর প্রাইমারি এবং জুনিয়ার হাইস্কুল, হাতিমারি হাইস্কুল, হাতিমারি হাসপাতাল, আইসিডিএস কেন্দ্র, শিশুশিক্ষাকেন্দ্র কিংবা বিভিন্ন জায়গায় যেতে হলে এই রাস্তাটি ব্যবহার করতে হয়।' তিনি আরও বলেন, 'জল জীবন মিশন প্রকল্পের পাইপ বসাতে গিয়ে গোটা রাস্তাটি খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। এরপর পাইপ বসিয়ে দিয়ে ঠিকাদারি সংস্থা চলে গিয়েছে। যার ফলে প্রায় গোটা রাস্তাটাই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিষয়টি আমরা বিডিও অফিস, ঠিকাদারি সংস্থা, পিএইচপি দপ্তর সহ সব জায়গাতে জানিয়েছি। কিন্তু রাস্তা মেরামত হয়নি। যার জন্য আজকে আমরা গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা মেরামতের কাজে হাত লাগিয়েছি। আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন প্রধান নিজেও। আমরা চাই অবিলম্বে রাস্তাটি ঠিক করা হোক।'

গাজোল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অর্মিলা রাজবংশী বললেন, 'জল জীবন মিশন প্রকল্পের পাইপ বসাতে গিয়ে সত্যিই বিভিন্ন এলাকার রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। ফতেপুর এলাকাও তার ব্যতিক্রম নয়। সাধারণ মানুষ চরম অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। প্রতিটি এলাকারই একই অবস্থা।' বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তা খুঁড়ে পাইপ বসিয়ে যেমন-তেমন করে মাটি দিয়ে চলে গিয়েছে ঠিকাদারি সংস্থা। এখন এই অসমান রাস্তা দিয়ে চলার ফলে প্রায় দিনই দুর্ঘটনা লেগে থাকছে। অনেকের হাত-পা ভেঙেছে। পঞ্চায়েত প্রধানের বক্তব্য, 'তাই গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা মাটি দিয়ে সেই রাস্তা সমান করার কাজ চালাচ্ছি। তবে সামনে বর্ষাকাল, জানি না এই মাটি কতদিন থাকবে। বিডিও সহ প্রশাসনিক দপ্তরে আমরা এই বিষয়ে আবেদন জানিয়েছি।'

বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস এই বিষয়ে বলতে গিয়ে বললেন, 'ওই এলাকা থেকে রাস্তা খারাপের বিষয়ে একটি অভিযোগ এসেছে। আমরা ঠিকাদারি সংস্থাকে বলেছি রাস্তা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে। তবে শুধু ওই এলাকাতেই নয়, যেসব জায়গায় রাস্তা খুঁড়ে পাইপ বসানো হয়েছে, প্রত্যেকটি জায়গাকেই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে।' এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বিপাকে গ্রামবাসীরা

- জলের পাইপের কাজ হওয়ার পর রাস্তা ভাঙা অবস্থাতেই ফেলে রেখে গিয়েছে ঠিকাদারি সংস্থা
- গ্রামবাসীরা রাস্তাটি ফতেপুর প্রাইমারি স্কুল, হাতিমারি হাইস্কুল, হাতিমারি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকেন
- রাস্তার বেহাল দশার কারণে বিপাকে পড়েছেন গ্রামের মানুষ
- একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি
- কোদাল হাতে রাস্তা সংস্কারের কাজে নেমে পড়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান

ঘণ্টেশ্বরী দেবীর পুজোয় জড়িয়ে ইতিহাস

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ১০ জুন : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তথা উত্তরবঙ্গের সুপ্রাচীন পুজো ও মেলার মধ্যে অন্যতম হল তপন ব্লকের ৮ নম্বর গোড়াইল গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাটুল গ্রামে ঘণ্টেশ্বরী দেবীর পুজো। প্রতিবছর বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসের প্রত্যেক সপ্তাহের মঙ্গলবার ও শনিবার ওই দেবীর পুজো হয়ে থাকে। তবে ঐতিহ্যবাহী ওই পুজো জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহের শেষ মঙ্গলবার বিশেষ বাৎসরিক পুজো হয়ে থাকে। এদিনের বিশেষ পুজো ও মেলাতে লক্ষাধিক ভক্তের আগমন লক্ষ করা গিয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা এসেছেন।

ওই প্রাচীন মূর্তিকে ঘিরে বহু কিংবদন্তি রয়েছে। এই নিয়ে অনেক ইতিহাসবিদ ও প্রত্নবিদদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা গিয়েছে। অনেক ইতিহাসবিদদের মতে, হাজার বছরের পুরোনো ওই মূর্তিটি। আবার অনেকে ওই মূর্তিটি অষ্টাদশ শতকের বলেও দাবি করেছেন। অনেকে বলেন, এটি দেবী দুর্গার মূর্তি, কেউ বলেন ঘণ্টেশ্বরী মা, আবার অনেকে বলেন মূর্তিটি ভৈরবের, কেউ আবার বলছেন এটি সম্ভবত অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডীমূর্তি। তবে মূর্তিটি এখন সেখানে ভগ্নাবশেষ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

জনশ্রুতি রয়েছে, মালদার সুলতান সুলেমান খান কারনানির কন্যার প্রেমে পড়েছিলেন কালাপাহাড় নামে এক ব্রাহ্মণ। কালাপাহাড় নাকি সুলতান সুলেমান খান কারনানির সেনাপতি ছিলেন। কালাপাহাড় ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ভিনধর্মের মেয়েকে বিয়ে করে জা ভ্রষ্ট হবেন, এই কারণে তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজ ও পণ্ডিতসমাজ কালাপাহাড়কে তিরস্কার ও নিন্দা করার পাশাপাশি, হিন্দুসমাজ থেকে তাঁকে বহিষ্কার করেন। তখন থেকেই কালাপাহাড় হিন্দু-বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন এবং দস্যু রূপ ধারণ করেন। সেই সময় ঘণ্টেশ্বরী দেবীর মূর্তি ও মন্দির থেকে শুরু করে আসামের কামাখ্যার মূর্তি, বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্দির, ওড়িশার বিভিন্ন মন্দির ভেঙে লন্ডভন্ড করে দেন। তাছাড়াও, বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ওই মূর্তিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ওই পুজো ও মেলা সম্পর্কে ঘাটুল গ্রামের বাসিন্দা ত্রিভুবন বর্মন বলেন, 'কালাপাহাড় ওই মূর্তিটিকে ভাঙার পরবর্তীকালে স্থানীয় ভট্টাচার্য জমিদারবাড়ি ওই ভাঙা মূর্তিতেই পুজো দিয়ে আসছেন। সেই জমিদারবাড়ি এখন সেই গ্রামে না থাকার দরুন, গ্রামের বাসিন্দারাই সকলে মিলে ওই পুজোর আয়োজন করেন। তবে পুজোর দিনে ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত থাকেন।'

তপন ব্লকের ৬ নম্বর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌরীপুর গ্রামে ওই ঘণ্টেশ্বরী দেবীর মূর্তির নীচে অংশ পড়ে রয়েছে বলে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ দাবি করেছেন।

ওই দুর্লভ মূর্তি ও মেলার বিষয়ে জেলার অন্যতম ইতিহাসবিদ সুমিত ঘোষ বলেন, 'ওই মূর্তিটি নিয়ে বহু মতভেদ রয়েছে। তবে, ওই মূর্তি সুপ্রাচীন এতে কোনও সন্দেহ নেই। মূর্তিটিকে সংরক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবি জানাচ্ছি এবং হেরিটেজ সোসাইটিতে অন্তর্ভুক্ত হলে জেলার পর্যটনশিল্পেও প্রভাব পড়বে।'

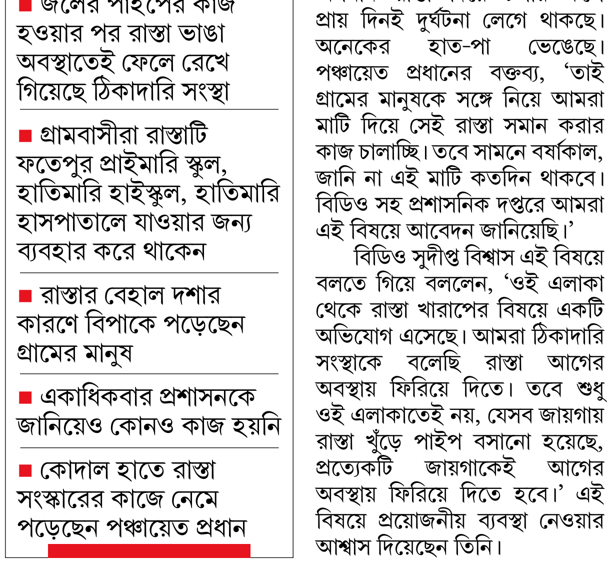

তপনের ভাইওর মায়ের থানের প্রাচীন মূর্তি।

নির্দেশ হাইকোর্টের

আড়িয়াদহ কাণ্ডে অভিযুক্ত জয়ন্ত সিংহের বাড়ি না ভাঙার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে।

ধৃত অধ্যাপক

ট্রেনে এক মহিলার শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে মঙ্গলবার হাওড়া স্টেশন থেকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করল রেল পুলিশ। ওই মহিলা জিআরপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

৪৬৫৬ জনকে ঋণ

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৪৬৫৬ জন পড়ুয়াকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ঋণ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় এক প্রশ্নের জবাবে জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

সময়ে চালু পোর্টাল

ইউজিসির গাইডলাইন মেনে ১৯ জুনের মধ্যেই স্নাতক স্তরে ভর্তির পোর্টাল চালু হয়ে যাবে। মঙ্গলবার বিধানসভায় একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

আইন মেনেই সংরক্ষণ, দাবি মমতার

কলকাতা, ১০ জুন : রাজ্য সরকারের ওবিসি সংরক্ষণ আইন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এই আইনকে অবৈধ বলে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে নতুন করে ওবিসি সংরক্ষণ বিল পেশ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় তিনি ওবিসি সংরক্ষণ বিল নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন। মমতা বলেন, 'রাজ্য সরকার ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ করেছিল। হাইকোর্ট সেটা বাতিল করে ৭ শতাংশ করেছে। এই নিয়ে এখনও আদালতে মামলা চলছে। ফলে ভর্তি বা চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। রাজ্য সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পিছিয়ে পড়া মানুষকে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করেছে।'

এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রথমেই বলেন, 'একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কারণে এই আইন করেছিল রাজ্য।

ওবিসি বিলে সরগরম বিধানসভা

রাজ্য সরকার ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ করেছিল। হাইকোর্ট সেটা ৭ শতাংশ করেছে। এই নিয়ে এখনও আদালতে মামলা চলছে। ফলে ভর্তি বা চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের এই বেআইনিভাবে তৈরি করা আইনকে মান্যতা দেয়নি। তাই রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে এখন নতুন করে সংশোধনী বিল আনার চেষ্টা করছে। আমরা দেখব, সংশোধনী বিলে কী থাকে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর সঙ্গে জাত বা ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক দলগুলি এই নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে। একমাত্র পিছিয়ে পড়া অংশকে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলার অনুমতি দেননি।

যোগ্য জবাব দিয়েছি : শুভেন্দু

বিধানসভায় ঝাঁঝ কম পদ্মের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ জুন : পহলগামের সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার ঘটনায় সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানানোর প্রস্তাবে 'অপারেশন সিঁদুর' কেন উল্লেখ করা যাবে না, সেই ইস্যুতে প্রত্যাশিত দৃঢ়তা দেখাতে পারল না বিজেপি। এমনটাই মনে করছে বিজেপি ও রাজনৈতিক মহলের একাংশ। সেনাকে সম্মান জানাতে বাদল অধিবেশনের শুরুতে বিধানসভায় এদিন যে প্রস্তাব পেশ করেছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই প্রস্তাবে যে 'অপারেশন সিঁদুর' নামের কোনও উল্লেখ থাকছে না তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল আগেই। তা নিয়ে অধ্যক্ষের (বকলমে সরকারের) প্রস্তাবের সমালোচনাও করেছিল বিজেপি। কিন্তু পর্যবেক্ষকদের মতে, বিধানসভার অধিবেশনে সেই দাবি আদায়ে সেভাবে আগ্রাসী হতে দেখা গেল না বিজেপি পরিষদীয় দলকে। তবে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, 'এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হয়নি। যোগ্য জবাবই দিয়েছে বিজেপি।'

ইস্যুতে প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দুটি সংশোধনী গ্রহণের জন্য দাবি করেন। অধ্যক্ষের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুর-এর উল্লেখ ও টার্গেট কিলিংয়ের উল্লেখ করুন।' তবে একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'সরকার তাঁর সংযোজন দুটি মানুক বা না মানুক, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবে বিজেপি।'

প্রস্তাবে শুভেন্দু তথা বিজেপির এই সংযোজন মানেননি অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে এই প্রশ্নে অধ্যক্ষ তাঁর (রুলিং) সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে বলেন, 'বিরোধী দলনেতা আপনি যে সংযোজনের কথা বলেছেন, তা নিয়ে বিধিবদ্ধভাবে কোনও লিখিত অ্যামেন্ডমেন্ট (সংশোধনী) দেননি।' সংসদীয় রাজনীতিতে যথেষ্টই পরিপক্ক বিরোধী দলনেতা কেন এমন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে এ ধরনের 'টেকনিকাল ত্রুটি'র সুযোগ দিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ওয়াকিবহাল মহলে। যদিও বিজেপির দাবি, তাদের সমালোচনার পর প্রস্তাবের নামে কী আসে যায়? আমরা তো সেনাকে সম্মানই জানাচ্ছি বলে সাফাই দিয়েছেন অধ্যক্ষ। সেই কারণে দেশের প্রশ্নে এই প্রস্তাব নিয়ে জলঘোলা করতে চায়নি বিজেপি। শুভেন্দুর কথায়, 'দেশের প্রশ্নে এই প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করেছি। বিজেপির কাছে সবসময় অগ্রাধিকার দেশ। তৃণমূল চেয়েছিল এই প্রশ্নে বিরোধিতা করে আমরা উপস্থিত না থাকি। তৃণমূলের সেই ফাঁদে আমরা পা দিইনি।'

দ্বিতীয় প্রস্তাবে শুভেন্দুর দাবি ছিল, প্রস্তাবে এলোপাতাড়ি গুলির কথা না বলে টার্গেট কিলিং হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে। এই প্রশ্নে শুভেন্দুর দাবি, বিজেপি বেছে বেছে হিন্দু নিধনের দাবি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি হিন্দু নিধন না বললেও, ধর্মীয় হত্যার তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন। ফলে তাঁদেরই জয় হয়েছে। যদিও তৃণমূলের দাবি, এই প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনিও শুনেছেন হিন্দু দেখে মারা হয়েছে। তবে, তিনি নিজে মনে করেন পহলগামের হত্যা নিন্দনীয়। যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা মানুষ। মানবিক প্রাণ। ফলে বিজেপি ও শুভেন্দুর দাবি মানার প্রশ্নই নেই।

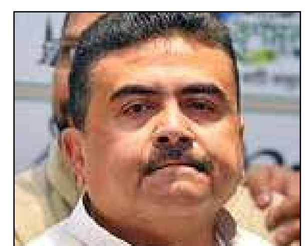

দেশের প্রশ্নে এই প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করেছি। বিজেপির কাছে সবসময় অগ্রাধিকার দেশ। তৃণমূল চেয়েছিল এই প্রশ্নে বিরোধিতা করে আমরা উপস্থিত না থাকি। তৃণমূলের সেই ফাঁদে আমরা পা দিইনি।

-শুভেন্দু অধিকারী

মুর্শিদাবাদ-হিংসা নিয়ে তোপ ভূপেন্দ্র যাদবের

কলকাতা, ১০ জুন : মোদি সরকারের ১১ বছর পূর্তির প্রচারে এসে মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের সন্ত্রাস নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। বার বারই নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে ভূপেন্দ্র মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসা প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'এই রাজ্যে শুধু ভোটের সময় বা ভোটের পরে সন্ত্রাস হয় এমন নয়। সন্ত্রাস এই রাজ্যের প্রতিদিনের বিষয়। মুর্শিদাবাদে সম্প্রতি যে 'দাঙ্গা' হয়েছে, সেটা কি ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস। এটাই দুঃখের।' একইসঙ্গে তিনি এও বলেন, 'রাজ্যের মানুষ এই হিংসাকে আর বরদাস্ত করবে না। গণতান্ত্রিক পথে এই সরকারের বদলই একমাত্র পথ।'

নির্বাচনকে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ করার প্রশ্নে ইতিমধ্যেই কমিশনের ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির এই দাবির প্রশ্নে ভূপেন্দ্র বলেন, 'নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার দায়িত্ব কমিশনের। আমরা কমিশনকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যাই হোক না কেন, '২৬-এ বিজেপি এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে।'

ভূপেন্দ্রর দাবি, 'বিগত ইউপিএ জমানার চেয়ে বর্তমান মোদি সরকারের আমলে রাজ্য আর্থিকভাবে অনেক বেশি লাভবান হলেও তুষ্টিকরণের রাজনীতি ও দুর্নীতির কারণে এই রাজ্যের উন্নয়ন থমকে আছে।' এদিন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে পাচার করা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ করেন শুভেন্দু অধিকারী। পরে শুভেন্দু বলেন, রাজ্যের পুলিশ ও সরকারি আধিকারিকদের একাংশ এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। মুখ্যমন্ত্রীর ছত্রছায়ায় থেকে তাঁরা এই কাজ করছেন। তাঁর দাবি, বিষয়টি নিয়ে খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন যাদব।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০২-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ০৯.০৬.২০২৫। চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার, গতিশক্তি ইউনিট, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ২-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থানে রোড ওভার ব্রিজ/রোড আন্ডার ব্রিজ নির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি, ইনভেস্টিগেশন, টেটাল স্টেশন/ডিজিপিএস সহ বিশদ সার্ভে, অ্যাপ্রোচ অ্যালাইনমেন্ট মার্ক করা, সয়েল ইনভেস্টিগেশন, জিএডি তৈরি এবং ডিপিআর জমা কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,৬৯,৬৭,৮৫৩.৫২ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০২.০৭.২০২৫। **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in**

(MLD-82/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অসন্তুষ্ট বিচারক

কলকাতা, ১০ জুন : একজন সরকারি ডাক্তার কর্মক্ষেত্রে খুন হয়েছেন, সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত সিবিআইয়ের, আরজি কর মামলায় এমনটাই মন্তব্য করলেন নিম্ন আদালতের বিচারক। মঙ্গলবার সিবিআই এই মামলায় চতুর্থ স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে শিয়ালদা আদালতে। তবে তাতে সন্তুষ্ট নন নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, সিবিআই শব্দ নিয়ে খেলছে। লাস্ট সিন অফ থিয়োরি অনুযায়ী তদন্তের রিপোর্ট জমা পড়ছে না। তবে সিবিআইয়ের যুক্তি, তাদের কাছে যে তথ্য আসছে সেগুলি নোডাল অফিসারের মাধ্যমে একটি সংস্থাকে দিয়ে যাচাই করানো হচ্ছে।

উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ পরীক্ষা

চাকরিহারাদের অনুমতি দিল কোর্ট

কলকাতা, ১০ জুন : ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের জন্য এসএসসি-কে দায়ী করেই মন্তব্য রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ, 'স্কুল সার্ভিস কমিশনের অপকর্মের কারণে চাকরি গিয়েছে। তাই এসএসসি-কে দায় নিতে হবে।' সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়ে উচ্চপ্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চাকরিহারাদের একাংশ। তখনই এই মন্তব্য করেন বিচারপতি। সম্ভাব্য যোগ্যদের সঙ্গে মানবিক অবস্থান দেখানো হোক বলে পর্যবেক্ষণ আদালতের। এদিন একাধিক আবেদনকারীকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয় আদালত। তাঁদের মেধার বিবেচনা করে ও নথিপত্র যাচাই করে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে সুযোগ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

মহুয়া ঘোষ সহ একাধিক চাকরিহারা উচ্চপ্রাথমিকে সপ্তম কাউন্সেলিংয়ে বসতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ১১ জুন কাউন্সেলিং রয়েছে। চূড়ান্ত মেধাতালিকায় জায়গা পেলে চাকরি দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

তবে কমিশনের যুক্তি, আগের কাউন্সেলিংয়ের সময় অনুপস্থিত প্রার্থীদের বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ না দেওয়ার নিয়ম রয়েছে কমিশনে। এঁদের অনুমতি দিলে তালিকাভুক্ত প্রার্থীরা যাঁরা অন্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেননি তাঁরা চাকরির সুযোগ হারাবেন। সোমবারও এক আবেদনকারীকে উচ্চপ্রাথমিকের কাউন্সেলিংয়ে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন বিচারপতি। আইনজীবী মহলের মতে, আদালতের এই নির্দেশের ফলে চাকরিহারাদের উচ্চপ্রাথমিকে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হল।

স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে

কলকাতা, ১০ জুন : সুরাহা মেলার আশায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখলেন 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। সর্বভারতীয় স্তরের একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতাকেও চিঠি পাঠিয়েছেন তাঁরা। উদ্দেশ্য, শাসক ও বিরোধী উভয় দলেরই সমর্থন অর্জন করা। চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'শাস্তি থেকে অব্যাহতি না দেওয়া হলে পরিবারের সঙ্গে আমাদেরকেও স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য অনুমতি দেওয়া হোক।'

আন্দোলন ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আইনজীবীদের দ্বারস্থ হওয়ার পরও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে আটকাতে পারেননি শিক্ষকরা। তাই মঙ্গলবার সারা রাজ্যের প্রতিটি ডাকঘর থেকে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি পাঠাল 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'। চিঠিতে বলা হয়েছে, ১৫,৪০৩ জন 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ সুপ্রিম কোর্ট আনতে পারেনি। সিবিআইয়ের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁরা 'কলঙ্কিত' নন। তবুও তাঁদের ৭ বছরের চাকরির অবসান ঘটিয়ে কার্যত শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আজ টিভিতে

গ্রেপস চিকেন এবং শোলের সঙ্গে ফলের রাজা তৈরির রেসিপি শেখাবেন উল্কা দত্ত মজুমদার। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ভাই আমার ভাই, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ গ্যাঁড়াকল, সন্ধে ৭.০০ পরিবার, রাত ১০.০০ সূর্য, ১.০০ প্রলয়

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ আনন্দ আশ্রম, বিকেল ৪.০০ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৬.৫৫ বলো না তুমি আমার, রাত ১০.১৫ অগ্নিপথ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ প্রাণের স্বামী, দুপুর ১.৩০ মহাজন, বিকেল ৫.৩০ শত্রু মিত্র, রাত ১০.৩০ ভাগ্যদেবতা, ১২.৪৫ থানা থেকে আসছি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মঞ্জরী অপেরা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গুন্ডা

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৯ গদর-টু, বিকেল ৩.২৮ ক্রু, ৫.২৫ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা, ১১.১৪ পুলিশ পাওয়ার

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৫৮ ধমাল, বিকেল ৪.৩১ রাউডি রক্ষক, সন্ধে ৭.৩০ কোই মিল গ্যয়া, রাত ১০.৪৫ জিনিয়াস

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৫৭ মম, দুপুর ২.২৪ সাইনা, বিকেল ৪.৪২ দোবারা, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ শুভ মঙ্গল সাবধান, ১০.৪৩ রশ্মি রকেট

মুভিজ নাউ : বেলা ১১.৩০ এজেন্ট কোডি ব্যাঙ্কস, দুপুর ১.১০ রেসিডেন্ট ইভিল : আফটার লাইফ, ২.৪০ রকি-টু, বিকেল ৪.৩৫ দ্য ভিঞ্চি কোড, সন্ধে ৬.৫৫ ডার্ক ফিনিক্স, রাত ১০.৩০ দ্য পিঙ্ক প্যান্থার

কোই মিল গ্যয়া
সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

আনন্দ আশ্রম
দুপুর ১.০০ জলসা মুভিজ

মঞ্জরী অপেরা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

রাজ্যের অবস্থান

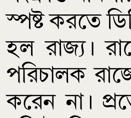

কলকাতা, ১০ জুন : টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায় কাজে স্বাধীনতা সংক্রান্ত মামলায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল রাজ্য। রাজ্যের দাবি, কোনও পরিচালক রাজ্যের হয়ে ছবি তৈরি করেন না। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে ছবি তৈরির কাজ করেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যের কোনও ভূমিকা নেই। তাই হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি আসে না। মঙ্গলবার রাজ্যের আবেদনে মামলার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। পরের সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন ডিভিশন বেঞ্চে তাই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে চেয়েছে রাজ্য। এর আগে পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্য ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন একক বেঞ্চে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েও ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। সমস্ত মামলা একসঙ্গে শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাতিল নয়

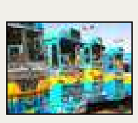

কলকাতা, ১০ জুন : ১৫ বছর বয়সি বাণিজ্যিক গাড়ি এখনই বাতিল নয়। ১৫ বছর পেরিয়ে যাওয়া গাড়ি দু'বার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে ফিটনেস সার্টিফিকেট নিতে হবে। তাতে জটিলতা থাকলে তবেই সেই গাড়ি বাতিল হবে। এই বিষয়টি নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানালেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের কাছে বিষয়টি স্বস্তির বলে জানালেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'সরকারকে সবাইকে নিয়ে চলতে হয়। পরিবেশের কথা ভাবতে হয়। মানুষের রুটিরুজি পরিবহণের কথাও মাথায় রাখতে হয়।'

তদন্ত

শান্তিনিকেতন, ১০ জুন : সোনাঝুরিতে পর্যটন দপ্তরের জায়গা দখল করে বেআইনি রাস্তা নির্মাণ করেছিল এক জমি মাফিয়া। অভিযোগ পেয়ে ১৬৩ বিএনএস জারি করেছে বোলপুর মহকুমা শাসক। সেই সঙ্গে বোলপুর পুরসভা ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকেও নোটিশ করা হয়েছে। বোলপুর পুরসভার পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

চতুর্থ রাজ্য

কলকাতা, ১০ জুন : ডিম উৎপাদনে দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। মাংস উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম। দেশের মোট মাংস উৎপাদনের ১২ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়। মঙ্গলবার বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানালেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব রাখতে নির্দেশ

কলকাতা, ১০ জুন : বীরভূম জেলার তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে জেলার নেতাদের বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি দলের জেলা চেয়ারম্যান তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে স্পষ্টই জানিয়ে দেন, 'কেষ্টকে কোনও কর্মসূচিতে সামনের সারিতে রাখা যাবে না। ওর কথাবার্তা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়।' এরপরই তিনি বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে সংগঠন আরও মজবুত করার নির্দেশ দেন। ১৪ জুন বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটিকে কলকাতায় ডাকা হয়েছে। সেখানে কেষ্ট ও কাজল দুজনই উপস্থিত থাকবেন। ওই বৈঠকে দলনেত্রীর নির্দেশ কেষ্টকে বুঝিয়ে দেবেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

কয়েকদিন আগেই বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করার একটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়। দলনেত্রীর নির্দেশে কেষ্টকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। নবান্নের নির্দেশে কেষ্টর বিরুদ্ধে বোলপুর থানায় পুলিশ এফআইআরও দায়ের করে। বোলপুর এসডিপিও অফিসে দু'দিন তাঁকে হাজিরাও দিতে হয়েছে। কেষ্টর ভূমিকা যে দল ভালো চোখে দেখছে না, তা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও কেষ্ট প্রকাশ্যেই পুলিশকে বোমা মারার নিদান দিয়েছিলেন। কিন্তু দু'বছরের কাছাকাছি সময় তিহার জেলে বন্দি থাকায় জেলায় কেষ্টর অনুগামীর সংখ্যা কিছুটা হলেও কমেছে। কিন্তু এখনও কিছু ব্লক ও টাউন কমিটিতে কেষ্ট অনুগামীরা রয়েছেন। তাই কেষ্টকে সম্পূর্ণ না ছেঁটে ধীরে ধীরে নখদন্তহীন করে ফেলতে চাইছে তৃণমূল। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে কেষ্ট যাতে অন্তর্ঘাত করতে না পারেন, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিনই বিধানসভায় হাজির ছিলেন বীরভূম জেলার তৃণমূলের বিধায়করা। দল যে এই ধরনের অসংসদীয় আচরণ বরদাস্ত করে না, তা ওই বিধায়কদের বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেই কারণেই এখন আর কেষ্টকে সামনের সারিতে রাখতে চাইছেন না তৃণমূল নেত্রী। বরং কেষ্টর তীব্র বিরোধী বলে পরিচিত কাজল শেখকে গুরুত্ব দিয়ে বিধানসভা ভোটে জেলার ১১টি আসনই দখলের লক্ষ্য নিয়েছে তৃণমূল। জেলা তৃণমূলে একসময় কেষ্ট অনুগামী বলে পরিচিত বিধায়কদের বেশ কয়েকজন ইদানীং কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছেন। আগামীদিনে দলনেত্রীর মনোভাব বুঝে কেষ্টর থেকে তাঁরা যে দূরত্ব রাখবেন, তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিকল্পনামাফিক কাজ করলে সাফল্য মিলবে। কোনও পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। **বৃষ :** পরিবারের কোনও গোপন কথা বন্ধুবান্ধবকে বলে বিপদে পড়তে হতে পারে। আইনি বিষয়ক কোনও মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে। **মিথুন :** কর্মপ্রার্থীরা সুসংবাদ পেতে পারেন। কাউকে টাকা ধার দিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। **কর্কট :** আপনার অবান্তর কথার জন্য পরিবারে অশান্তির সম্ভাবনা। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। **সিংহ :** খুব পরিচিত লোকের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। না জেনে কোনও কাগজপত্রে সই করবেন না। **কন্যা :** আপনার সুমধুর ব্যবহারে সমাজে জনপ্রিয় হবেন। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। **তুলা :** স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। সামান্য ভুলে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **বৃশ্চিক :** সামান্য কারণে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। বহুদিনের কোনও বকেয়া ফেরত পেয়ে স্বস্তি। সন্তানের চাকরির খবরে আনন্দ। **ধনু :** ব্যবসায় আয় বাড়বে। পিঠের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর পেয়ে বাড়িতে আনন্দের হাট। **মকর :** তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়িক কোনও কাজে বন্ধুর সাহায্য নেবেন না। পায়ের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। **কুম্ভ :** দরকারি কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। বেহিসেবি খরচে রাশ টানুন। যেচে কাউকে উপকার করতে যাবেন না। **মীন :** সন্তানের পড়াশোনায় খরচ বৃদ্ধিতে চিন্তা বাড়বে। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যায় চাপ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১১ জুন ২০২৫, ২৭ জেঠ, সংবৎ ১৫ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ১৪ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৯। বুধবার, পূর্ণিমা দিবা ১২।৩৮। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৮।৮। সাধ্যযোগ দিবা ২।৩২। ববকরণ দিবা ১২।৩৮ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।১৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৮।৮ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ১২।৩৮ গতে পূর্বে। কালবেলাদি- ৮।১৬ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।৩৭ গতে ১।১৭ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৬ গতে ৩।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।১৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৮ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধি বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১১।৩৭ মধ্যে সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ নবান্ন যবশ্রাদ্ধ, দিবা ১২।৩৮ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও প্রতিপদের সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪০ গতে ১১।১৪ মধ্যে ও ১।৫৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৫ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।২৭ মধ্যে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪ সংখ্যা, বুধবার, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

ভাতায় খেসারত

টাকা তো খোলামকুচি নয়। বিশেষ করে যদি তা হয় কর বাবদ দেওয়া টাকা। ক্ষমতা আছে বলেই কোনও সরকার কোষাগারের টাকার যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না। সেই প্রশ্নটা উঠেছে চাকরিচ্যুত একদল শিক্ষাকর্মীকে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। প্রশ্নটা নিয়ে বিরোধীরা তেমন সোচ্চার না হলেও জনপরিসরে ছিল। শেষপর্যন্ত সেই প্রশ্নে সিলমোহর দিল হাইকোর্ট। জানতে চাইল এই ভাতা দেওয়ার ভিত্তির খুঁটিনাটি।

রাজ্য সরকার ওই ভাতা চালু করেছে। এক মাসের ভাতা দেওয়া হয়েও গিয়েছে। এই ভাতা দেওয়ার কি কোনও সামাজিক প্রকল্প আছে? এককথায় উত্তর, না। সরকারের ইচ্ছে হয়েছে, তাই দিয়েছে। তা কি সরকার পারে? সেই প্রশ্নটিই তুলেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। জানতে চেয়েছেন, এই ভাতাপ্রাপকরা বিনিময়ে সরকারকে কী দেবেন? এঁরা কি বাড়িতে বসে এই ভাতা পাবেন? প্রশ্নগুলি অতি প্রাসঙ্গিক।

বাম জমানায় কিছুদিন বেকার ভাতা চালু ছিল। তরুণ প্রজন্মের কর্মহীনদের জন্য প্রকল্প চালু করেছিল সরকার। কিন্তু টানতে পারেনি। ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাওয়ার দশা হওয়ায় জনমুখী সেই প্রকল্পে ইতি টানতে হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারকেই। তৃণমূল সরকার হালে যে ভাতা দেওয়া শুরু করেছে, তা কোনও প্রকল্পের আওতাভুক্ত নয়। কারা পাচ্ছেন এই ভাতা? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে শিক্ষাকর্মীদের চাকরি গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ- দুই শ্রেণির কর্মীরা আছেন।

কেন চাকরি খারিজ হল তাঁদের? আদালত মনে করেছে, বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছে এই শিক্ষাকর্মীদের। সেই অন্যায়ে নিযুক্ত শিক্ষাকর্মীদের দায়ও আছে। তাঁদের একাংশ টাকার বিনিময়ে নিয়োগপত্র কিনেছেন কার্যত। দুর্নীতির অভিযোগে যাঁদের নিয়োগ খারিজ হল, তাঁদের ভাতা দেওয়ার অর্থ তো সেই দুর্নীতি আড়াল করা। চাকরি গিয়েছে বলে তাঁদের বসিয়ে বসিয়ে ভাতা দেওয়ার যুক্তির সারবত্তা নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠবেই।

সরকার যুক্তি দিতে পারে, মানবিক কারণে এই সিদ্ধান্ত। হঠাৎ চাকরিচ্যুত হওয়ায় তাঁরা অথই জলে পড়েছেন বলে ভাতা দিয়ে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিলে প্রশ্ন ওঠে, রাজ্যে এত এত কর্মহীন থাকতে বেছে বেছে চাকরিচ্যুত শিক্ষাকর্মীদের কেন? সরকারের অন্যায়ের কারণে তাঁদের চাকরি খারিজ হয়েছে বলে? তারপরেও একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন ওঠে। যে প্রশ্নটি বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে উচ্চারিত হয়েছে।

প্রশ্নটি হল, দেশের সর্বোচ্চ আদালত অনিয়মের অভিযোগে কারও নিয়োগ খারিজ করে দিলে সরকারি অর্থে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সংবিধানসম্মত তো? সুপ্রিম কোর্টের চাকরি বাতিলের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে। সেই পিটিশন এখনও আদালতের বিবেচনাধীন। আবেদনটির নিষ্পত্তি হওয়ার আগে চাকরিচ্যুতদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত তো আসলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে ঘুরিয়ে উপেক্ষা করা। আদালত যাঁদের নিয়োগকে বেআইনি বলছে তাঁদের বসিয়ে ভাতা দেওয়াকে এছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়!

এই শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে একদল শিক্ষকেরও চাকরি বাতিল হয়েছিল। কিন্তু সরকারের লিভ পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের একাংশের চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করার অনুমতি দিয়েছে আদালত। কিন্তু চূড়ান্ত নির্দেশে যদি আদালত তাঁদের চাকরির মেয়াদ আর না বাড়ায়, তাঁদেরও কি এভাবে ভাতা দিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অনিয়মের ক্ষতিপূরণ দেবে?

চাকরিচ্যুত শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দিয়ে সরকার আসলে অনিয়মের খেসারত দিচ্ছে। শিক্ষা দপ্তর ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের আধিকারিক-কর্মীদের একাংশ যে ওই কেলেঙ্কারিতে যুক্ত, তার খানিকটা ইতিমধ্যে আদালতে স্পষ্ট হয়েছে। ভাতা দিয়ে চাকরিচ্যুতদের অসন্তোষ ধামাচাপা দেওয়ার পাশাপাশি ভাতার সিদ্ধান্তে ভোটের অঙ্ক নিশ্চিতভাবে আছে। অন্তত এই শিক্ষাকর্মীদের পরিবার ও তাঁদের ঘনিষ্ঠদের ভোট ধরে রাখতে সরকারি টাকার এই যথেচ্ছ ব্যবহার। শাসকের স্বার্থে সরকারি কোষাগার ব্যবহারের এই নজির অত্যন্ত খারাপ ও জনস্বার্থের প্রতিকূল।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম- দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

আলোচিত

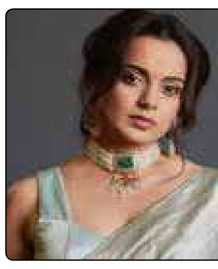

আমাকে কেউ একটা জিনিস ব্যাখ্যা করতে পারেন? মেয়েরা বাবা-মার ভয়ে বিয়েতে আপত্তি জানাতে পারে না, অথচ তারা সুপারি কিলার দিয়ে স্বামীকে খুন করতে পারে! সকাল থেকে ভাবছি আর মাথাব্যথা হচ্ছে! এই ধরনের বোকা লোকরাই ভয়ংকর। সমাজের ক্ষতি করে।

- কঙ্গনা রানাওয়াত

ভাইরাল

গুলমোহর গাছ থেকে গলগল করে জল বেরোচ্ছে। তা দেখতে ভিড় জমেছে। 'অলৌকিক গাছ'-এর 'পবিত্র জল' সংগ্রহ চলছে। ভক্তদের টনক নড়ে যখন পুরসভা জানায় মাটির নীচে জলের পাইপ ফেটে এটা হয়েছে।

আজ

১৯৬২

অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৯৭

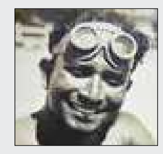

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি সাঁতারু মিহির সেন।

সোজা-সাপটা

আত্মমর্যাদার সঙ্গে বঙ্কিমের মেয়েরা কোনও দিন আপসরফা করেনি। প্রয়োজনে স্বামীকে তারা পরিত্যাগ করতে পারে, গৃহত্যাগ করতে পারে, মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে পারে, কিন্তু নারীর মর্যাদা ও মহিমাকে বিসর্জন দিতে রাজি নয়।

বঙ্কিমের নারীরা এবং একুশ শতকের বাঙালি

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর কালসীমায় রচিত, তার অন্য প্রমাণ তাঁর সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলি। অন্যদিকে, একুশ শতকেও তাঁর উপন্যাসের মহান আবেদন যৌক্তিকতা ও জনপ্রিয়তার যে সুনিশ্চিত সম্ভাবনা—তার সবটুকু কৃতিত্ব তাঁর উপন্যাসের রমণীকুলের। এই রমণীরা উনিশ শতকের সমাজ পটভূমিকায় এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেও এদের চিন্তাভাবনা, জীবনবোধ, এদের ক্রোধ, বিদ্রোহ ও সংগ্রাম, এদের প্রাগ্রসর মানসিকতা ও একুশ শতকের বাঙালি মহিলা তথা সমগ্র বাঙালি সমাজকে লজ্জা দিতে পারে। লজ্জা দেবে এই কারণে যে বঙ্কিমের রমণীরা উনিশ শতকের কালসীমায় বসে যা ভেবেছে যা চেয়েছে যা করেছে, একুশ শতকের আঙিনায় এসে আজও আমরা সেখানে আদৌ পৌঁছোতে পারিনি। যে কারণে তাদের অপমান ও অসম্মান, এবং তজ্জনিত ক্রোধ ও বিদ্রোহ, সেসব কারণ আজও সমাজ থেকে কিছুমাত্র দূরীভূত হয়নি। এ কেবল বঙ্গীয় সমাজের কথা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ পটভূমিতেও এই একই বক্তব্য।

আত্মমর্যাদার সঙ্গে বঙ্কিমের মেয়েরা কোনও দিন আপসরফা করেনি। প্রয়োজন হলে স্বামীকে তারা পরিত্যাগ পর্যন্ত করতে পারে—তারা গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে যেতে পারে—তারা মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে পারে, কিন্তু নারীর মর্যাদা ও মহিমাকে বিসর্জন দিতে রাজি নয়। যে যুগে সবে সতীদাহ প্রথার নিবারণ হয়েছে, বিধবাবিবাহ সবে আইনের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, বহুবিবাহ রহিত হওয়ার সপক্ষে বিদ্যাসাগরের আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেই সময়পর্বের পটভূমিতে বঙ্কিম সৃষ্ট রমণীরা অতিমাত্রায় আধুনিক, অতিমাত্রায় প্রাগ্রসর। এ যুগের বিবাহবিচ্ছেদ আইন সে যুগের বাঙালি রমণীদের কল্পনার বাইরে ছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসে এমন বেশ কয়েকজন বিদ্রোহিণীর কথা উঠে আসে।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দুই বিদ্রোহিণীকে দেখি—নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী সূর্যমুখীকে এবং নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া পত্নী কুন্দনন্দিনীকে। এই রমণীযুগলের বিদ্রোহ কীসের বিরুদ্ধে এবং কীভাবে, সেকথাটাই বলি।

স্বামী নগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই সূর্যমুখীর প্রধান ক্ষোভ। এই ক্ষোভের কারণ কী? কারণ, এতকাল পর নগেন্দ্র স্ত্রী সূর্যমুখীকে বিস্মৃত হয়ে বিধবা কুন্দনন্দিনীতে আকৃষ্ট। এমনকি, নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ পর্যন্ত করতে উদ্যোগী। পুরুষের বহুবিবাহ সমাজ অনুমোদিত হলেও সূর্যমুখীর মতো নারীর পক্ষে তা মেনে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। শাস্ত্রের বিধান থাকে থাক, সমাজের অনুমোদন থাকে থাক, কিন্তু নারী হিসাবে সূর্যমুখী এই বিধান কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

সূর্যমুখীর প্রকৃত বিরোধ কি বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে, নাকি পুরুষের বহুবিবাহের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে? নগেন্দ্রর প্রতি সূর্যমুখীর ক্ষোভ কি এই কারণে যে নগেন্দ্র একজন বিধবা কন্যাকে বিবাহ করছে, নাকি ক্ষোভের প্রকৃত কারণ হল, যেহেতু নগেন্দ্র দ্বিতীয়বার পরিণয়াবদ্ধ হচ্ছে—সে কন্যা বিধবাই হোক আর কুমারীই হোক, সূর্যমুখীর তাতে কী যায় আসে! স্ত্রীর বর্তমানে স্বামীর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ তৎকালীন সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হলেও পত্নী সূর্যমুখীর নিকট তা কিছুতেই স্বীকারযোগ্য নয়, অনুমোদনযোগ্য নয়। আর তাই দেখি, নগেন্দ্রর দ্বিতীয় বিবাহে সূর্যমুখীর তীব্র বেদনা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ পেল তার গৃহত্যাগের মধ্য দিয়ে। যদি সূর্যমুখী গৃহত্যাগের মাধ্যমে তার ক্ষোভ তার প্রতিবাদ প্রকাশ না করত, তাহলে এই উপন্যাসে নগেন্দ্র-কুন্দর বিবাহের পর আর কোনও নতুন তরঙ্গ দেখা দিত না। হয়তো নগেন্দ্র তার বড় বৌ ও ছোট বৌকে নিয়ে দিব্যি ঘরসংসার করে আত্মসুখে কালাতিপাত করত। নারীর আত্মমর্যাদা দিয়ে সূর্যমুখী নিজেকে নগেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী রূপেই ভাবতে পারে, কিন্তু কখনোই নগেন্দ্রের অন্যতম বধূ রূপে নয়। আর তাই কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রর বিবাহের পরদিনই সকলের অলক্ষে রাতের অন্ধকারে সূর্যমুখী ঘর থেকে পথে এসে নামে, ঠিকানাবিহীন লক্ষ্যে এগিয়ে যায় নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায়। স্নেহময়ী সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের ঘটনা নগেন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে বিচলিত, বিহ্বল ও বিভ্রান্ত করে তোলে। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ নগেন্দ্রর পক্ষে একান্তই অপ্রত্যাশিত—হয়তো সেদিনের সমাজের চোখেও। মনে রাখতে হবে, তখনও দেশে বহুবিবাহ নিষেধক আইন প্রবর্তিত হয়নি। তবে বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রয়াসে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আইন পাশ হয়ে গেছে।

মনে হয়, সূর্যমুখীর প্রধানতম ক্ষোভ তার স্বামীর প্রতি হলেও, তার আরেকটি ক্ষোভ থেকে গেছে বিধবাবিবাহ আইনের বিরুদ্ধে এবং স্বভাবতই সেই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধেও।

কমলমণিকে ব্যথিত সূর্যমুখী স্বামীর কুন্দানুরাগের প্রসঙ্গের শেষে লিখেছে, 'একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?'

সূর্যমুখীর এই কথাটার প্রকৃত অর্থ কী? অনেকে মনে করেন, সূর্যমুখীর চিঠির এই অংশ আসলে বঙ্কিমেরই আপন মনের অভিব্যক্তি। তার মানে কি বঙ্কিম বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন না? বিদ্যাসাগর দেশে যে আন্দোলনের জোয়ার তুলেছিলেন বঙ্কিম কি তার পরিপন্থী ছিলেন?

এরূপ কল্পনা আদৌ সত্য নয়।

মনে রাখতে হবে, বঙ্কিম বিধবা কুন্দের বিবাহ দিয়ে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অনুকূলতাই করেছিলেন। বালিকা বিধবা অন্তঃপুরে বসে জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়ে কেবল একাদশীর উপবাস করবে—বঙ্কিমচন্দ্র তা কখনোই চাননি। 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রই বলেছেন, 'আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্যের সে কিছু জানে না, যাহা ষাট বৎসরের বুড়ারও দুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচর্যের পীড়নে পীড়িত করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম থাকে না। ধর্মোপার্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্মা, স্বার্থপর, লোভী, কুকর্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপার্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্তি ধর্মের মূর্তি নহে—একটা পৈশাচিক কল্পনা।' বিদ্যাসাগর চিরজীবন সমাজের এই পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে লড়েছেন, বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্যর সঙ্গে বঙ্কিমের মনোভাবের কোনও বিরোধ ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁর সাম্য গ্রন্থে বলেছিলেন, 'যদি কোনও বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্বার দার পরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, 'যদি' পুরুষ পুনর্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয়বার বিবাহ উচিত? উচিত, অনুচিত, স্বতন্ত্র কথা, ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই এমত কার্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে। অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্যে পরিণত করেন না। তিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়।'

বঙ্কিম সমাজের এই ভয়ে ভীত না হয়ে বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করলেন। বঙ্কিম বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন বলেই সরলা কুন্দনন্দিনীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এই বিবাহের পরিণাম শুভ হয়নি বলে অনেকেই মনে করেন, বঙ্কিম বুঝি মনেপ্রাণে বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন।

সত্যিই কি তাঁর বক্তব্য এমনটাই ছিল?

কুন্দ, নগেন্দ্রর বিবাহের পরিণাম যে সুখের হয়নি তার জন্য কুন্দের বৈধব্য কোনও সমস্যা সৃষ্টি করেনি কখনোই। নগেন্দ্র ও কুন্দের বিবাহের পর সূর্যমুখী যে গৃহত্যাগ করল—তার কারণ এই নয় যে সূর্যমুখীর স্বামী দ্বিতীয়বার যাকে বিবাহ করেছে সে বিধবা। কুন্দ কেবল বিধবা বলেই যে তাকে সপত্নীরূপে গ্রহণ রতে সূর্যমুখীর আপত্তি তা তো আদৌ নয়। আপত্তি তো একেবারে গোড়াতেই। প্রথমা পত্নীর উপস্থিতিতে নগেন্দ্র দ্বিতীয় বিবাহ করছে, তা সে বিবাহ কুমারীর সঙ্গেই হোক আর বিধবার সঙ্গেই হোক—সূর্যমুখীর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে না। ঘটনাচক্রে কুন্দ বিধবা। কিন্তু সূর্যমুখীর বিদ্বেষ কোনও সময়েই কুন্দ বিধবা বলে নয়—সূর্যমুখীর লজ্জা অপমান ক্ষোভ সর্বদা এই কারণেই যে কুন্দ নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া পত্নী।

দ্বিতীয় পত্নীর আবির্ভাবই যদি এই উপন্যাসের সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র কুমারী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রর বিবাহের ব্যবস্থা করলেন না কেন?

এর কারণ, বঙ্কিম এই উপন্যাসের মাধ্যমে এটাও দেখাতে চেয়েছেন যে— বিধবাবিবাহ আইনানুমোদিত হলেও এই মুহূর্তে সমাজে তার পরিণাম শুভ নয়।

জনমন

জনমত

এখনই স্কুলে মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করা হোক

পশ্চিমবঙ্গের সব স্কুলের ভিতরে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর হাতে মোবাইল ফোন দেখা যায়। এমনও দেখা যায় যে, স্কুলের ভিতরেই ছাত্রছাত্রীরা ফোটোশুট এবং রিলস, ভিডিও তৈরিও করে।

স্কুল একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। স্কুলের ভিতরে শুধু পড়াশোনা হবে। মোবাইল ফোন ব্যবহার করা উচিত নয়। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের সব শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের ভিতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেখলেই মোবাইল জমা নিয়ে অফিসে রাখার আবেদন রইল। অর্থাৎ যতক্ষণ স্কুলের ভিতরে ছাত্রছাত্রীরা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মোবাইল ফোন জমা রাখতে হবে।

দিনদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যদি মোবাইল ফোন ব্যবহার চলতে থাকে, তাহলে আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও ওদের দেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করবে। আমি চাই অবিলম্বে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধ হোক।

তপন বর্মন
সিতাই, কোচবিহার।

পরিস্থিতি বুঝে জল খরচ করা উচিত নাগরিকদের

৪ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জনমত বিভাগে প্রকাশিত শ্রেয়সী মজুমদারের 'শিলিগুড়ির জল যন্ত্রণার শেষ কবে' শীর্ষক প্রতিবেদনটি বেশ ভালো লেগেছে।

বর্তমানে আমরা শিলিগুড়িবাসী জল নিয়ে সমস্যায় আছি। একদিকে জলের জোগানে নাজেহাল পুর কর্তৃপক্ষ, অন্যদিকে শহরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। সুতরাং, একবেলা জল না পেলেই জলের জন্য শহরবাসীর হাহাকার শুরু হয়ে যায়। রীতিমতো কলের কাছে পাহারায়! এই বুঝি এল! তারপর জল আসতেই তড়িঘড়ি যার যা কিছু আছে সব ভরে নেওয়ার তাড়া। এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলের ট্যাংক দেওয়া হয়েছে, অনেকেই ট্যাংক থেকে জল সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া তো কোনও উপায় নেই!

যদিও এখন অনেকেই জল কিনে খান, তবে এই দুর্মূল্যের বাজারে পানীয় জল কিনে খাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। পথেঘাটে চলতে গেলে আমরা দেখি অনেকেই সাইকেল, মোটরসাইকেল, টোটোতে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেসব কিন্তু স্বাভাবিক দিনেরই ছবি। বহু মানুষ পানীয় জল সংগ্রহের জন্য রোজ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আসেন। এই যে আমরা জলের জন্য এমন হাপিত্যেশ করছি, এই অনুভূতিটুকু বা এই সময়টা আমাদের কি শিক্ষা দিতে পেরেছে? যে জল অপচয় কমানো উচিত!

চাহিদা অনুযায়ী ঘরে পানীয় জলের জোগান রাখা উচিত, যাতে জরুরি অবস্থায় অন্তত দুইদিন চলে যায়। যখন জল নেই তখন আমরা দিব্যি বুঝে খরচ করছি, মেপে ব্যবহার করছি, আর যখন পরিষেবা স্বাভাবিক, তখন যে- কে-সেই। আবার শুরু হয়ে গেল দেদার অপচয়। রাস্তা ধোয়ানো, গাড়ি ধোয়ানো। আরও কত রকমের বাড়াবাড়ি। পুর কর্তৃপক্ষের দোষ অবশ্যই আছে, তারা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। তবে আমরা সাধারণ নাগরিকরাও ভীষণভাবে অসচেতন।

আমাদের জীবন থেকে নিত্যকার প্রয়োজনের কল, কুয়ো, গাছগাছালি বাদ দিয়ে যদি কেউ আধুনিক শহর গড়তে চায়, তাতে আপনি, আমি সায় দেব কেন? শাসকদল যা নিদান দেবে তাই মেনে নিতে হবে? আমাদের নিজেদের বোধ নেই! আসলে আমাদের নিজস্ব চাহিদার পরিমাণ ও তার জোগান ঠিকঠাক আছে কি না তার হিসেব আমরা নিজেরাই হয়তো রাখি না। তা না হলে প্রতিটি বাড়িতে হোক বা অ্যাপার্টমেন্টে কল বা কুয়োর ব্যবস্থা থাকবে না কেন? কেন শুধুমাত্র সাপ্লাইয়ের জলের উপরে ভরসা করে এতগুলো মানুষের রোজকার কাজকর্ম চলবে?

আমার মতে, শুধুমাত্র সাপ্লাইয়ের জলের উপর ভরসা না করে প্রতিটি বসতবাড়ি, আবাসন, ধর্মস্থান সর্বত্র নিজেদের চাহিদামতো ব্যক্তিগতভাবে জলের ব্যবস্থা রাখা উচিত। কারণ জলই জীবন। অতি আধুনিক মানুষ হিসেবে আমাদের মূল্যবান জীবনের সম্পূর্ণ তদারকি অপরের হাতে ন্যস্ত না রেখে, পরিবার, পরিবেশ, সমাজের কথা ভেবে জলের উৎস, জলের ব্যবহার করা উচিত।

বীণা বল
শ্রীপল্লি, রোড নম্বর ৫, শিলিগুড়ি বাজার।

বৃক্ষরোপণ শুধু প্রচার

সদ্য পেরিয়ে এলাম পরিবেশ দিবস। বিভিন্ন পেপার, নিউজ চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়ায় রমরম করে পরিবেশ দিবস উদযাপনের খবর পড়লাম আর দেখলাম। তাতে খুব ভালোও লাগল। কিন্তু মজার বিষয় যা দেখলাম তা বেশিরভাগই পরিচিত মুখ। শুধু একদিনে কয়েকটি গাছ লাগিয়ে, প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল করে আর ভাষণ দিয়ে বৃক্ষের ভারসাম্য রক্ষা করা যায় না। সেই চারাগাছটিকে বৃক্ষে পরিণত করাই মূল দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অনেকে পতিত জমি আর রাস্তার দু'পাশে গাছ লাগাচ্ছে। তাতে যেমন পথচারীরা ছায়া পাবে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে। আর এইসব গাছের দেখাশোনার ভার দিতে হবে স্থানীয়দের। তাহলেই সবুজ দেশ তৈরি হবে।

মনোজকুমার রায়
ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৩

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। এটি মাপতে রিখটার স্কেল লাগে ৫। বহন করে আনা ৬। মগধের রাজা অজাতশত্রু এই নগর স্থাপন করেছিলেন ৮। অঙ্কের অনুপাত অথবা প্রণাম করা ৯। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি বড় দেশ ১১। ছোঁয়ালেই মরা মানুষও জ্যান্ত হবে ১৩। মাটির নীচে পাওয়া জ্বালানি ১৪। চড়ুই পাখির অন্য নাম।
উপর-নীচ : ১। বিধিনিষেধ নেই, প্রবেশ অবাধ ২। নাম শুনলেই ভয় ৩। সত্য লুকিয়ে প্রতারণা ৪। পত্নী, ভার্যা, স্ত্রী বা সহধর্মিণী ৬। নদীতেও থাকে শাড়িতেও থাকে ৭। লেখা তথ্য বা ঘটনা ৮। ঘাড় সমেত মাথা ৯। ডাকে আসা বার্তা ১০। সত্যকে অস্বীকার করা ১১। লোহার শেকল ১২। নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তি ১৩। অজ্ঞাতবাসে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম।

সমাধান ■ ৪১৬২

পাশাপাশি : ১। মতলব ৩। হিসাব ৫। খরাকবলিত ৬। তণ্ডুল ৭। নায়িকা ৯। উপরচালাক ১২। কিঞ্জল ১৩। নিরাশ্রয়।
উপর-নীচ : ১। মরকত ২। বখরা ৩। হিজাব ৪। বরাত ৫। খল ৭। নাক ৮। কার্তিকেয় ৯। উড়কি ১০। রসাল ১১। লাগানি।

বিন্দুবিসর্গ

খুনের পর লেখেন ‘সাত জনম সাথ’

সোনমই মূল চক্রী, দাবি মেঘালয় পুলিশের

শিলং, ১০ জুন : ইন্দোরের রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডে তাঁর স্ত্রী সোনমকেই মূল অভিযুক্ত মনে করছে পুলিশ। কীসের ভিত্তিতে তাঁকে মূল অভিযুক্ত মনে করা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মেঘালয়ের পূর্ব খাসি হিলসের পুলিশ সুপার বিবেক সিয়েম। তিনি জানিয়েছেন, কেন রাজার স্ত্রী সোনমের ওপরেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে।

রাজা-সোনমের বিয়ে হয় ১১ মে। ২০ মে মধুচন্দ্রিমায় যান তাঁরা। কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও জঙ্গি হামলার খবরে তাঁরা গন্তব্য পালটে মেঘালয় যান। ২৩ মে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ২৪ মে তাঁদের স্কুটারটি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ তৎপর হয়। ২ জুন মেঘালয় পুলিশ ওয়াই সাওডং জলপ্রপাতের কাছে গভীর খাদে রাজার পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতেই মৃত্যু। সোনম তখনও নিখোঁজ।

পুলিশ জানিয়েছে, সোনমের প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা রাজাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। ভাড়া করে বিশাল চৌহান, আনন্দ কুমার এবং আকাশ রাজপুতকে। ২০ লক্ষে রফা হয়। সোনম রাজাকে মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় যেতে রাজি করান। ২৩ মে ফোটোশুটের নাম করে উঁচু-নির্জন পাহাড়ে চড়েন নবদম্পতি। অনুসরণ করে ভাড়াটে খুনিরা। সোনমের ইঙ্গিতে মেরে খাদে ফেলে দেওয়া হয় রাজাকে।

তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ছিল একটি হাঁসুয়া। এক তদন্তকারী বলেন, ‘এই হাঁসুয়া মেঘালয়ে দেখা যায় না। তাতেই সন্দেহ, বাইরের কেউ জড়িত। আমরা দম্পতির কলরেকর্ড দেখি।’ দেখা যা, খুনের আগেই সোনম ভাড়াটে খুনিদের একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। তাঁর শেষ অবস্থানও খুনির কাছাকাছি ছিল।

আরও কিছু তথ্য সন্দেহ বাড়িয়েছে পুলিশের। প্রথমত শাশুড়িকে ফোন করে সোনম জানিয়েছিলেন তিনি উপবাস ভাঙেননি। কিন্তু তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ২৩ মে দুপুর পৌনে ২টো নাগাদ শাশুড়ি উমার সঙ্গে ফোনে তাঁর কথা হয়। তখন শাশুড়ি জানতে চান, রাজার ফোন চালু হয়েছে কি না, তাঁরা খাবার খেয়েছেন কি না। সোনম জানান, তিনি খাবার খাননি। তবে রাজা ফল খেয়েছেন। ফোনে কথা বলার সময় সোনমের কাছাকাছিই থাকার কথা ছিল রাজার। কিন্তু তাঁর মা তাঁকে ফোনে পাচ্ছেন না জেনেও তিনি কেন ফোনে কথা বললেন না? তিনি সেখানে ছিলেন না? এই সূত্রেই হোমস্টে-মালিককে জেরা করে পুলিশ। তাঁর দাবি, গত ২৩ মে হোমস্টেতে এসে খাওয়াদাওয়া করে দুজনে বেরোলেও একাই ফিরে এসেছিলেন তরুণী।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় গাইড পুলিশকে বলেন, সোনমকে ২৩ মে রাজা ছাড়াও আরও তিন পর্যটকের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। তাঁরা সকলে নোংরিয়াট থেকে মাওয়াখিয়াতের উদ্দেশে রওনা হন। তিন পর্যটক রাজার সঙ্গে যাচ্ছিলেন। আর সোনম ছিলেন পিছনে। অ্যালবার্টের দাবি, তিন পর্যটক হিন্দিতে কথা বলছিলেন। অ্যালবার্টের তথ্যের সূত্র ধরে সোনম এবং রাজার ফোনের টাওয়ার লোকেশন চিহ্নিত করে পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ জানতে পারে সোনম বেঁচে রয়েছেন। তৃতীয়ত, মধুচন্দ্রিমায় গেলেও সমাজমাধ্যমে ছবি দেননি রাজা-সোনমরা। এটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে তদন্তকারীদের।

সোনমের দাবি, তাঁকে নেশা করিয়ে গাজিপুরে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ পুলিশের শীর্ষ কর্তা অমিতাভ যশ জানিয়েছেন, ‘ওর খুনের পরিকল্পনা দুর্বল ছিল। নিজেকে শিকার প্রমাণ করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সোনম। কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।’

স্বামী রাজাকে খুনের পর সোনম মোবাইলে পোস্ট করেন: ‘সাত জনমের সাথি’, যেন রাজা এখনও জীবিত! মৃত রাজার বোন সৃষ্টি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘আমার ভাই সাত জন্ম থাকতে চেয়েছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু সাতদিনও থাকতে পারল না। সোনম অন্যকে ভালোবাসলে তাকে সঙ্গে নিয়েই তো চলে যেতে পারত। একটা নির্দোষ ভালো ছেলেকে খুন করতে গেল কেন?’

তারেক-বৈঠক নিয়ে সতর্ক ইউনূস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১০ জুন : সোমবার ৪ দিনের সফরে ব্রিটেন রওনা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। ১৩ জুন লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন তিনি। সূত্রের খবর, বৈঠকের জন্য প্রায় দু’ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। সেখানে গুরুত্ব পাবে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের বিষয়টি। আগামী বছর এপ্রিলের প্রথমার্ধে নির্বাচন আয়োজনের কথা জানিয়েছেন ইউনূস। বিএনপি অবশ্য ’২৫-এর ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোটে যেতে আগ্রহী। এই পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তারেকের বৈঠকের বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও বাংলাদেশ সরকারের তরফে বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি।

ইউনূসের প্রেসসচিব শফিকুল আলম ঢাকায় বলেন, ‘বাংলাদেশের একটি বড় রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে তারেক রহমানের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে তা নিঃসন্দেহে দেশের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করবে।’ চলতি সফরে বাকিংহাম প্যালেসে গিয়ে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে দেখা করবেন ইউনূস। চার্লসের হাত থেকে কিংস চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করবেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গেও তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চ্যাথাম হাউস আয়োজিত এক আলোচনায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে ইউনূসের। ১৩ জুন লন্ডন সফরের শেষদিনে ডরচেস্টার হোটেলে ইউনূস ও তারেক রহমানের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ১৩ জুন ইউনূসের সঙ্গে তারেক রহমান দেখা করবেন। বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া দলের নেতাদের জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে গিয়ে বিএনপির রাজনৈতিক লাভ নেই। দলকে আলোচনার পথে এগোনোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

একই ফ্রেমে নরেন্দ্র মোদি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী দেখা করলেন বিদেশ ঘুরে আসা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। ছিলেন অভিষেক সহ অনেক বিরোধী নেতা। -পিটিআই

অবৈধ অনুপ্রবেশ বরদাস্ত নয়, জানাল মার্কিন দূতাবাস

মেঝেয় ফেলে হাতে হাতকড়া ভারতীয়কে

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১০ জুন : ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির জেরে আমেরিকায় চরম হেনস্তার শিকার হলেন এক ভারতীয় পড়ুয়া। অভিযোগ, বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও নাকি নিউ ইয়র্ক মেট্রোপলিসের নেওয়ার্ক লিবার্টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছেন। হরিয়ানার বাসিন্দা ওই পড়ুয়াকে বিমানবন্দরের মেঝেতে ফেলে হাতকড়া পরানো হয়। পরে তাঁকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

> আমাদের দেশে বৈধ ভ্রমণকারীদের স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আমেরিকায় ঢোকার অধিকার নেই। আমরা অনুপ্রবেশ, মার্কিন আইন লঙ্ঘনের ঘটনা সহ্য করি না এবং ভবিষ্যতেও করব না।
> **নয়াদিল্লির মার্কিন দূতাবাসের বিবৃতি**

সেখানে হাজির অনাবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী কুণাল জৈন পুরো ঘটনার ভিডিও তুলে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। ওই পোস্টে আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাস ও বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরকে ট্যাগ করা হয়েছে। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর ক্ষোভ ছড়িয়েছে গোটা দেশে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রবাসী ভারতীয়রা। তারপরেই নিউ ইয়র্কের ভারতীয় কনসুলেট থেকে একটি বিবৃতি জারি করা হয়। সেখানে লেখা, ‘সামাজিক মাধ্যমে জানা গিয়েছে নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে একজন ভারতীয় সমস্যায় পড়েছিলেন। এ ব্যাপারে আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।’

এদিকে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে দিল্লির মার্কিন দূতাবাস। মঙ্গলবার দূতাবাসের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘আমাদের দেশে বৈধ ভ্রমণকারীদের স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আমেরিকায় ঢোকার অধিকার নেই। আমরা অনুপ্রবেশ, ভিসার অপব্যবহার বা মার্কিন আইন লঙ্ঘনের ঘটনা সহ্য করি না এবং ভবিষ্যতেও করব না।’ যদিও ওই পড়ুয়া বৈধ নথি নিয়েই আমেরিকায় গিয়েছিলেন বলে নানা মহলে দাবি করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক থেকে এখনও বিবৃতি জারি করা হয়নি।

ভারতীয় পড়ুয়ার প্রতি মার্কিন আধিকারিকদের আচরণকে ‘হৃদয়বিদারক’ বলেছেন কুণাল জৈন। তাঁর কথায়, ‘ওই পড়ুয়ার সঙ্গে অপরাধীর মতো আচরণ করেছেন মার্কিন আধিকারিকরা।’ ভিডিওতে পড়ুয়াকে কাঁদতে দেখা গিয়েছে। তিনি চিৎকার করে বলেছেন, ‘আমি পাগল নই। ওরা আমাকে পাগল সাজানোর চেষ্টা করছে।’

দিশাহারা ছাত্রের হরিয়ানার স্থানীয় ভাষায় বলা কথাগুলি মার্কিনিরা বুঝতে পারছিলেন না। তখন কুণাল এগিয়ে গিয়ে দোভাষীর ভূমিকা পালন করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু মার্কিন আধিকারিকরা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। উলটে আরও নিরাপত্তাকর্মীকে তলব করা হয়। তাঁরা জোর করে তরুণকে একটি বিমানে তুলে দেন।

জনসংখ্যায় শীর্ষেই ভারত, জানাল রাষ্ট্রসংঘ

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : জনসংখ্যায় চিনকে টপকে গিয়েছে ভারত। ২০২৫-এও এই দেশ ‘বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্র’-র তকমা ধরে রাখবে বলে রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে। ‘বিশ্ব জনসংখ্যার অবস্থা’ শীর্ষক ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২০২৩-এ জনসংখ্যায় চিনকে পিছনে ফেলেছিল ভারত। দু’বছর পরেও ছবিটা বদলায়নি। চলতি বছরের শেষ নাগাদ এদেশের জনসংখ্যা ১৪৬ কোটিতে পৌঁছে যেতে পারে।

জনসংখ্যা বাড়লেও অদূর ভবিষ্যতে ভারতে প্রজনন হার কমার ইঙ্গিত রয়েছে রিপোর্টে। সেখানে ‘দ্য রিয়েল ফার্টিলিটি ক্রাইসিস’ নামে একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এদেশে জন্ম হার কমছে। এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে জনসংখ্যার বর্তমান আয়তন বজায় রাখার জন্য যত সন্তানের জন্ম দেওয়া প্রয়োজন, ভারতীয় মহিলারা গড়ে তার চেয়ে কম গর্ভধারণ করছেন। এর ফলে আগামী দিনে ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের মতো ভারতেও জনসংখ্যা কমতে পারে। যার প্রভাব দেখা যাবে জনবিন্যাসে। বয়স্কদের অনুপাতে হ্রাস পাবে প্রবীণের সংখ্যা। তবে আপাতত সেই সেই আশঙ্কা নেই।

বর্তমানে ভারতে মোট জনসংখ্যায় ০-১৪ বছর বয়সিদের অনুপাত ২৪ শতাংশ। ১০-১৯ বছর বয়সিদের ক্ষেত্রে যা ১৭ শতাংশ এবং ১০-২৬ বছর বয়সির হার জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ। তবে শুধু ভারত নয়, বিশ্বের অনেক দেশেই জন্মহার ক্রমাগত কমছে। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বের জনসংখ্যা ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি হতে সময় লেগেছিল মাত্র ১২ বছর। কিন্তু তা ৯০০ কোটিতে পৌঁছোতে সাড়ে ১৪ বছর লেগে যাবে। ২০৮০ নাগাদ তা একহাজার কোটির গণ্ডি টপকে যেতে পারে।

অস্ট্রিয়ার স্কুলে গুলিতে হত ১০

আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশবাহিনী।

ভিয়েনা, ১০ জুন : অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গ্রাজের এক স্কুলে বন্দুকবাজের এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত১পক্ষে দশজনের মৃত্যু হল। নিহতদের মধ্যে পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষাকর্মীরাও রয়েছেন। বেশ কয়েকজন আহত। জানা গিয়েছে, গুলিচালনার পর আত্মঘাতী হয়েছে হামলাকারী। তার দেহ মিলেছে শৌচালয়ে। সেকেন্ডারি স্কুলটির এক পড়ুয়াই গুলি চালিয়েছে।

অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ক্রিস্টিয়ান স্টকার এক্স হ্যান্ডেলে ঘটনাটিকে ‘জাতীয় শোক’ বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, ‘গ্রাজের স্কুলের ঘটনা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে।’ এই মর্মান্তিক এই ঘটনায় তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোকের কথা ঘোষণা করেছেন দেশের প্রেসিডেন্ট। একইসঙ্গে জাতীয় পতাকা অর্ধনির্মিত রাখা হবে বলে জানিয়েছেন।

গ্রাজের মেয়র এলকে কাহর ঘটনাটিকে ‘ভয়াবহ ট্র্যাজেডি’ বলে বর্ণনা করেছেন। পুলিশের মুখপাত্র সাবরি ইয়োরগুন এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, সকাল ১০টা নাগাদ স্কুল কর্তৃপক্ষের ফোন পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এলাকায় বিশেষ বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের অনুমান, ঘটনার সময় একাধিক বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছিল। অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা ওআরএফ-এর মতে, গুলি চালনার পিছনে একজন ছাত্রের হাত ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিক কাজা কাল্লাস এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘প্রত্যেক শিশুর জন্য স্কুল নিরাপদ হওয়া দরকার। ভয় ও হিংসামুক্ত হয়ে যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।’

মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে গোলাগুলির ঘটনা কম ঘটে। গ্লোবাল পিস ইনডেক্স অনুসারে, অস্ট্রিয়া বিশ্বের দশটি নিরাপদ দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। স্বভাবতই অস্ট্রিয়ায় এই কাণ্ডে হতাশ প্রশাসন।

এবার নৌসেনা নামল লস অ্যাঞ্জেলেসে

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১০ জুন : পুলিশ, ন্যাশনাল গার্ডের পর এবার লস অ্যাঞ্জেলেসে নৌসেনা নামানোর নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার সকাল থেকে শহরের রাস্তায় টহল দিতে দেখা গিয়েছে মার্কিন নৌবাহিনীর মেরিন কমান্ডোদের। অভিবাসন-বিরোধী বিক্ষোভ দমনের জন্য প্রথম ধাপে ৭০০ মেরিনকে লস অ্যাঞ্জেলেসে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি মোতায়েন করা হয়েছে আরও ২ হাজার ন্যাশনাল গার্ডকে। এর ফলে সেখানে ন্যাশনাল গার্ডের সংখ্যা বেড়ে ৪ হাজার হয়েছে।

নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা বাড়লেও ক্যালিফোর্নিয়ার শহরটিতে বিক্ষোভ থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মঙ্গলবারও ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারি বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশের একাধিক গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এদিকে লস অ্যাঞ্জেলেসের আগুন আমেরিকার অন্যান্য জায়গায় ছড়াতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার সকালে টেক্সাসের অস্টিনে সরকারের অভিবাসন নীতি বিরোধী মিছিলে শামিল হয়েছিলেন কয়েকশো মানুষ। অস্টিনের জেজে পিকল ফেডারেল বিল্ডিংয়ে রয়েছে ফেডারেল সরকারের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) কেন্দ্র।

২ শিশু সহ বাবার মরণঝাঁপ

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দিল্লির এক বহুতলে। আগুন থেকে বাঁচতে আটতলার বারান্দা থেকে মরণঝাঁপ দুই শিশু সহ বাবার। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দ্বারকা এলাকার ১৩ নম্বর সেক্টরে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে রয়েছে ১০ বছরের দুই শিশু ও যশ যাদব (৩৫) নামে এক তরুণ। মৃত দুই শিশু যশের পুত্র ও কন্যা। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যশের স্ত্রী ও বড় ছেলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলের আটটি ইঞ্জিন। সরানো হয় আটকে পড়া বাসিন্দাদের। বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বহুতলের বিদ্যুৎ সংযোগ। তবে আগুনের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন।

ফ্রান্সের পথে গ্রেটা

তেল আভিভ, ১০ জুন : গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়া হল না। ২৪ ঘণ্টা টানাপোড়েনের পর ইজরায়েল থেকেই ফিরতে বাধ্য হলেন পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। মঙ্গলবার তাঁকে ফ্রান্সগামী একটি বিমানে উঠিয়ে দেন ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ। ফ্রান্স থেকে তাঁর নিজের দেশ সুইডেনে ফেরার কথা। মঙ্গলবার গ্রেটার ২টি ছবি পোস্ট করেছে ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রক। সেখানে গ্রেটাকে বিমানে সওয়ার হতে দেখা গিয়েছে। ২২ বছরের পরিবেশকর্মী গ্রেটা বেশ কয়েক বছর ধরে বিমানযাত্রা এড়িয়ে চলছিলেন। ২০১৯-এ নিউ ইয়র্কের জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতেও গিয়েছেন সমুদ্রপথে। এবার অবশ্য বিমানে চেপেই ইজরায়েল ছাড়তে বাধ্য হলেন তিনি।

গ্রেটা থুনবার্গকে বিমানে চাপিয়ে ছবি পোস্ট করেছে ইজরায়েল।

নেতানিয়াহু সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গ্রেটা স্বেচ্ছায় ইজরায়েল ছাড়তে রাজি হলেও তাঁর ১১ সঙ্গীর ৫ জন সেই পথে হাঁটেননি। তাঁরা সবাই ফ্রান্সের নাগরিক। অনিচ্ছুকদের তালিকায় রয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের সদস্য রিমা হাসান। ৫ জনকে বিতাড়িত করার কথা ঘোষণা করেছে ইজরায়েল। ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী জ্যঁ নোয়েল বাহো এক পোস্টে লিখেছেন, ‘গ্রেটা থুনবার্গের সঙ্গে আটক হওয়া মেডলিন জাহাজের ৫ যাত্রী স্বেচ্ছায় ইজরায়েল ছাড়তে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বিতাড়িত করার কথা জানিয়েছে সেদেশের সরকার। আমাদের রাষ্ট্রদূত ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তিনি সেখানে আটক ৬ ফরাসি নাগরিকের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় ইজরায়েল ছাড়তে রাজি হয়েছেন। তিনি সম্ভবত আজই দেশে ফিরবেন। বাকিদের বিতাড়িত করা হবে।’

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মুখপাত্র ডেলফিন কলার্ড জানান, মেডলিনে সওয়ার রিমা হাসান ও তাঁর সঙ্গীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।

বেঙ্গালুরু কাণ্ডে সরকারকে গুচ্ছ প্রশ্ন আদালতের

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন : বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্ট হয়ে হতাহতের ঘটনায় রাজ্য সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করল কর্ণাটক হাইকোর্ট। একইসঙ্গে চোখা চোখা প্রশ্নবাণেও বিদ্ধ হতে হল সিদ্দারামাইয়া সরকারকে।

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু ও ৫০ জনেরও বেশি আহত হওয়ার পর কর্ণাটক হাইকোর্ট নিজে থেকেই মামলাটি গ্রহণ করে এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলেছে।

৫ জুন হাইকোর্ট মামলাটি গ্রহণ করে জানতে চায়, কীভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটল এবং ভবিষ্যতে কীভাবে এমন ঘটনা ঠেকানো যাবে। সরকারের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) আদালতে জানান, মামলাটি সিআইডিকে দেওয়া হয়েছে। বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং কুব্বন পার্ক থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করতে চলেছে।

আরসিবি দলের বিজয়োৎসবে ওরকম ভয়ংকর পরিস্থিতি কেন ও কী করে তৈরি হল, তার জবাব চেয়ে হাইকোর্ট সরকারের কাছে ৯টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে। আয়োজক কারা ছিল, ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে কারা ছিল, চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল কি না, ৫০ হাজারের বেশি মানুষের ভিড় হলে তা সামাল দেওয়ার উপযুক্ত নির্দিষ্ট নীতিমালা (এসওপি) আছে কি না, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন তুলেছে আদালত। সিদ্দারামাইয়া সরকার জবাব দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছে আদালতের কাছে।

হুঁশিয়ারি জয়শংকরের

প্যারিস, ১০ জুন : সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারত চোখ খুলে রয়েছে। সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের নিকেশ করতে দিল্লি কখনও পিছপা হবে না। অতি সম্প্রতি এক ফরাসি দৈনিকে এমনই মন্তব্যই করেছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। তিনি বলেছেন, ‘সন্ত্রাসবাদীরা পাকিস্তান কিংবা যেখানেই থাকুক না কেন ভারতীয় সেনা তাদের তাড়া করে মারবে।’ জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামের বৈসরণে পর্যটকদের ওপর জঙ্গিহানা প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়। জয়শংকর বলেন, ‘ভারতের বিরোধ কোনও নির্দিষ্ট দেশের সঙ্গে নয়, ভারতের সংঘাত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে।’

সম্প্রতি এক সপ্তাহের সফরে ইউরোপে রয়েছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে বিদেশমন্ত্রীদের পাশাপাশি ব্রাসেলসে ইউরোপীয় কমিশন ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে। ফরাসি দৈনিক ‘লে ফিগারো’-তে সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে পূর্ব লাদাখে চিনা সেনার অনুপ্রবেশ, ইউক্রেন সমস্যা এমনকি ভারতের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য সম্পর্কে বৈশ্বিক ধারণা-ও। বিশ্ব এই বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত ও পুরোপুরি মিথ্যা বলে উল্লেখ করে জয়শংকর বলেছেন, ‘ধর্ম আমাদের পরিচয়ের একটি দিকমাত্র।’

চিন সম্পর্কে জয়শংকর বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদের মতো একটি বিষয়ে দ্বিচারিতা মানা যায় না। এটি এমন এক সমস্যা, যা সকলের পক্ষে উদ্বেগের।’ ভারত-মার্কিন সম্পর্কে ট্রাম্পের শুল্ক হুমকিকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি জানান, পাঁচ মার্কিন প্রেসিডেন্টের অধীনে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে।

শুভাংশুর ঝোলায় গাজরের হালুয়া, আমরস

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : রাত পোহালেই ইতিহাস তৈরি করতে চলেছেন শুভাংশু শুক্লা। রাকেশ শর্মার পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে তিনি পাড়ি দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (আইএসএস)। কিন্তু এ খবর তো সবার জানা। অজানা খবরটা হল মহাকাশে শুভাংশু সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর কিছু প্রিয় খাবার—মুগ ডালের হালুয়া, গাজরের হালুয়া, আমরস এবং ভাত।

শুভাংশুর বোন সূচি জানিয়েছেন, ‘ভারতীয় খাবারে ঝাল-মশলা বেশি। তাই প্রথমে নাসা অনুমতি দিতে চায়নি। কিন্তু শেষমেশ কিছুটা ছাড় মিলেছে। বাড়িতে তৈরি কিছু খাবারদাবার ওর ব্যাকপ্যাকে ভরে দিয়েছি।’ লখনউয়ের বাসিন্দা বিজ্ঞানের শিক্ষক সূচি জানিয়েছেন, দাদাকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। ও চূড়ান্ত ‘ফিটনেস ফ্রিক’। নিয়ম করে যোগব্যায়াম তো করেই। আরও কত কী যে করে নিজেকে তরতাজা রাখতে, গুনে শেষ করা যাবে না।

তবে হালুয়ার শিশি বা ভাতের হাঁড়ি ছাড়াও মহাকাশ সফরে একান্ত ব্যক্তিগত জিনিসও কিছু কিছু থাকবে শুভাংশুর সঙ্গে। সূচি জানিয়েছেন, নিয়ম নেই বলে সেগুলি কী, বলা যাচ্ছে না। তবে ওইসব জিনিস মহাকাশ ঘুরে আবার বাড়িতে ফেরত আসবে। সেগুলিই হবে পরিবারের কাছে মহামূল্যবান মহাকাশের স্মৃতি। শুভাংশুকে আদর করে ‘শাক্স’ বলে ডাকেন বন্ধুবান্ধবরা। মহাকাশে শাক্স-এর সঙ্গী আরও তিনজন ডঃ পেগি হুইটসন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), স্লাভোস উজনানস্কি-উইসনিউস্কি (পোল্যান্ড) এবং তিবর কাপু (হাঙ্গেরি)। ১১ জুন তাঁরা মহাকাশে পাড়ি দেবেন ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেসএক্স-এর ক্রু ড্রাগন রকেটে চড়ে।

৮ মিনিট ‘মৃত’ থেকে জীবনে ফিরলেন আমেরিকান মহিলা

ওয়াশিংটন, ১০ জুন : মৃত্যুর পর কোনও কোনও ‘জীবন’ সত্যিই থাকে কি না, তা নিয়ে পাথুরে প্রমাণ কিছু নেই। তবু এই নিয়ে কৌতূহলের কমতিও নেই মানুষের মধ্যে। মৃত্যুর সময় মানুষের অভিজ্ঞতা কেমন হয়, তা নিয়েও নানা গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানীরা। এবার মৃত্যুর পরে ঠিক কী অনুভূতি হয়, তা জানিয়েছেন ব্রিয়ানা ল্যাফার্টি (৩৩) নামের এক মার্কিন মহিলা। তাঁর দাবি, ৮ মিনিট তিনি মৃত অবস্থায় ছিলেন। ওই সময়ের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা তিনি ভাগ করে নিয়েছেন সকলের সঙ্গে।

ব্রিয়ানাকে ‘ক্লিনিক্যালি ডেড’ বলে ঘোষণা করেছিলেন চিকিৎসকরা। তাঁর না ছিল নাড়ির স্পন্দন, না শ্বাসপ্রশ্বাস। এমনকি মস্তিষ্কের কোনও কার্যকলাপও ছিল না। টানা ৮ মিনিট ওই অবস্থায় থাকার পর তিনি জীবনে ফিরে আসেন।

ব্রিয়ানা জানিয়েছেন, মৃত্যুর ওই মুহূর্তগুলি ছিল এক গভীর অভিজ্ঞতা। তাঁর কথায়, ‘মৃত্যু একটা ভ্রান্তি। কারণ, আত্মা কখনও মারা যায় না। আমাদের চেতনা বেঁচে থাকে। আমাদের অস্তিত্ব শুধু রূপ বদলায়।’ ঠিক কী ধরনের অনুভূতি তাঁর হয়েছিল ওই আট মিনিটে? এই প্রশ্নের জবাবে তরুণী বলেন, মৃত্যুর পর কোনও

যন্ত্রণা ছিল না, বরং ছিল এক গভীর শান্তি ও পরিষ্কার উপলব্ধি। তাঁর ভাষায়, ‘আমি তখন আর নিজের মানবদেহ হিসাবে ছিলাম না। আমি স্থির ছিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন ও জীবন্ত অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি যেন নিজের চেয়েও বেশি নিজস্ব হয়ে উঠেছি।’

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ব্রিয়ানার এই ‘নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স’-এর কারণ ‘মায়োক্লোনাস ডিস্টোনিয়া’ নামের একটি দুর্লভ স্নায়বিক রোগ। এই রোগে শরীরের ঘাড়, ধড় ও ওপরের অঙ্গগুলিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে ঝাঁকুনি বা টান ধরা পড়ে। রোগটি জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

বিজ্ঞানীদের মতে, এমন ‘মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতা’ বা নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স (এনডিই) আসলে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফল। যখন হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, তখনও কিছু সময় মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে। সেইসময়ই সচেতনতার বিশেষ রূপ ও স্পষ্ট অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারে।

জীবনে ফিরে আসার পর আবার হাঁটা ও কথা বলা শিখতে হয়েছে ব্রিয়ানাকে। তবে এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাঁকে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত করেছে, এমনটাই দাবি তাঁর।

মালিক ছবিতে

সাদাসিধে মানুষী

আসছে অ্যাকশন ছবি 'মালিক'। নায়ক রাজকুমার রাও। নায়িকা মানুষি চিল্লার। ছবিতে মানুষীকে একেবারে গ্ল্যামারবর্জিত, সাদাসিধে চেহারায় দেখা যাবে। এমন লুকে তিনি আগে কখনও পর্দায় আসেননি। মঙ্গলবার রাজকুমার মানুষীর পোস্টার শেয়ার করেছেন। মানুষীকে হাসিমুখে রাজকুমারের ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। দুজনের চোখে আনন্দ, মুগ্ধতা। রাজকুমার ক্যাপশন করেছেন, 'যাকে না হলে চলে না, সে মালিকের হৃৎস্পন্দন, তার সঙ্গে দেখা হবে।' মানুষীর এই 'লুক' বলে দিচ্ছে এবার তিনি চরিত্রের বৈচিত্র্যের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। কতটা সফল হলেন চরিত্রচিত্রণে, সময় বলবে।

উল্লেখ্য, মালিক গ্যাংস্টার ড্রামা। এতে আছেন বাংলার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অংশুমান পুষ্কর ও সানন্দ কিরকিরে। মানুষির চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি, তবে তাঁর এই লুক দর্শককে মুগ্ধ করেছে, ফলে তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে আগাম অনুমান করাও শুরু হয়ে গিয়েছে। মালিক ছাড়া মানুষীকে দেখা যাবে জন আব্রাহামের সঙ্গে তেহেরান ছবিতেও।

বাবার ৭০তম জন্মদিনে মেয়ের উপহার

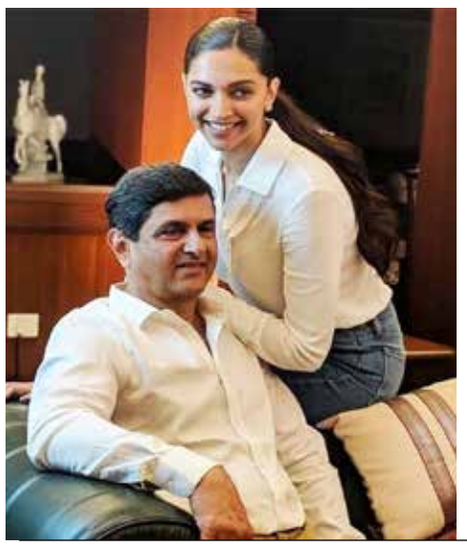

বাবা প্রকাশ পাড়ুকোনের ৭০তম জন্মদিনে মেয়ে দীপিকা পাড়ুকোন করলেন বিরাট ঘোষণা। দেশে বছরে ৭৫টি পাড়ুকোন স্কুল অফ ব্যাডমিন্টন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। তাঁর অফিশিয়াল ইন্সটায় প্রকাশের সঙ্গে তাঁর ছবি দিয়ে তিনি পোস্ট করেছেন, 'ছোট থেকে ব্যাডমিন্টন খেলে বড় হয়েছি, তাই জানি এই স্পোর্ট থেকে একজন শারীরিক ও মানসিকভাবে এবং আবেগের দিক দিয়ে কতটা সুগঠিত হতে পারে। আশা করি, পাড়ুকোন স্কুল অফ ব্যাডমিন্টন, ব্যাডমিন্টনের আনন্দ আর শৃঙ্খলা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে পারবে এবং আরও শৃঙ্খলাপরায়ণ, স্বাস্থ্যবান, লক্ষ্যে স্থির, স্পোর্টসের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করতে পারবে।' এর সঙ্গে তিনি বাবাকে লিখেছেন, 'পাপা, যারা তোমাকে চেনে, তারা জানে ব্যাডমিন্টনের প্রতি তোমার প্যাশন কতটা। আমরা তোমার সেই প্যাশনকে বাস্তবে আনতে চাই। ৭০তম জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা পাপা।'

প্রতি বছর দেশে ৭৫টি পাড়ুকোন স্কুল অফ ব্যাডমিন্টন গড়ে উঠছে। ২০২৭-এ ২৫০টি স্কুল চালু করতে চান তিনি। ১৮টি ভারতীয় শহরে ইতিমধ্যেই ৭৫টি তৃণমূল স্তরীয় কোচিং সেন্টার তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন পয়লা নম্বর ব্যাডমিন্টন তারকা ও অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন প্রকাশ পাড়ুকোন নিজে এই স্কুলে মেন্টর ও অ্যাডভাইসার হিসেবে থাকবেন। এই স্কুলের উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট ও ন্যায্যমূল্যে ব্যাডমিন্টন শিক্ষা দেওয়া। ১০০ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যে কোনও বয়সের ও দক্ষতার মানুষ নির্দিষ্ট কাঠামোর সার্টিফায়েড কোর্সের অধীনে এই খেলা শিখতে পারবে। স্কুলের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধারাবাহিকতা, উৎকর্ষতা ও যোগ্যতা খুঁজে বার করা এবং সেই অনুযায়ী খেলা শিখিয়ে ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়ন তৈরি করা।

নকল পনির, তবুও লাফিয়ে বাড়ল আয়

শাহরুখ-পত্নী গৌরী খানের রেস্তোরাঁ। নাম তরী। তাতে ফুড ব্লগার সার্থক সচদেব নকল পনির বিক্রি হয় বলে অভিযোগ করেছিলেন। তবু সেই রেস্তোরাঁতেই আয় বাড়ল লাফিয়ে। এই তথ্য কবুল করেছেন রেস্তোরাঁর প্রধান রাঁধুনি। ২০২৪ সালে সার্থক এই খবর দেন নিজের ভিডিওয়। সেই ঘটনার এক বছর পর জানা গেল, তরী-র আয় বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে তরী-র প্রধান রাঁধুনি বলেছেন, 'আমরা ভালো মানের খাবার পরিবেশন করি, তাই চিন্তার কারণ নেই। এখানে কীভাবে কাজ হয় জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলাম। ওই ফুড ব্লগার ভালো মনেই খাবারের গুণমান যাচাই করতে এসেছিলেন। তাঁকে আমরা সব বোঝানোর পর তিনি তাঁর ভিডিও সরিয়ে নেন। মানুষ বুদ্ধিমান, তাঁরা জানেন, কোথায় কী হচ্ছে! এরপর থেকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ারের সংখ্যাও দিনদিন বাড়ছে।' আবার এই ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য সার্থককে নেটমহলের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। তাদের বক্তব্য, বিক্রি বাড়ানোর জন্য এটা কি পাবলিসিটি স্টান্ট ছিল? প্রচারের এই কৌশল কি গৌরী খানকে না জানিয়ে হয়েছিল? সার্থকের তাতে লাভ কি? উত্তর জানা যায়নি।

রাজার মতোই রানিও দরাজ

গৌরী খানের কর্মচারীদের কপাল ভালো। শাহরুখ খানের মতোই গৌরীও তাঁর কর্মীদের পরিবারের একজন বলেই ভাবেন। মুম্বইয়ের এক বিলাসবহুল এলাকায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন গৌরী। ভাড়া শুনলে চোখ কপালে উঠবে। সেই ফ্ল্যাট কাদের জন্য, জানেন? তাঁর কর্মীদের জন্য।

গৌরী তাঁর কর্মচারীদের জন্য যে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন, তার মাসিক ভাড়া ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। এই অ্যাপার্টমেন্টটি খার এলাকার পঙ্কজ সোসাইটিতে অবস্থিত। মন্নতে শাহরুখ খানের বাড়ি মেরামতের কাজ চলছে আর তাই পরিবার সহ কর্মীদের বাড়ি স্থানান্তর করতে হয়েছে। পঙ্কজ সোসাইটির চতুর্থ তলার ফ্ল্যাটটি নিজের কর্মীদের জন্য ভাড়া নিয়েছেন গৌরী খান। অ্যাপার্টমেন্টটি কেবল তাঁদের কর্মীদের ব্যবহারের জন্য নেওয়া হয়েছে। অভিনেতার নতুন বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরত্বে এই অ্যাপার্টমেন্ট। চুক্তি বলছে, সঞ্জয় কিশোর রামানির কাছ থেকে প্রতি মাসে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকায় অ্যাপার্টমেন্টটি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। আর এর বার্ষিক ভাড়া হল ১৬.২ লক্ষ টাকা। গৌরী খান এই অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ৪.০৫ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট দিয়েছেন। ৩ বছর রয়েছে এই ভাড়ার চুক্তি। প্রেত্যক বছরে এই ভাড়া বাড়বে ৫ শতাংশ করে।

দীপিকার পাশে নেহা

দীপিকা পাড়ুকোন চাইছেন আট ঘণ্টা কাজের শিফট। এই দাবির জন্যে 'স্পিরিট' থেকে তাঁকে বাদ দিয়েছেন পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। কিন্তু তাঁর দাবি শুধু এই একটা ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন লাভের অংশ। পরিচালক তাঁকে সেই লাভ দিতে রাজি নন। এর ফলে সরে এসেছেন দীপিকা।

এবার দীপিকা পাড়ুকোনের আট ঘন্টা কাজের শিফটের দাবি তুললেন নেহা ধুপিয়া। দীপিকাকে সমর্থন করে তিনি লিখলেন– কাজ আর জীবনের মধ্যে ভারসাম্য থাকা দরকার। এটা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। কর্মরতা মা দীপিকা পাড়ুকোন যা বলেছেন, ঠিক বলেছেন। তাঁর পাশে না দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রোজেক্ট থেকে বাদ দেওয়াটা অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয় বলে মনে করছেন নেহা ধুপিয়া।

একনজরে সেরা

ডিটেকটিভ দিলজিৎ

রবি ছাবারিয়া পরিচালিত ডিটেকটিভ শেরদিল-এর ট্রেলার বেরোল। ছবির মুখ্য ভূমিকায় দিলজিৎ দোসাঞ্জ। এক বিলিওনেয়ার খুন হয়। এই ডিটেক্টিভ তার রসবোধ এবং ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগ করে কীভাবে হত্যার কিনারা করবে, তাই নিয়েই ছবি। অভিনয়ে বোম্মান ইরানি, ডায়ানা পেন্টি, চাংকি পাণ্ডে, রত্না পাঠক শাহ প্রমুখ। দেখা যাবে ২০ জুন।

বাবার গান

বাবা সায়গলের বিখ্যাত গান রুকমণি রুকমণি—রোজা ছবিতে এ আর রহমানের কম্পোজিশনে তিনি গেয়েছিলেন, রহমানেরই কথায়। গান হিট হয়েছিল কিন্তু এর লিরিক বাবার পছন্দ হয়নি। মূল গানটি তামিলে, তার হিন্দি অনুবাদ শুনে বাবার মনে হয়েছিল এর ভাষা সস্তা, কুরুচিপূর্ণ। তাঁর সঙ্গী শিল্পী ছিলেন শ্বেতা শেট্টি।

করণের কথা

করণ জোহার ও কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে বিবাদ কেন হয়েছিল এবং যার জেরে দোস্তানা ২ ছবিটি হয়নি—না, এর কারণ জানা যায়নি। এখন করণ বলছেন, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মিটিয়ে নিয়েছি। এখন ও বড় স্টার, একসঙ্গে কাজও করছি। প্রসঙ্গত, করণের তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি-তে কাজ করছেন কার্তিক।

ইমতিয়াজের জেল

জব উই মেট ছবির জন্য পরিচালক ইমতিয়াজ আলির জেল হতে পারত। ছবিতে রতনাম জেলায় শুটিং করেছিলেন। এই এলাকাকে রেড লাইট এরিয়া হিসবে দেখানোয় এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করেন কারণ এতে এলাকার বদনাম হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় কেস হয়েছিল।

ভারতীয় নয়

জে কে রাওলিংয়ের হ্যারি পটার সিরিজ আসছে এইচ বি ও চ্যানেলে। এর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পার্বতী পাতিল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই চরিত্রে অভিনয় করবেন ইতালিয় অভিনেত্রী অ্যালেসিয়া লিওনি, কারণ তাঁর গায়ের রং বাদামি। তবু কোনও ভারতীয় এই জায়গায় এলেন না বলে ভারতীয় ভক্তরা হতাশ।

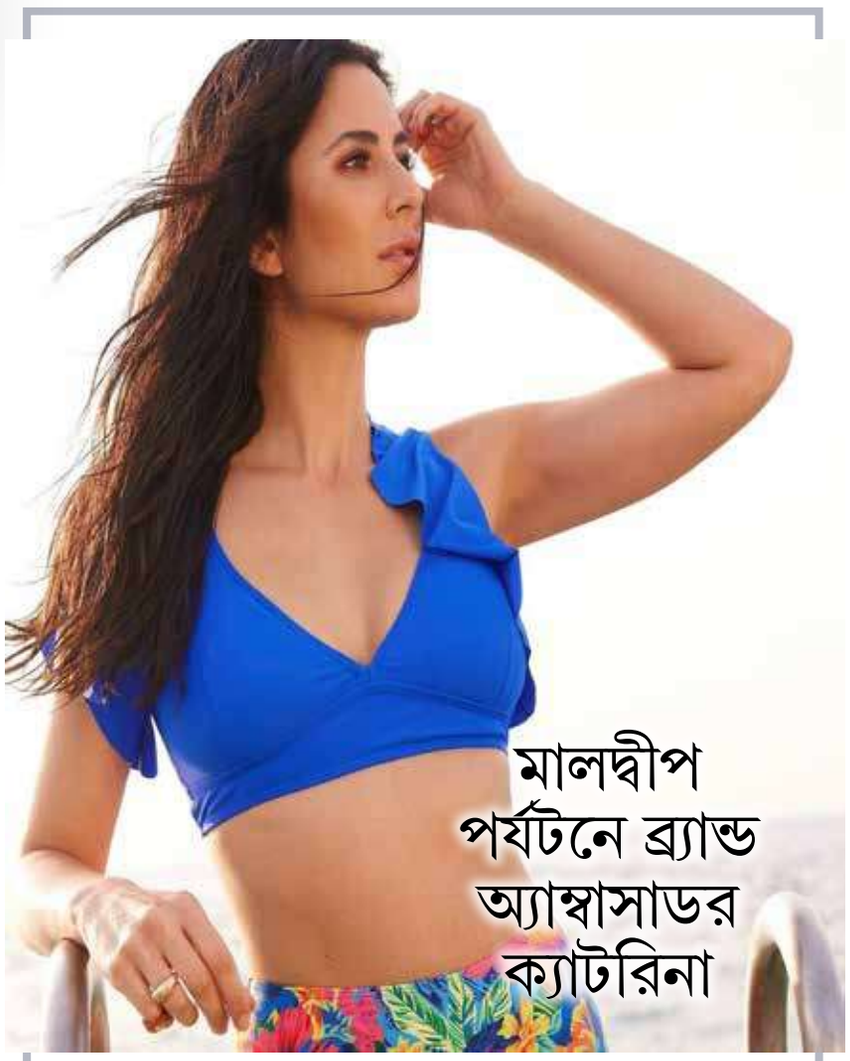

মালদ্বীপ পর্যটনে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ক্যাটরিনা

এক মাস পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মালদ্বীপ সফর, তার আগেই মঙ্গলবার মালদ্বীপ মার্কেটিং অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস কর্পোরেশন সে দেশের পর্যটনের গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করল ক্যাটরিনা কইফকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তারা লিখেছে, 'ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ক্যাটরিনা কাইফকে পর্যটনের গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে পেয়ে আমরা উৎফুল্ল।'

খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ঘোষণা হল। ২০২৪ সালে ভারত-মালদ্বীপের সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গ্রীষ্মে মালদ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সামুদ্রিক জীবনযাপন আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই ঘোষণার পর এসব উপভোগ করার জন্য দেশে টুরিস্ট বাড়বে---মালদ্বীপ এমনই আশা করছে। এদিকে তাঁর এই নতুন ভূমিকায় খুশি ক্যাটরিনা কাইফ। তিনি পোস্ট করেছেন, 'মালদ্বীপ প্রকৃতি আর বিলাসের জীবনযাপনের জন্য বিখ্যাত। বিশ্বের মানুষের কাছে মালদ্বীপের সৌন্দর্য তুলে ধরার দায়িত্ব পেয়ে আমি সম্মানিত।'

স্পিডবোট চালালেন ধর্মেন্দ্র

৮৯ বছর বয়স, কিন্তু স্বাস্থ্য, ফিটনেস অটুট। এখনও হি-ম্যান বলে উল্লেখ করা যায় তাঁকে, মানে ধর্মেন্দ্রকে। প্রায়ই নিজের জীবনযাপনের ছবি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়-- কখনও নিজের খেতে চাষ করছেন, কখনও জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন। এবার ছবি পোস্ট করেছেন নিজের স্পিডবোট চালানোর। সাধারণ পোশাকে, মাথায় টুপি পরে বোট চালাচ্ছেন তিনি। চারপাশের মানুষ তাঁকে দেখে আনন্দে মশগুল, ভিডিও করছেন তাঁরা। মনে হচ্ছে, তিনি কোনও হিল স্টেশনে ছুটি কাটাচ্ছেন। ছেলে সানি দেওল হার্ট ইমোজি পোস্ট করেছেন। অন্য ইউজাররাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কমেন্ট বক্সে।

মায়ের পর শয়তান ২

ছবির নাম শয়তান। ছবিতে একজন বাবা কীভাবে তার মেয়ে ও পরিবারকে এক শয়তানের থেকে বাঁচায়, তা দেখা গিয়েছে। মা ছবিতে একইভাবে এক মা কীভাবে তার সন্তানকে বাঁচান, সেই গল্প আছে। দুটি ছবিতেই কিছু মিল আছে। প্রথমটিতে ছিলেন অজয় দেবগণ, জানকি বড়িওয়ালা, আর মাধবন প্রমুখ। দ্বিতীয়টিতে আছেন কাজল। শয়তান-এর দারুণ সাফল্যের পর শয়তান ২-এর কথা শোনা গিয়েছিল।

তাহলে কবে হবে এই ছবি? এর মধ্যে জানা গিয়েছে, গুজরাটি ছবি বশ ২ আসছে ২৭ অগাস্ট। এই ছবি থেকেই তৈরি শয়তান। বোঝা যাচ্ছে, শয়তান ২-এর রাস্তাও সাফ। কাজল অভিনীত মা আসছে ২৭ জুন। তাই প্রশ্ন উঠছে, মা-এর পরই কি শয়তান ২-এর প্রস্তুতি শুরু হবে?

ছোট্ট তারা

মালদা শহরের ১ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনির খুদে ঐশীক মণ্ডল আবৃত্তি ও অঙ্কন প্রতিযোগিতায় জেলায় নজর কেড়েছে ইতিমধ্যেই। ঐশীক বড় বাচিকশিল্পী হতে চায়।

পুড়ে গিয়েছে গোটা ঘর। মঙ্গলবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

খোলা আকাশের নীচে পরিবার

মোবাইল ফোন বিস্ফোরণে পুড়ল বাড়ি

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১০ জুন : মাঝরাতে চার্জে দেওয়া মোবাইল ফোন বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ড ঘটল একটি বাড়িতে। সোমবার মাঝরাতে ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের খিদিরপুর বিবেকানন্দপল্লি এলাকায়। দমকলের দুটি ইঞ্জিনের চেষ্টাতেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসতে লেগে যায় প্রায় দু'ঘণ্টা। মঙ্গলবার সকালে ছাইয়ের গাদায় খুঁজেও অবশিষ্ট কিছু পাননি পেশায় শ্রমিক মনোজ মল্লিক। জমির দলিল, যাবতীয় নথি, টিভি, নগদ টাকা, খাদ্যসামগ্রী, সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আগুন লেগে ঘরে থাকা রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ভয়াবহ আকার নিয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা দমকল আধিকারিকদের। তবে কীভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটল এবং তার ব্যাপ্তি এতটা হল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল। পাশাপাশি, পুলিশও তদন্ত করছে।

চার্জে বসিয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলা এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়া যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, তা নিয়মিত প্রচার করে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। কিন্তু এ ব্যাপারে যে এখনও সেভাবে মানুষ সচেতন হননি, তা বালুরঘাটের ঘটনাতেই স্পষ্ট। জানা গিয়েছে, সোমবার মাঝরাতে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটেছিল।

একেই প্রচণ্ড গরম, তার মধ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, তাই বাড়ির সকলে পাশের বাড়ির ছাদে চলে গিয়েছিলেন রাত কাটাতে। গরম নিয়ে আলোচনায় যখন ব্যস্ত সকলে, সেসময় বিকট শব্দ কানে যায় তাঁদের। তাঁর বাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন মনোজ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এবং বাকিরা ছাদ থেকে নেমে বাড়ির সামনে আসেন। দেখেন বাড়ি রীতিমতো জ্বলছে।

মনোজ বলেন, 'ছাদ থেকেই আওয়াজ শুনতে পাই। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পাড়ার সকলে মিলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। ঘরের কোনও জিনিস বের করতে পারিনি। সব পুড়ে গিয়েছে। সন্তান ও পিসিকে নিয়ে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিতে হয়েছে।' তাঁর পিসি ডলিরানি সাহা বলেন, 'রাতে মনোজের ঘরে টিভির উপর চার্জে দেওয়া ছিল মোবাইল ফোন। মনে হচ্ছে মোবাইল ফোনটি বার্স্ট হয়ে আগুন ধরে যায় টিভিতে। টিভিও বিকট শব্দে ফেটে যায়। তার থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাড়িতে। পাশের ঘরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারও বার্স্ট করে। তাই কিছুই বাঁচানো যায়নি।'

অসহায়

- গরমে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, পড়শির বাড়ির ছাদে আশ্রয়
- চোখের সামনে বাড়ি পুড়তে দেখল মনোজের পরিবার
- অসহায় পরিবারটির পাশে রাজনৈতিক দলগুলি

যেহেতু প্রত্যেকেই পাশের বাড়ির ছাদে ছিলেন, ফলে পরনের পোশাক ছাড়া সমস্ত কিছুই আগুনে পুড়ে গিয়েছে। সর্বস্ব হারিয়ে বর্তমানে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিতে হয়েছে পরিবারটিকে। ঘটনার কথা জানতে পেরে সকালেই ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলার অভিজিৎ সাহা। বিকেলে পৌঁছান পুর চেয়ারম্যান অশোককুমার মিত্র। তিনি জানান, পুরসভার তরফে পরিবারটির জন্য থাকার এবং খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ির তরফে এদিন বিজেপি নেতৃত্ব মনোজের হাতে ত্রিপল, খাদ্যসামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস তুলে দেয়।

ফিউশনে শিঙাড়া

আচার ও রসুনে ভিন্ন স্বাদ

অন্যরকম শিঙাড়া! সে আবার কী! শিঙাড়া মানে তো আলুর পুর। রায়গঞ্জ যেন সেই ধারণাটি বদলে দিয়েছে। শুধু আলুর স্বাদে মজে থাকা বাঙালি একটু ভিন্ন রেসিপি খুঁজে পেয়েছে রায়গঞ্জে। মূলত দুটি পৃথক রেসিপি রায়গঞ্জের শিঙাড়ার আকর্ষণ। আলুর সঙ্গে আচার মিশিয়ে শিঙাড়ার পুর। অন্যটি রসুনের শিঙাড়া। এই ভিন্ন স্বাদের কথাই তুলে ধরলেন **রাহুল দেব।**

রায়গঞ্জ, ১০ জুন : দামে দেশের যে কোনও প্রান্তকে এখন টেক্কা দিচ্ছে রায়গঞ্জ। খুঁজলে এখনও তিন থেকে চার টাকায় শিঙাড়া পাওয়া যায় এই শহরে। আচার মেশানো তরকারির জন্য পরিচিত কলেজপাড়া ও নিশীথ সরণীর দুই দোকান। ক্রেতাদের দাবি, সেই স্বাদ দীর্ঘক্ষণ লেগে থাকে মুখে। এমনই এক শিঙাড়ার বিক্রেতা নব্যেন্দু ঘোষ বলেন, 'গ্রাহকদের কাছে এই শিঙাড়ার ব্যাপক চাহিদার কারণ কড়া ভাজা।'

বিবেকানন্দ মোড় সংলগ্ন একটি দোকানে একসময় ১ টাকায় শিঙাড়া বিক্রি হত। শহরের বাইরে থেকেও সেই দোকানে এসে অনেকে শিঙাড়া কিনে নিয়ে যেতেন। এখন সেখানে শিঙাড়া বিক্রি হয় ৫ টাকা দরে। তবে শহরের অনেক দোকানই স্বাদে সেই বিক্রেতাকে হারিয়ে দিয়েছে। এক বিক্রেতা অসীম দত্তের বক্তব্য, 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে শিঙাড়ার দাম ও আকার বেড়েছে।'

৬৫ বছর ধরে শিঙাড়া বিক্রি করছেন বিধাননগর মোড়ের অনুপ পাল। তাঁর কথায়, 'বাবার আমল থেকে এই দোকান চলছে। রসুন শিঙাড়া হয় প্রায় ৩০ বছর ধরে। এখন গরমের জন্য বিক্রি কম। তাও সংখ্যাটা দিনে ৪০০ নীচে নয়। শীতকালে বিক্রি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। ৬ টাকা পিস বিক্রি করি।'

বাপ্পাদিত্য দাস নামে এক বাসিন্দার দাবি, 'উকিলপাড়ার পীরপুকুরের কাছের একটি দোকানের শিঙাড়ার স্বাদ রায়গঞ্জে সেরা। তবে রসুন শিঙাড়ারও জুড়ি মেলা ভার।' একসময় শহরের আরও কিছু দোকানে রসুন শিঙাড়া বিক্রি হলেও এখন ওই একটি দোকানেই সেই শিঙাড়া পাওয়া যায় বলে বাপ্পাদিত্য জানিয়েছেন।

শহরে প্রচুর মিষ্টির দোকান। দুপুর থেকেই সেই দোকানগুলোতে ভাজা শুরু হয় শিঙাড়া। হাতেগোনা দুই-একটি দোকানে ৩ টাকায় শিঙাড়া পাওয়া যায়।

> **বাবার আমল থেকে এই দোকান চলছে। রসুন শিঙাড়া হয় প্রায় ৩০ বছর ধরে। এখন গরমের জন্য বিক্রি কম। তাও সংখ্যাটা দিনে ৪০০-র নীচে নয়। শীতকালে বিক্রি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। ৬ টাকা পিস বিক্রি করি।**
>
> - অনুপ পাল
> *শিঙাড়া বিক্রেতা*

এছাড়া সব দোকানেই ৫ থেকে ৬ টাকা। স্বাদের হেরফেরে কোনও কোনও দোকানের জনপ্রিয়তা বেশি। সন্ধ্যার টিফিন হিসেবে শিঙাড়ার কোনও তুলনাই নেই বাঙালির কাছে।

পারস্যের সংবোসাগকে বাঙালি নিজের হাতের দক্ষতায় শিঙাড়ায় রূপান্তরিত করেছে। তরুণ প্রজন্মের রনি দত্ত বলেন, 'শিঙাড়া আমাদের কাছে আবেগও বটে। আচার মেশানো শিঙাড়া সত্যিই অতুলনীয় স্বাদের।' তবে রসুনের হোক বা আচারের, শিঙাড়ার প্রতি শহরবাসীর টান আগের থেকে বেড়েছে বলে স্বীকার করছেন রনি।

সফট টেনিস বাংলা দলে মালদার ৯

হরষিত সিংহ

মালদা, ১০ জুন : রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে মালদা আরেক নজির গড়ল। জাতীয় জুনিয়ার সফট টেনিস প্রতিযোগিতায় বাংলা দলে জায়গা করে নিল এই জেলার ৯ জন খেলোয়াড়। বাংলা থেকে মোট ১৬ জনের গঠিত দলে রয়েছে মালদার ইন্দ্রজিৎ মাঝি, শেখর দাস, ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল, সুম মণ্ডল, সৃষ্টি মণ্ডল, তনুশ্রী মণ্ডল, ভূমি পারিরা, সাইরিন পারভিন ও শ্রেয়া দাস। ২৬ জুন থেকে হরিয়ানার পঞ্চকুলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২০তম সফট টেনিস ন্যাশনাল জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ। চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। মোট তিনটি ইভেন্টে হবে লড়াই। সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস। মেয়েদের দলের কোচ নিবাচিত হয়েছেন কিরণ দাস ও ছেলেদের দলের কোচ অসিত পাল।

মালদা জেলা সফট টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের কথায়, যে খেলোয়াড়রা বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করবে তাদের কারও বাবা পরিযায়ী শ্রমিক, কারও বাবা দিনমজুর, কারও মা লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ করেন, আবার কারও বাবা পেশায় কুলি। দারিদ্র্য এদের নিত্যসঙ্গী। এরই মধ্য রাজ্য স্তরে খেলার সুযোগ পাওয়াতে স্বভাবতই খুশির হাওয়া জেলাজুড়ে। কোচ অসিত পাল বলেন, 'এর আগেও মালদার দুজন এই প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েছিল। ছেলে ও মেয়ে মিলে এই বছর মোট ৯ জন সুযোগ করে নিয়েছে। আশা করছি ভালো ফল হবে। সকলেই নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে।'

বাংলা দলের কোচের কথায় আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন তিন ঘণ্টা ধরে অনুশীলন করেছে। কখনও পুরাতন মালদার পাবনাপাড়া মাঠে আবার কখনও বিমানবন্দর মাঠে চলেছে প্রশিক্ষণ। আগামী ২৫ জুন হাওড়া স্টেশন থেকে হরিয়ানার উদ্দেশে রওনা হবে বাংলা জুনিয়ার সফট টেনিস দল। মালদা জেলা থেকে সুযোগ করে নেওয়া তনুশ্রী মণ্ডল বলল, 'এই খেলা আমার ভালো লাগে। বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছি। এখন নিয়মিতভাবে বেশি করে প্র্যাকটিস করছি। আগামীতে দেশের হয়ে খেলার আমার ইচ্ছে রয়েছে।'

কোচদের সঙ্গে জাতীয় জুনিয়ার সফট টেনিস প্রতিযোগিতার খেলোয়াড়রা।

সেতুর ফুটপাথে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। - সংবাদচিত্র

টাঙ্গন সেতুর ফুটপাথ যেন মরণফাঁদ

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১০ জুন : টাঙ্গন সেতুর ফুটপাথ এক মরণফাঁদ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে বুনিয়াদপুরে টাঙ্গন সেতুর ফুটপাথের স্ল্যাবগুলির বেহাল দশা। এই সেতুর দু'দিকে ফুটপাথের বিভিন্ন জায়গায় স্ল্যাবগুলি ভেঙে যাওয়ায় গর্তের রূপ নিয়েছে। কোথাও বা ঘাস গজিয়ে যাওয়ায় গর্তগুলিতে সাপ, পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে। বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য চলাচল করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অনেক সময় পথচারীরা সেতুর মূল রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। এরফলে যে কোনও মুহূর্তে সেতুর ওপর ৫১২ জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফুটপাথ মেরামত না হওয়ায় পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

এবিষয়ে জেলার জাতীয় সড়কের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত কুণ্ডুর বক্তব্য, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। মেরামতের জন্য এস্টিমেট করে কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয়েছে। অর্থবরাদ্দ হলে কাজ চালু করা হবে।'

বাম আমলে ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সালে সেতুর শিলান্যাস হয়। বুনিয়াদপুর পুরসভার ৫, ৬, ৭ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড বরাবর টাঙ্গন সেতুটি তৈরি করা হয়। জেলার দীর্ঘতম প্রায় ৫০০ মিটার সেতুর শিলান্যাস করেছিলেন তদানীন্তন মন্ত্রী ক্ষিতী গোস্বামী। তিন বছর লেগেছিল সেতুটি নির্মাণ করতে। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সেতুটির উদ্বোধন করেন। তারপর থেকে পাশে থাকা লোহার রেলিংয়ের সেতুটি ভেঙে দিয়ে নতুন সেতু দিয়ে যান চলাচল শুরু হয়। পরবর্তীতে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক যায় সেতুটির ওপর দিয়ে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সেতুটি হস্তান্তর হয়। সেতুর ওপরে মূল রাস্তা খারাপ হলে মেরামত করলেও, ফুটপাথের ভাঙা স্ল্যাবগুলি বহুদিন থেকে মেরামত হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

পথচারী ষাটোর্ধ্ব বাসুদেব সরকারের কথায়, 'কী আর বলব বলুন! বহুদিন থেকে সেতুর ওপর ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে ভয় করে। একটু অসাবধান হলেই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হতে পারে। রাতে ভাঙা স্ল্যাবগুলির ওপর দিয়ে না হেঁটে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মূল রাস্তায় নামতে হয়। অবিলম্বে ফুটপাথ মেরামতের প্রয়োজন।'

পদযাত্রা

বালুরঘাট, ১০ জুন : পশ্চিমবঙ্গ সত্য সাঁই সেবা সংস্থার উদ্যোগে প্রেম প্রবাহিনী উদযাপিত হল বালুরঘাটে। মঙ্গলবার সকালে শহরের দীপালিনগর মাঠে সত্য সাঁইয়ের বর্ণাঢ্য রথ সাজানো হয়। যা দেখতে স্থানীয়রা ভিড় জমিয়েছিলেন। পরে ওংকারম, নগরসংকীর্তন ও মঙ্গল আরতির মাধ্যমে সুভাষ কর্নার মোড় পর্যন্ত সেই রথের সঙ্গে পদযাত্রায় শামিল হন ভক্তরা। পরে পতিরাম, ডাঙ্গারহাট ও বরাহার হয়ে দৌলতপুর, পিরতলা পরিক্রমা করে মালদা জেলার সংস্থার কাছে প্রবাহিনী হস্তান্তর করা হয়েছে।

স্নানযাত্রা পালন

বালুরঘাট, ১০ জুন : মঙ্গলবার জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব আয়োজিত হল বালুরঘাটে। মঙ্গলবার বিকেলে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার জন্য পরিক্রমা করে নদী থেকে জল আনা হয় বালুরঘাট ক্লাবের মাঠে। সন্ধ্যায় বিশেষ আরতি ও জগন্নাথ দেবের অধিবাস পালিত হয়েছে। অন্যদিকে, বালুরঘাটের ডাকরা জনতা কলোনি এলাকার হরিনাম প্রচার সংঘের উদ্যোগে এদিন সূর্যপুজো ও নৌকাবিহারের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে শহর ও গ্রামবাসীদের ব্যাপক সমাগম লক্ষ করা গিয়েছে।

বিক্ষোভ

বালুরঘাট, ১০ জুন : জল জীবন মিশনে অস্থায়ী কর্মীদের ভয় দেখিয়ে বরাত পাওয়া সংস্থার তরফ থেকে ন্যূনতম বেতন দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগে মঙ্গলবার ৮টি ব্লকের প্রায় ৬৪ জন অস্থায়ী কর্মীরা পিএইচই দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। অস্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি নামিজুর রহমান। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন পিএইচই দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত কর।

আলোচনা সভা

বুনিয়াদপুর, ১০ জুন : দিঘার জগন্নাথধামের প্রসাদ বিতরণ বিষয়ে আলোচনা সভা হল বংশীহারী ব্লকে। মঙ্গলবার ব্লকের তেভাগা সভাকক্ষে সভার আয়োজন করা হয়। এলাকার ৪ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, কার্যনির্বাহী সহকারী ও সচিবরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। বংশীহারীর বিডিও সুব্রত বল বলেন, 'দুয়ারে র‍্যাশনের মতো ডিলারদের মাধ্যমে দিঘার জগন্নাথধামের প্রসাদ বিতরণ করা হবে।'

চাপমুক্ত হতে খেলাধুলো দরকার : মান্ত

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১০ জুন : রাজ্য পর্যায়ের টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে এসে হাতে ব্যাট নিলেন কমনওয়েলথ গেমসে পদক জয়ী মান্ত ঘোষ। বালুরঘাটে এই খেলার পরিকাঠামো, উত্তরণ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। প্রতিযোগিতার যুগে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যেও একাধিক বার্তা দিয়েছেন তিনি।

মান্তর কথায়, 'আজ থেকে ২০ বছর আগে যখন বালুরঘাটে টেবিল টেনিসের যাত্রা শুরু হয় তখন অনেক কম খেলোয়াড় উঠে আসত। এখন বহু নতুন ক্লাব এই খেলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। ক্রমশ খেলোয়াড়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ এক নতুন জায়গায় টুর্নামেন্ট শুরু হল। ত্রিধারা ক্লাব ব্যাডমিন্টন কোচিং করায়। টেবিল টেনিসও যুক্ত হল। চাপমুক্ত হতে খেলাধুলো দরকার।'

মঙ্গলবার থেকে বালুরঘাট শহরের ত্রিধারা ক্লাবের ইনডোর স্টেডিয়ামে শুরু হল অল বেঙ্গল স্টেট র‍্যাংকিং দক্ষিণ দিনাজপুর টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ। যেখানে মুখ্য অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন জাতীয় কোচ তথা অর্জুন মান্ত ঘোষ। খেলোয়াড়দের সঙ্গে টেবিল টেনিস খেলেন তিনি। তাঁকে কাছে পেয়ে খেলার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি অভিভাবকরা। তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে উপস্থিত হয়েছিলেন খুদে খেলোয়াড়দের বাবা-মায়েরাও। মূলত দক্ষিণ দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে ও বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে এই খেলা শুরু হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত জেলার প্রায় ৭০০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে এই খেলায়।

টেবিল টেনিস খেলছেন মান্ত ঘোষ। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

বালুরঘাটের পাওয়ার হাউস এলাকার এক খুদে খেলোয়াড় ঐন্দ্রিলা মোহন্তর কথায়, 'ম্যাডামকে পাশে পেয়ে আমরা আপ্লুত। তাঁকে বিভিন্ন সময়ে টিভির পর্দায়, খবরের কাগজে দেখেছি।' ত্রিধারা ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক শুভময় সরকার বলেন, 'রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিযোগী এখানে এসেছে। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সরা পয়েন্টের ভিত্তিতে এগিয়ে যাবে। আগামীতে তারা জাতীয় প্রতিযোগিতায় রাজ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব করবে। খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার পাশাপাশি আমাদেরও অনুপ্রাণিত করলেন মান্ত ঘোষ। আগামীতে খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও প্রয়োজন পড়লে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।'

তাঁর সংযোজন, বড় হয়ে পথে হারের মুখোমুখি হলে থমকে না গিয়ে তারা উঠে দাঁড়াতে পারে। পড়াশোনার চাপ থেকে মুক্তি পেতেও খেলাধুলো দরকার। পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যালেন্স করে খেলতে হবে। স্পোর্টসম্যানশিপ স্পিরিট তৈরি হোক সকলের মধ্যে।

জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ কৃষকরা

নিজভূমে চাষে বাধায় অভিযুক্ত বিএসএফ

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১০ জুন : কাঁটাতারের ওপারে চাষবাস করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ভারতীয় কৃষকদের। তবে বাংলাদেশের তরফ থেকে নয়, 'বাধা' আসছে বিএসএফের থেকে। গ্রাম পঞ্চায়েতের নথি থাকা সত্ত্বেও হয়রান করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসকের দ্বারস্থ হলেন বালুরঘাট ব্লকের দুর্গাপুর, সানাপাড়া, পিরিজপুর এলাকার কৃষকরা। জেলা শাসকের পাশাপাশি বালুরঘাট ব্লকের বিডিওকেও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্মারকলিপি দিয়েছেন কৃষকরা। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

চাষাবাদে ভরসার জায়গা কাঁটাতারের ওপার। কিন্তু চাষের ক্ষেত্রে বিএসএফের হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ কৃষকদের। তাঁদের বক্তব্য, সপ্তাহে মাত্র তিনদিন কাঁটাতারের ওপারে যেতে দেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয় কৃষকদের। তাঁদের অভিযোগ, হাল-গোরু নিয়ে চাষের জমিতে যাওয়ার অনুমতি পেতেও দীর্ঘ সময় লাগছে। সময়মতো গেট খুলছে না বিএসএফ। ফলে চাষবাসের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন এলাকার কৃষকরা। তাঁদের অনেকের মতে, হিলি ও বালুরঘাট ব্লকের বেশ কিছু এলাকায় বিএসএফের নতুন ব্যাটালিয়ন আসার পর থেকেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। যেমন, চিঙ্গিশপুর সীমান্ত এলাকার কৃষকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাঁদের যাতে কাঁটাতারের ওপারে নিজেদের জমিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে না হয়, সে বিষয়ে জেলা শাসকের হস্তক্ষেপের দাবি করেছেন এলাকার কৃষকরা।

আন্দোলনরত কৃষকদের তরফে শেখর বর্মন বলেন, 'আমরা সীমান্তে বসবাস করি। কাঁটাতারের ওপারে আমাদের সব জমি রয়েছে। আগে ওপারে চাষবাসে সমস্যা না হলেও, এখন ওপারে হাল-গোরু নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' নবকান্ত বর্মনের বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে চিঠি দেওয়ার পরও ক্যাম্প থেকে সীমিত সময়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় অনুমতি নিতে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। সময়মতো গেট খুলছে না। তাই বাধ্য হয়ে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হওয়া।' চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপির রঞ্জন মাহাতো বলেন, 'কৃষকদের কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পেরে কিছুদিন আগেই বিএসএফের সঙ্গে কথা বলি। তবে সীমান্তে একটা সমস্যা রয়েছে। ওই সমস্যা সমাধানে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি বালুরঘাটের সাংসদ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গেও কথা বলব।'

এবিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'এই সমস্যা সমাধানে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'এনিয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' যদিও এনিয়ে বিএসএফের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

অভিযোগ

- সপ্তাহে মাত্র তিনদিন কাঁটাতারের ওপারে যেতে দেওয়া হচ্ছে
- কৃষকদের অভিযোগ, গেট খুলতে দেরি করছে বিএসএফ
- বিএসএফের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন কৃষকরা
- সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসকের

বালুরঘাটে ডিএম অফিসে অভিযোগ জানাতে হাজির কৃষকরা। মঙ্গলবার।

বাজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গাজোলের ল্যাংড়া আম। মঙ্গলবার পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

'উধাও' বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি ছাত্র

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ অন্তর্তদন্ত ২

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : আইন ভেঙে শিক্ষক হওয়া বাংলাদেশি ছাত্র শান ভৌমিককে নিয়ে প্রকাশ্যে এল একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। শান এবং শান্ত- বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিতে ওই বিদেশি ছাত্রের দুটি নাম পাওয়া গিয়েছে। যা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে ওই ছাত্র ভারতীয় নাগরিকত্বের নথি তৈরি করেছেন কি না তাও তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। শান শিবমন্দির এলাকায় ভাড়া থাকেন। অথচ নথি বলছে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ির সুকান্তপল্লি শাখায় তাঁর নামে অ্যাকাউন্ট রয়েছে।

মঙ্গলবারই শান সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তারপর থেকেই 'উধাও' হয়ে গিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার দিনভর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। জয়েন্ট রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, মোবাইলে ফোন করা হয়েছে, মেসেজ পাঠানো হয়েছে, কিন্তু উত্তর দেননি শান। শিবমন্দির এলাকায় যেখানে ভাড়া থাকেন ওই ছাত্র সেখানে লোক পাঠিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তারপরই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে শানকে তাঁর দপ্তরে সশরীরে হাজির হওয়ার জন্য লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। নির্দিষ্ট সময়ে হাজির না হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হতে পারে বলেও জানিয়েছেন স্বপন। ইতিমধ্যেই গেস্ট ফ্যাকাল্টির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে শান-এর নাম।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের পর মঙ্গলবার তদন্তের জন্য মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান বরুণ রায়কে ডেকে পাঠান জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। শেষ তিন বছরে সংশ্লিষ্ট বিভাগের গেস্ট ফ্যাকাল্টি সংক্রান্ত যাবতীয় নথি চেয়ে পাঠানো হয়। যাচাই করা হয় অর্থ দপ্তরের নথিও। বরুণের কাছে থাকা নথিপত্র খতিয়ে দেখেন কলা বিভাগের ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়ও। জয়েন্ট রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, সব জেনেও ছাত্র ভিসায় আসা শানকে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল মাস কমিউনিকেশনের ডিপার্টমেন্টাল কমিটি। তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দেবাশিস দত্ত গেস্ট ফ্যাকাল্টির জন্য অনুমোদন দিয়েছিলেন। এদিন নথি যাচাইয়ের পর দেখা গিয়েছে যে, শান বর্তমানে উইমেন স্টাডিজ বিভাগের একজন ছাত্র। সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের আরও বড় গাফিলতি সামনে এসেছে।

তবে একের পর এক আইন ভেঙে বিদেশি ছাত্রকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হলেও মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কেন পদক্ষেপ হল না সেই প্রশ্ন উঠেছে সব মহলেই। জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের কথা, 'কোনও আইনেই ওই বিদেশি ছাত্রকে গেস্ট ফ্যাকাল্টি করা যায় না। এটা ঠিক, গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে ওই ছাত্রের নামে অর্থ দপ্তরে বিল জমা হয়েছে। আমরা তদন্ত শুরু করছি। বিভাগীয় প্রধানকে সতর্ক করা হয়েছে। তিনি লিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেটা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ হবে। ছাত্রটি ভিসা, পাসপোর্ট নিয়ে হাজির না হলে ওকে পরবর্তী কোনও পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না এবং আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দেবাশিস দত্ত অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি যাবতীয় দায় চাপিয়েছেন মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধেই। দেবাশিসের কথা, 'আমি ফ্যাকাল্টি নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছিলাম। তবে সেই পদে কাকে নেওয়া হবে, তাঁর যোগ্যতা আছে কি না বা তিনি ভারতীয় না বাংলাদেশি সেসব দেখে নেওয়ার দায়িত্ব বিভাগীয় প্রধানের। বিভাগীয় প্রধান কর্তৃপক্ষকে অন্ধকারে রেখে বেআইনি কাজ করেছেন। আমি রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে থাকলে তাকে শোকজ করে পদক্ষেপ করতাম।'

বরুণ এদিন নতুন তথ্য দিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'গ্র্যাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট' হিসাবে নাকি তিনি শানকে কাজে লাগিয়েছিলেন। যদিও ওই ধরনের কোনও পদের অস্তিত্ব নেই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওই পদের কথা জানেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতেও ওই পদ অনুমোদিত নয়। তাহলে কোন উদ্দেশ্যে মনগড়া পদ তৈরি করে শানকে শিক্ষক বানানো হল তার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বরুণ।

(শেষ)

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

ভাড়ার অ্যাকাউন্টে অবৈধ লেনদেন

কুমারগঞ্জ-পতিরামে পুলিশের জালে ৩

সুবীর মহন্ত ও বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

বালুরঘাট ও পতিরাম, ১০ জুন : গ্রামবাসীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে চলত অবৈধভাবে টাকার লেনদেন। ভিনরাজ্য থেকে টাকা ঢুকত পতিরাম ও কুমারগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের ওইসব অ্যাকাউন্টে। হাত বদলে সেই টাকা পৌঁছে যেত কোনও অপরাধচক্রের পান্ডাদের কাছে। সোমবার রাতে পতিরামের একটি মিষ্টির দোকান থেকে এক তরুণ ও কুমারগঞ্জ থেকে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের জেরা করে এমনই বিস্ফোরক তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, এই তরুণরা গ্রামবাসীদের আর্থিক টোপ দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে সেগুলি ভাড়া দিচ্ছে। এই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাইবার অপরাধীরা। এভাবেই দেশ-বিদেশে টাকা গ্রামবাসীদের অ্যাকাউন্ট হয়ে অপরাধচক্রের হাতে চলে যাচ্ছে। এই চক্রের সদস্যরা প্রায় ৩০০টি এমন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করত বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ। ধৃতদের সঙ্গে গুজরাট, দিল্লি, মুম্বই যোগ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মোমিনুর মণ্ডল (২৮), জুয়েল সরকার (২৬) ও বুলবুল হোসেন মণ্ডল (৩৪)। ভিনরাজ্যে প্রতারণার একাধিক অভিযোগ রয়েছে মোমিনুরের বিরুদ্ধে। বালুরঘাট সাইবার ক্রাইম থানা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ সোমবার রাতে কুমারগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পায়। তাদের কাছ থেকে ৮টি সিম কার্ড, ৬টি অ্যান্ড্রয়েড ফোন, ৩৩ এটিএম কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছে বালুরঘাট সাইবার ক্রাইম থানা। ওই তিন তরুণকে বালুরঘাট আদালতের মাধ্যমে পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।

ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'দেশের বিভিন্ন এলাকার বেশ কয়েকটি মামলায় নাম জড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের। দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন মানুষের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সাইবার অপরাধের ঘটনা ঘটছে। ওই মামলার তদন্তে নেমে সোমবার কুমারগঞ্জের তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে সিম কার্ড, এটিএম কার্ড, মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। তারা বিভিন্ন মানুষের অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে এই আর্থিক প্রতারণাগুলি চালাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে আরও কারা জড়িত আছে, তা খুঁজছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গরিব মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ও টাকার প্রলোভন দিয়ে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি ভাড়ায় নিচ্ছে সাইবার অপরাধীরা। ধৃতদের জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তারা ৩০০টি অ্যাকাউন্ট বানিয়ে কাজকর্ম চালাচ্ছিল। এই অ্যাকাউন্টগুলি থেকে ঠিক কত টাকা লেনদেন হয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই অ্যাকাউন্টগুলির ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করে আর্থিক লেনদেনের তথ্য জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

এগোচ্ছে তদন্ত

- ৩০০টি অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে অবৈধ আর্থিক লেনদেন চলছিল
- ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে কোথা থেকে টাকা ঢুকেছে, সেই খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ
- সেই টাকা কোথায় ব্যবহার করা হত, তাও জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা

কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত

পতিরাম, ১০ জুন : বিএসএফ সোমবার রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ঠাকুরপুরা গ্রামে অভিযান চালায়। ১২০ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই কাফ সিরাপের মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। ওই কাফ সিরাপ বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এ কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে বিএসএফ রানা দাস এবং অর্জুন মাহাতোকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হিলির খারুশ এলাকার বাসিন্দা। পরে দুজনকে পতিরাম থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের তৎপরতায় গত এক মাসে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন স্থান থেকে ৪২টি গবাদিপশু, ৯৭৩৪ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর মোট মূল্য প্রায় ৩৮ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৯২ টাকা।

রক্তদান শিবির

বৈষ্ণবনগর, ১০ জুন : মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের মালদা শাখার উদ্যোগে ও কালিয়াচক-৩ ব্লক কমিটির ব্যবস্থাপনায় একটি রক্তদান শিবির হল। বৈষ্ণবনগরে কালিয়াচক-৩ ব্লক অফিসে ওই শিবিরটি হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন মালদা শাখার জেলা সভাপতি চিরঞ্জীব মিশ্র, কালিয়াচক-৩ ব্লক সভাপতি আব্দুল মাবুদ, জেলা পরিষদ সদস্য পরিতোষ সরকার প্রমুখ।

অপরদিকে গরমের কারণে বিভিন্ন হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে রক্তের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। সেই কথা মাথায় রেখে এদিন পারদেওনাপুর শোভাপুরে দৌলতহাটে সেবা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির হল। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ও কালিয়াচক-৩ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আজিজুল হক।

জোড়া মৃত্যু

বহরমপুর, ১০ জুন : কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে ছুটি কাটাতে আসাই কাল হল দুই খুড়তুতো ভাইয়ের। ইদের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসে নদীতে স্নান করতে নেমে ডুবে মৃত্যু হল ওই দুই ভাইয়ের। পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম হুমায়ুন শেখ (২৩) ও আসলাম শেখ (১৫)। এদিন ঘটনায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে মুর্শিদাবাদের লালগোলা এলাকায়। টালিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা গোলাব শেখ। তিনি সপরিবারে ইদে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। তাঁর বাড়ি থেকে ভাগীরথী নদী কয়েকশো মিটার দূরে। খুড়তুতো ভাই আসলামকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে স্নান করতে যান হুমায়ুন। সেই সময় গভীর জলে তলিয়ে যায় দুজন।

সাপের আতঙ্ক

মানিকচক, ১০ জুন : সাপের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন মানিকচক থানার কিষনপুরের গ্রামবাসী। স্থানীয়রা জানান, গত দশদিন ধরে ফুলহর নদীর বাঁধের পাশে একটি বট গাছের নীচে রয়েছে চন্দ্রবোড়া সাপ। এবিষয়ে স্থানীয় কালীপদ প্রামাণিক বলেন, 'সাপের বিষয়টি স্থানীয় বন সহায়ককে জানিয়েছি। কিন্তু তাঁরা কোনও পদক্ষেপ করেননি।' মানিকচক বন বিভাগের আধিকারিক এবিষয়ে যথাযথ খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

শ্রমিককে অপহরণ

কুমারগঞ্জ, ১০ জুন : ঠিকাদারের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন এক পরিযায়ী শ্রমিক। ঋণের টাকা শোধ দিতে না পারায় ওই পরিযায়ী শ্রমিক কুমারগঞ্জের ডাঙ্গারহাট এলাকার বাসিন্দা আসরাদুল মণ্ডলকে অপহরণ করেছিল চার দুষ্কৃতী। তবে মাঝপথেই ওই পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধারের পাশাপাশি চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, আসরাদুলের অপহরণের বিষয়টি জানার পরই দ্রুততার সঙ্গে নির্দিষ্ট একটি গাড়ির পিছুধাওয়া করে পুলিশ। একটা সময় গাড়িটি ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে বুঝতে পেরে ধাওয়া করা পুলিশ জিপটির থেকে বিষয়টি জানানো হয় গঙ্গারামপুর ব্লকের ফুলবাড়ি ট্রাফিক পুলিশকে। ফুলবাড়ি আসতেই গাড়িটি আটকায় ট্রাফিক পুলিশ। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পৌঁছায় পুলিশের জিপটি। এরপরেই ওই পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয় অপহরণের সঙ্গে যুক্ত মোক্তার আলি, হজরত আলি, রেজাউন মণ্ডল ও জামিউল মণ্ডলকে। কী কারণে অপহরণ, পিছনের মাথা কে, সমস্তটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কটুকথায় যুযুধান

প্রথম পাতার পর

অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রস্তাবের ওপর ভাষণে আগাগোড়া আক্রমণাত্মক ছিলেন বিরোধী দলনেতা।

প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ না থাকায় প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'ভারতমাতা যখন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তখন আমাদের বীর সেনারা একশো কিলোমিটার ঢুকে জঙ্গি নিকেশ করেছে। সবাইকে ধন্যবাদ।' মমতা পালটা বলেন, 'সেনাবাহিনীর কৃতিত্বের সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।' আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল তখন কিছু বলার চেষ্টা করলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনি ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে কথা বললে শুনব। কিন্তু রাজনীতির জ্ঞান দেবেন না। দু'দিনের রাজনীতি করছেন। আপনার কীর্তিকলাপ আমি সব জানি।'

এতে যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা নিয়ে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিরোধী দলনেতা। মমতা না থেমে ভাষণ চালিয়ে যান। শুভেন্দুকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে থাকেন, 'এমন বিরোধী দলনেতা দেখিনি। দেশের লজ্জা। এরা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সামান্য ভদ্রতা জানেন না। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলেন। সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী দল একটা।'

বিজেপি বিধায়করা পালটা স্লোগান শুরু করলে মমতা কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তিনি বলেন, 'পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করার এটা সুযোগ ছিল। আমরা দখল করতে পারতাম। ভারত সরকার আরও স্ট্রং রোল প্লে করুক। অপদার্থ বিজেপি দেশের সর্বনাশ করেছে।' তিনি প্রশ্ন তোলেন পহলগামের খুনিরা কেন গ্রেপ্তার হল না?'

পহলগামের ঘটনার পরও আইএমএফের পাকিস্তানকে ১০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেওয়াটা ভারতের ব্যর্থতা বলে অভিযোগ শানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহলে কি ভারতের কূটনৈতিক সিদ্ধান্তে কোনও ফাঁক থেকে যাচ্ছে? পাকিস্তানকে এক্ষেত্রে কেন চাপে রাখা গেল না?' বিরোধী দলনেতা পালটা বলেন, 'যাঁরা এখানে থেকে পাকিস্তানের কথা বলে, আমাদের লড়াই তাঁদের বিরুদ্ধে। যাঁরা এখানে জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন করেন, আমাদের লড়াই তাঁদের বিরুদ্ধে।'

এই সময় তৃণমূলের কয়েকজন বিধায়ক চিৎকার শুরু করলে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাসের নির্দেশে তাঁরা বসে যান। প্রায় ২ ঘণ্টা আলোচনার পর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয়।

যাত্রীদের বাঁচালেন

প্রথম পাতার পর

তাই চলন্ত ট্রেনে আগুন দেখে ওইরকম জীবন বাজি রেখে চালককে হাত নেড়ে ইশারা করতে করতে রেললাইন বরাবর দৌড়েছি। ট্রেনটাকে থামাতে না পারলে আজ বড়সড়ো বিপদ হয়ে যেত।'

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ দিল্লি থেকে রাধিকাপুর স্টেশনে এসে পৌঁছায় ২২ বগির আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস। দু'ঘণ্টা না যেতেই এদিন ওই একই ট্রেন ফের সকাল ১১টা ৫ মিনিটে রাধিকাপুর স্টেশন থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়। স্টেশন ছেড়ে কয়েক কিলোমিটার পার হতেই এদিন এই বিপত্তি ঘটে।

রেল সূত্রের খবর, সীমান্ত স্টেশন রাধিকাপুরে টেকনিকাল কর্মী রয়েছেন মাত্র তিনজন। ফলে দূরপাল্লার ট্রেনগুলোর প্রযুক্তিগত রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখভাল ঠিকমতো হয় না বলে অভিযোগ। এদিন আনন্দ বিহার এক্সপ্রেসে আগুন লাগার ঘটনা সামনে আসতেই ট্রেনের যাত্রী সুরক্ষা ও প্রযুক্তিগত রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই বিষয়ে অবশ্য রেলের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এদিন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমারকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

রাধিকাপুর রেলওয়ে উন্নয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য তথা রথীন্দ্রনাথ গুহ বলেন, 'দিল্লি, কলকাতার মতো দূরপাল্লার ট্রেন ছাড়ে রাধিকাপুর স্টেশন থেকে। কিন্তু পরিকাঠামোর দিক থেকে এই স্টেশন যথেষ্ট দুর্বল। প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞ কর্মীর সংখ্যাও কম। ফলে দূরপাল্লার ট্রেনে যান্ত্রিক ত্রুটি হলে তা মেরামত বা ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হয় না বললেই চলে। আগামী মিটিংয়ে বিষয়টি আমি অবশ্যই তুলে ধরব।'

যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে রেলের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ উঠলেও এদিন রহিমুদ্দিনের বীরগাথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে কালিয়াগঞ্জজুড়ে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে হাজির হয়ে দলের পক্ষ থেকে রহিমুদ্দিনকে সংবর্ধনা দেন কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিতাই বৈশ্য সহ দলীয় নেতারা।

আবর্জনায় মৃতদেহ

বহরমপুর, ১০ জুন : মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা এলাকায় বাড়ির পাশের আবর্জনার স্তূপ থেকে গৃহকর্তার দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম আলতাব শেখ (৫৬)। পরিবারের সদস্যদের দাবি, আলতাবের স্ত্রী স্বামীকে খুন করিয়ে দেহ লোপাটের চেষ্টা করেছে। প্রতিবেশীদের একাংশের অভিযোগ, গোবরা এলাকার এক বাসিন্দার সঙ্গে ওই মহিলার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আলতাব সেই সম্পর্কের কথা জেনে ফেলায় তাঁকে খুন করা হয়। ওই মহিলা এবং ওই ব্যক্তি দুজনেই বর্তমানে পলাতক। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে এবং পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে ভগবানগোলার এসডিপিও বিমান হালদার জানিয়েছেন।

কাটা পড়ল আঙুল

তপন, ১০ জুন : ট্রেনের ধাক্কায় ডান হাতের চারটি আঙুল কাটা গেল এক তরুণীর। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে তপন ব্লকের হজরতপুর-৩ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মালঞ্চা স্টেশনে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই স্টেশন চত্বরে এক তরুণী ও তাঁর প্রেমিকের মধ্যে বিবাদ বাধে। তারপর সেই তরুণী আত্মহত্যার জন্য রেললাইনে ঝাঁপ দেন। সেই সময় লাইন চেক করার জন্য ডেমো ট্রেন যাচ্ছিল। সেই ট্রেনের চালক ওই তরুণীকে দেখতে পেয়ে ব্রেক কষে ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে দেন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা সেই তরুণীকে উদ্ধার করে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানেই ওই তরুণী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

লক্ষ্য করে বোমা

প্রথম পাতার পর

যদিও দলের একাংশের যুক্ত থাকা পুরো ভিত্তিহীন অভিযোগ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। তিনি বলেন, 'জেলায় প্রতিনিয়ত বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়, বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল নেত্রীর উপরে আক্রমণ করছে? এটা বিশ্বাসযোগ্য? এসব মিথ্যে কথা। আসলে এসব তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। কাজ ও টেন্ডারের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।'

গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি শংকর সরকার অবশ্য ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'উর্মিলা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, কর্মাধ্যক্ষ সহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে দমিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করছি। দলের একাংশের যুক্ত থাকার ব্যাপারে তিনি কী বলেছেন সেটা তাঁর ব্যাপার।' তৃণমূল নেত্রীর স্বামী বকুল সরকারের কথায়, 'পাঁচজন দুষ্কৃতীর মধ্যে দুজনকে আমিও চিনতে পেরেছি। তারা বিজেপি কর্মী। নাম দিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।' স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু রায় বলেন, 'রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ দু'বার বিকট শব্দ হয়। সেই সঙ্গে চিৎকারও শুনতে পেয়ে বাইরে বেরিয়ে বোমা বিস্ফোরণের বিষয়টি বুঝতে পারি। এই ঘটনার পর আতঙ্কে রয়েছি আমরা।'

মারধরের অভিযোগ

পতিরাম, ১০ জুন : পতিরাম থানার শরণগ্রামে তাঁর জমিতে জোর করে দোকান তৈরির চেষ্টার প্রতিবাদ করায় মারধরের শিকার হয়েছিলেন পুতুল দাস। মঙ্গলবার ওই মহিলা থানায় গিয়ে পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। মহিলার অভিযোগ, গত রবিবার অভিযুক্ত অখিল মণ্ডল সহ আরও কয়েকজন তাঁর জমিতে জোর করে দোকান নির্মাণের চেষ্টা করেছিল। ঘটনার প্রতিবাদ করায় তাঁর ওপর হামলা করা হয়।

গ্রেপ্তার এক

বহরমপুর, ১০ জুন : অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ধরা পড়ল এক অনুপ্রবেশকারী। ঘটনায় মঙ্গলবার শোরগোল পড়ে মুর্শিদাবাদের লালগোলা এলাকায়। ধৃতের নাম রুহুল আমিন। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা রুহুল সীমান্ত অতিক্রম করে লালগোলার আটরশিয়া এলাকায় হাজির হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

অসহ্য গরমে

প্রথম পাতার পর

মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

জোত আরাপুর পরেশনাথ হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ এদিন স্কুলে উপস্থিত পড়ুয়াদের গ্লুকোজ জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। বৈষ্ণবনগরের অন্যান্য স্কুল ও মাদ্রাসাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও দ্রুত একই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে। জোত আরাপুর পরেশনাথ হাইস্কুলের প্রবীণ শিক্ষক কিরীটী রায় বলেন, 'এই অস্বাভাবিক গরমে শিশুদের সুস্থ রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের সুস্থ রাখা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। প্রতিটি ক্লাসের জন্য গ্লুকোজ জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।' স্কুল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগে তারা খুবই খুশি বলে রাকেশ হালদার, রুদ্র মণ্ডল, আকাশ শেখল, রবিউল শেখের মতো পড়ুয়ারা জানিয়েছে। অভিভাবক মমতাজ বেগম, স্থানীয় বাসিন্দা সফিকুল ইসলামের মতো অনেকেই স্কুল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

অভিযুক্ত দলেরই উপপ্রধান

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুন

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১০ জুন : তৃণমূল কর্মী বাবলু শেখ (৫৩)-এর খুনে অভিযোগের আঙুল উঠল দলেরই নেতা এবং গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কারু শেখের দিকে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের গিরিয়া এলাকায়। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় রয়েছে পুলিশ পিকেট।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় সিপিএম করলেও বর্তমানে এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত বাবলু। কিন্তু উপপ্রধান কারু এবং তার অনুগামীরা বাবলুকে প্রথম থেকেই মেনে নিতে পারছিল না। লোকসভা ভোটে এলাকায় জোটপ্রার্থী ভোট পাওয়ায় তাদের রাগ গিয়ে পড়ে বাবলুর ওপর। বাবলুর অন্তর্ঘাতে তৃণমূল পিছিয়ে পড়ে বলে তাদের ধারণা। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের পর বাবলু এবং তাঁর গোষ্ঠীর সদস্যদের ওপর হামলার চেষ্টা হয়। ওই ঘটনার পর থেকেই কারুর দলবলের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতেন বাবলু। গ্রামে ঢুকতেন লুকিয়ে। ইদ উপলক্ষ্যে আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে গ্রামে ফিরেছিলেন বাবলু এবং তাঁর অনুগামীরা। এলাকায় তাঁদের দেখতে পেয়ে নতুন করে পারদ চড়তে শুরু করে। অভিযোগ, বাবলুকে একা পেয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর উপর হামলা চালায়। বুকে মাথায় লোহার রড দিয়ে এলোপাতাড়ি পেটানো হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বাবলু। গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতের ভাইপো জামিরুল শেখের অভিযোগ, পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের সময় গ্রামের প্রায় একশোটি ভোট গিয়েছিল কংগ্রেসের দিকে। ওই ঘটনার পর থেকেই তৃণমূলের একটি গোষ্ঠীর ভয়ে দলেরই সমর্থক কয়েকটি পরিবার ঘরছাড়া। বাবলু শেখ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে। বাবলুর পরিবারের তরফে থানায় উপপ্রধান কারু সহ ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে ঘটনার পর থেকেই কারুর ফেরার। তার ভাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেছেন রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামান।

রাস্তায় জল, দুর্ভোগ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১০ জুন : নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে পাড়ার রাস্তার ভেতরে জল জমে থাকছে। বর্ষাকাল এলে তা আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। অল্প বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের তুলসীহাটা সদরের নয়াটোলা এলাকার এমনই অবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ তালিমের কথায়, 'কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল। তারপর রোদ উঠে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পাড়ার মধ্যে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার জন্যই এমন অবস্থা।' পঞ্চায়েত প্রধান সুমা খাতুনের বক্তব্য, 'নয়াটোলা এলাকায় নিকাশি নিয়ে দুই জায়গায় সমস্যা ছিল। এর মধ্যে এক জায়গায় সমাধান হয়েছে। এনিয়ে ব্লক পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। তাড়াতাড়ি ওই সমস্যার সমাধান করা হবে।'

ফাইনালে ভারতকে মিস করছেন কামিন্স

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাবি লড়াই

লন্ডন, ১০ জুন : রাত ফুরোলেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল।

মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা। চোকার্স বদনাম ঝেড়ে যখন প্রথম ফাইনালে বাজিমাতের স্বপ্নে বিভোর প্রোটিয়া ব্রিগেড, অজিদের সামনে তখন দ্বিতীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবের হাতছানি। ক্রিকেট-মক্কায় যে মহারণে নামার আগে কিছুটা অবাক করেই ভারতকে মিস করছেন প্যাট কামিন্স।

ফাইনালের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা।

গতবার ২০২৩ সালে ওভালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ক্যাঙারু ব্রিগেড। এবারও নাকি ভারতকেই খেতাবি যুদ্ধে আশা করেছিলেন! কামিন্সের কথায়, সবচেয়ে ভাবাচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খুব বেশি ম্যাচ না খেলা। যুক্তি, প্রতিপক্ষ শিবিরে অনেকেই তাঁদের কাছে নতুন। ফাইনালের ভাবনায় অভিজ্ঞ বোলিং ব্রিগেড ইংল্যান্ডও বেশ শক্তিশালী। নিউজিল্যান্ডও ফাইনালে ওঠার অন্যতম দাবিদার ছিল। তবে তাঁরা মনে করেছিলেন, আরও একটা ভারত-অজি ফাইনাল হতে চলেছে। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা।

প্রতিপক্ষকে অবশ্য হালকাভাবে নিচ্ছেন না। কেশব মহারাজের স্পিন-অস্ত্রকে সমীহ করছেন। আছেন কাগিসো রাবাদা, মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডির মতো বোলার। তবে তুরুপের তাস অজিদের। মূল চার বোলার কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, নাথান লায়োন-প্রত্যেকের পকেটে আড়াইশো প্লাস উইকেট। ক্রিকেট ইতিহাসে যার নজির নেই।

ব্যাটিং কম্বিনেশনে বড় পরিবর্তন। স্যাম কনস্টাসকে সরিয়ে ওপেনিংয়ে মার্নাস লাবুশেন। ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পর স্টিভেন স্মিথ সহ একাধিক ক্রিকেটার ওপেন করলেও সেই পথে হাঁটেননি লাবুশেন। সেই কিনা ফাইনালে উসমান খোয়াজার ওপেনিং পার্টনার। মূলত ক্যামেরন গ্রিনের সঙ্গে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারকে রাখতে গিয়েই টপ অর্ডারে রদবদল।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল আজ

অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : লর্ডস, লন্ডন
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

প্রশ্ন উঠছে কামিন্সদের যে ভাবনা নিয়ে। তবে নতুন পার্টনারকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী খোয়াজা। বলেছেন, 'আমার মতে ব্যাটারদের জন্য ওপেনিং সবচেয়ে ভালো জায়গা। আমি নিজেও খুশি। আমি নিশ্চিত, মার্নাসও খুশি হবে এই দায়িত্ব পেয়ে। ও নিয়মিত তিন নম্বরে খেলে। ফলে ওপেনিংয়ে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না ওর।'

কাজ সহজ নয়। শুরুতেই রাবাদার নতুন বল খেলার চ্যালেঞ্জ। মাদক সেবন বিতর্ক ঝেড়ে ফেলে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে রাবাদার জন্য দুর্দান্ত মঞ্চ হতে চলেছে। তবে মাদক সেবন কাণ্ড লর্ডস দ্বৈরথে যে তাড়া করবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বিশেষত, উলটোদিকে যখন স্লেজিংকে একদা শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া অস্ট্রেলিয়া।

কামিন্স অবশ্য মুখে নয়, বাইশ গজের দ্বৈরথেই যুদ্ধটা জেতার পক্ষপাতী। দাবি করেছেন, স্লেজিং তাঁদের হাতিয়ার নয়। যদি ম্যাচে বিষয়টি (মাদক সেবন কাণ্ড) কোনওভাবে সামনে চলে আসে, অবাকই হবেন। তবে পালটা হাতিয়ার হিসেবে 'স্যান্ডপেপার' কাণ্ড (বলবিকৃতি) রয়েছে প্রোটিয়া ব্রিগেডের কাছেও।

অতীত পরিসংখ্যান বলছে, নিরপেক্ষ মাঠে তিনটি টেস্ট খেলেছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯১২ সালে হওয়া যে তিন ম্যাচে অজিদের পক্ষে স্কোরলাইন ২-০। যার মধ্যে লর্ডসে জয় রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা কোচ সুকরি কনরাডের চোখ অবশ্য বর্তমানে। পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ। ফলাফলের জন্য আগামী কয়েকদিন চোখ থাকবে ক্রিকেট-মক্কা লর্ডসে।

অনুশীলনের ফাঁকে স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে রসিকতায় স্টিভেন স্মিথ।

'হল অফ ফেম' সম্মানে খুশি মাহি

ওর হাত পকেটমারের চেয়েও দ্রুত : শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ৬ বছর পর আইসিসি-র 'হল অফ ফেম'-এ জায়গা পেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ভারতীয় ক্রিকেটের সফলতম অধিনায়ক। ১৭ হাজারের বেশি আন্তর্জাতিক রানের মালিক। উইকেটকিপার হিসেবে ক্ষিপ্রতা। মাহির যে ফেলে আসা বর্ণময় কেরিয়ারকে অবশেষে স্বীকৃতি জানাল ক্রিকেট বিশ্বের নিয়ামক সংস্থা।

'ক্যাপ্টেন কুল'-এর সম্মানে উচ্ছ্বসিত রবি শাস্ত্রীও। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচ অধিনায়ক ধোনি, ব্যাটার ধোনির পাশাপাশি তুলে ধরলেন উইকেটকিপার ধোনির কথা। প্রশংসা করতে গিয়ে পকেটমারের সঙ্গে মজার তুলনা টানলেন! জানান, ধোনি পিছনে থাকা মানে পকেট নিরাপদ নয়। মানিব্যাগ গায়েব হয়ে যেতে পারে। ঘুণাক্ষরে টের পাবে না।

ইয়ান বিশপের সঙ্গে কথোপকথনের সময় মাহির প্রশংসায় মজা করে শাস্ত্রী বলেছেন, 'ওর হাত পকেটমারের চেয়েও দ্রুত। ধরো কোনও বড় ম্যাচ, বিশেষত তা যদি হয় আহমেদাবাদে। তোমার পিছনে ধোনি থাকা মানে নিরাপদ নয় পকেট। ওয়ালেট গায়েব হয়ে যেতে পারে।' যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার মাহি-গুণের কথাও তুলে ধরেন। শাস্ত্রীর কথায়, শূন্য রানে আউট হোক বা বিশ্বকাপ জিতুক, মাহির শরীরী ভাষা প্রায় এক থাকে। সেঞ্চুরি বা দ্বিশতরানেও যা বদলায় না

ধোনি নিজেও খুশি 'আইসিসির হল অফ ফেম'-এ জায়গা পেয়ে। প্রতিক্রিয়ায় এমএস বলেন, 'আমার জন্য বিশাল সম্মান। খেলোয়াড়দের ক্রিকেটের প্রতি অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এভাবে। বিশ্বসেরাদের সেই তালিকায় জায়গা পাওয়া বিশেষ অনুভূতি আমার কাছে। সারাজীবন এই সুখানুভূতিটা থেকে যাবে।' ধোনি ভারতের একাদশতম ক্রিকেটার যিনি এই সম্মান পেলেন। বাকি প্রাপকরা হলেন সুনীল গাভাসকার, বিষেণ সিং বেদি, কপিল দেব, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকার, ভিনু মানকড়, ডায়না এডুলজি, বীরেন্দ্র শেহবাগ, নীতু ডেভিড।

আইসিসি হল অফ ফেমে জায়গা পাওয়ার পর মহেন্দ্র সিং ধোনিকে অভিনন্দন ঝাড়খণ্ড রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি অজয় নাথ শা দেও-র।

হল অফ ফেমে বাকি ভারতীয়রা

সুনীল গাভাসকার, বিষেণ সিং বেদি, কপিল দেব, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকার, ভিনু মানকড়, ডায়না এডুলজি, বীরেন্দ্র শেহবাগ, নীতু ডেভিড।

শচীনের পথে রুতুরাজ

লন্ডন, ১০ জুন : চোটের জন্য আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ার পরও জায়গা পাননি ভারতের টেস্ট দলে। কিন্তু শুভমান গিলের দল ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ খেলার সময়, সেখানেই থাকবেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ভারতের অন্যতম সেরা ব্যাটারকে সই করিয়েছে জিওফ্রে বয়কটের ক্লাব ইয়র্কশায়ার। তাঁদের হয়ে ওয়ান ডে কাপ এবং কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ খেলবেন তিনি। সব ঠিক থাকলে ইয়র্কশায়ারের হয়ে সারের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলার কথা রুতুরাজের।

রুতুরাজ জানিয়েছেন, অনেক দিন ধরেই তিনি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। অন্যদিকে, ইয়র্কশায়ার কর্তৃপক্ষও স্বাগত জানিয়েছে তাঁকে। উল্লেখ্য, এর আগে এই ক্লাবের হয়ে খেলেছিলেন শচীন তেন্ডুলকার। এখন দেখার রুতুরাজ এই ক্লাবের হয়ে খেলতে নেমে কতটা সফল হতে পারেন।

জরিমানা অশ্বীনের

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন : তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে (টিএনপিএল) বিশৃঙ্খলার জন্য জরিমানা করা হল রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে। জরিমানাস্বরূপ ডিন্ডিগুল ড্রাগনের অধিনায়ক অশ্বীনের থেকে ম্যাচ ফি-র ৩০ শতাংশ কাটা হয়েছে।

গত ৮ জুন ড্রিম তিরুপ্পুর তামিঝানসের বিরুদ্ধে ম্যাচে রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোরকে সুইপ করতে গিয়ে লেগবিফোর হন অশ্বীন। যদিও সিদ্ধান্তে নারাজ হয়ে মহিলা আম্পায়ারদের সঙ্গে মাঠেই তর্ক জুড়ে দেন। ক্ষুব্ধ অশ্বীনকে দেখা যায় ব্যাট, গ্লাভস ডাগআউটে ছুড়ে দিতে। অখেলোয়াড়োচিত আচরণের জন্য তিরিশ শতাংশ জরিমানা।

হেডেনের 'বাজি' কুলদীপ

তরুণ ভারতকে নিয়ে সতর্ক করছেন জিমি

লন্ডন, ১০ জুন : পালাবদলের পর্বে ভারতীয় ক্রিকেট।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা-পরবর্তী যুগে ২০ জুন তরুণ ভারতীয় ব্রিগেডকে নিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনার অপেক্ষা। শুরুটা ইংলিশ কন্ডিশনে। চ্যালেঞ্জ তাই একটু বেশিই কঠিন। আশা-নিরাশার দোলাচল থাকলেও শুভমান গিলের তরুণ ভারতীয় টেস্ট দলকে গুরুত্ব দিচ্ছেন জেমস অ্যান্ডারসন।

আসন্ন সিরিজের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে (শচীন) তেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসনের নামে। ইংল্যান্ডের সেই কিংবদন্তি পেসারের মতে, বিরাট-রোহিতরা না থাকলেও দল হিসেবে যথেষ্ট শক্তিশালী ভারত। ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজে যে উত্তেজনা, সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর দেখা যায়, তা বজায় থাকবে আসন্ন দ্বৈরথেও। বাইশ গজে ব্যাট-বলের দ্বৈরথে পারদ কমবে না।

উত্তেজক সিরিজের ভবিষ্যদ্বাণী করে অ্যান্ডারসন বলেছেন, 'বিরাট, রোহিতের অবর্তমানে সিরিজে ভারতীয় দলের চেহারায় বদল ঘটছে। তারপরও কিন্তু ওরা বেশ শক্তিশালী। বেশ কিছু দুর্দান্ত ক্রিকেটার রয়েছে। অপরদিকে, ইংল্যান্ডের নিজস্ব খেলার ধরন রয়েছে। সব মিলিয়ে উত্তেজক সিরিজের অপেক্ষায়।'

এদিকে, ম্যাথু হেডেন আবার কুলদীপ যাদবকে নিয়ে বড় দাবি করলেন। কিংবদন্তি অজি ওপেনারের মতে, টেস্ট জিততে কুড়ি উইকেট দরকার। আর যে লক্ষ্য পূরণে জসপ্রীত বুমরাহ নয়, তাঁর বাজি ভারতের চায়নাম্যান বোলার। ইংল্যান্ডের মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার প্রায় শূন্য কুলদীপের। ২০১৮ সালের সফরে একটি মাত্র টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। যে টেস্টে উইকেটহীন ছিলেন। দুই ইনিংসে ব্যাটিং করে রানের খাতা খুলতে পারেননি।

অবশ্য মাঝের সময়ে অনেক কিছু বদলেছে। চোট সারিয়ে ফেরা কুলদীপ ২.০ ভার্সন অনেক বেশি ধারালো। তাছাড়া রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরে এবার বাড়তি সুযোগের হাতছানি। গৌতম গম্ভীরদের সেই পরামর্শ দিচ্ছেন হেডেন। জানান, চোখ বন্ধ করে ২০ জুন হেডিংলেতে শুরু প্রথম টেস্টের দলে রাখা উচিত চায়নাম্যান স্পিনারকে।

টেস্টের জন্য তৈরি হচ্ছেন তরুণ ভারতের নতুন অধিনায়ক শুভমান গিল।

> বিরাট, রোহিতের অবর্তমানে সিরিজে ভারতীয় দলের চেহারায় বদল ঘটছে। তারপরও কিন্তু ওরা বেশ শক্তিশালী। বেশ কিছু দুর্দান্ত ক্রিকেটার রয়েছে। অপরদিকে, ইংল্যান্ডের নিজস্ব খেলার ধরন রয়েছে। সব মিলিয়ে উত্তেজক সিরিজের অপেক্ষায়।
>
> **জেমস অ্যান্ডারসন**

নাথান লায়োনের প্রসঙ্গ টেনে হেডেনের যুক্তি, 'ইংল্যান্ডে ভারতীয় দলের পারফরমেন্স কীরকম হয় দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। কঠিন, মানসিক দৃঢ়তার পরীক্ষাও। আগেও বলেছি, ২০ উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রেও কুলদীপ অন্যতম ফ্যাক্টর হতে পারে ভারতের জন্য। অ্যাসেজে বরাবর প্রভাব ফেলেছে লায়োনের ধারাবাহিকতা। আমার বিশ্বাস, ভারতের হয়ে কুলদীপ সেই কাজ করতে সক্ষম হবে।'

আইসিসি হল অফ ফেমে জায়গা পাওয়ার পর বিশেষ স্মারক হাতে সানা মীর, ড্যানিয়েল ভেত্তোরি, গ্রেম স্মিথ, হাসিম আমলা ও ম্যাথু হেডেন। অনুপস্থিত মহেন্দ্র সিং ধোনি। মঙ্গলবার লন্ডনে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চকে বিদায় পুরানের

পোর্ট অফ স্পেন, ১০ জুন : গত বছরের নভেম্বরে দেশের জার্সিতে শততম টি২০ খেলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, আরও একশোটি টি২০ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিনিধিত্ব করতে চান। কিন্তু ভক্তদের চমকে দিয়ে মাত্র ২৯ বছর বয়সে হঠাৎই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন নিকোলাস পুরান।

সোমবার রাতে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই বিধ্বংসী ব্যাটার লেখেন, 'অনেক চিন্তাভাবনার পর আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সকলের ভালোবাসার এই খেলা আমাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছিল। প্রতিবার ওই মেরুন জার্সিটা পরে মাঠে নামা, জাতীয় সংগীত গাওয়া সহ আরও অনেক এমন স্মৃতি রয়েছে, যেগুলো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।' বিদায়ি পোস্টে পুরান জানিয়েছেন, বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি।

এবারের আইপিএলে বিধ্বংসী ফর্মে ছিলেন পুরান। ১৯৬.২৫ স্ট্রাইক রেটে ৫২৪ রান করার পাশাপাশি টুর্নামেন্টে সবাধিক ছয় (৪০) এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকেই। তবে অধিনায়কত্ব হারানোর পাশাপাশি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টি২০ সিরিজে ছিলেন না বাঁহাতি পুরান। তবে ফর্মে থাকা পুরানকে ধরেই আগামী বছরের কুড়ির বিশ্বকাপের পরিকল্পনা সাজাচ্ছিল ক্যারিবিয়ানরা। কিন্তু হঠাৎ তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের জন্য বড় ধাক্কা।

২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে অভিষেকের পর ৬১টি ওডিআইয়ে ১৯৮৩ এবং ১০৯টি টি২০-তে ২২৭৫ রান করেছেন পুরান। দেশের জার্সিতে কুড়ির ক্রিকেটে সবাধিক ম্যাচ খেলার এবং রানের রেকর্ডও পুরানের দখলে। প্রায় নয় বছরের কেরিয়ারে ১৭টি ওডিআই এবং ২৩টি টি২০-তে দেশের অধিনায়কত্বও করেছেন তিনি। সেই প্রসঙ্গে ওই পোস্টে পুরান লিখেছেন, 'অধিনায়ক হওয়ার যে সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, সেই অভিজ্ঞতা সবসময় আমার হৃদয়ের কাছাকাছি থাকবে।'

কোচের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লেওয়ানডস্কি

ওয়ারশ, ১০ জুন : পোল্যান্ডের জাতীয় শিবিরে যোগ দেননি রবার্ট লেওয়ানডস্কি। কারণ স্পষ্ট না করলেও জানিয়েছিলেন তিনি মানসিকভাবে ক্লান্ত।

শুক্রবার মলডোভার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে খেলেননি। আশা করা হয়েছিল ফিনল্যান্ড ম্যাচের আগে ফিরবেন লেওয়ানডস্কি। কিন্তু কোথায় কী। ফিরলেন তো না, সেইসঙ্গে জাতীয় দলের কোচ মিখাল প্রোবিয়েৎসের বিরুদ্ধে রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন

> পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রোবিয়েৎস কোচ থাকা পর্যন্ত আমি পোল্যান্ড জাতীয় দলে খেলব না। তবে আশা করছি আবারও সমর্থকদের সামনে খেলতে পারব।
>
> **-রবার্ট লেওয়ানডস্কি**

পোলিশ স্ট্রাইকার।

লেওয়ানডস্কি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন প্রোবিয়েৎসের ওপর তিনি আস্থা হারিয়েছেন। প্রোবিয়েৎস যতদিন দায়িত্বে থাকবেন, ততদিন জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপাবেন না লেওয়ানডস্কি। সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রোবিয়েৎস কোচ থাকা পর্যন্ত আমি পোল্যান্ড জাতীয় দলে খেলব না। তবে আশা করছি আবারও সমর্থকদের সামনে খেলতে পারব।'

এই ঘোষণার আগেই ইন্টার মিলানের পিওতর জেলেনস্কিকে নতুন অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নেন পোল্যান্ডের কোচ। মনে করা হচ্ছে তাতেই অসন্তুষ্ট লেওয়ানডস্কি।

স্বস্তির জয় ইতালির, আরও এগোলেন হাল্যান্ডরা

রোম ও তালিন, ১০ জুন : বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে মলডোভার বিরুদ্ধে স্বস্তির জয় ইতালির। অন্যদিকে, এস্তোনিয়াকে হারিয়ে আগামী বছরের বিশ্বকাপ খেলার পথে আরও এক ধাপ এগোল নরওয়ে।

আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডদের কাছে হারের পর লুসিয়ানো স্প্যালেত্তিকে হেড কোচের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন। সেদিক থেকে মলডোভা ম্যাচই ইতালির ডাগআউটে তাঁর শেষ ম্যাচ ছিল। ফিফা ক্রমতালিকায় ১৫৪ নম্বরে থাকা দলটির বিরুদ্ধে ম্যাচটি ০-২ গোলে জিতেছে আজুরিরা। প্রথমার্ধে জিয়াকোমো রাসপাদোরি (৪০ মিনিট) ও দ্বিতীয়ার্ধে আন্দ্রে ক্যাম্বিয়াসো (৫০ মিনিট) গোল দুইটি করেন ইতালির হয়ে। জিতলেও বিদায়বেলায় একরাশ আক্ষেপ শোনা গেল স্প্যালেত্তির মুখে। আজুরিদের বিদায়ি কোচ বলেছেন, 'দলের খেলায় আমি হতাশ। খারাপ লাগছে এই কথা ভেবে যে, আমার পরে যিনি দায়িত্ব নেবেন তাঁর জন্য ভালো দল রেখে যেতে পারলাম না।'

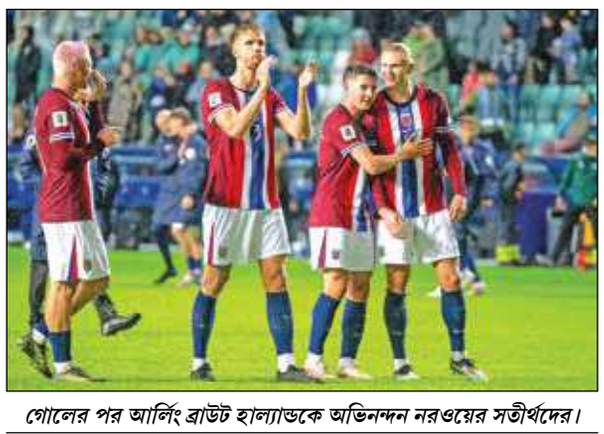

গোলের পর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে অভিনন্দন নরওয়ের সতীর্থদের।

এদিকে, সোমবার রাতে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের অন্য ম্যাচে এস্তোনিয়াকে ০-১ গোলে হারাল নরওয়ে। ৬২ মিনিটে ম্যাচের জয়সূচক গোলটি হাল্যান্ডের। এই জয় আগামী বছর বিশ্বকাপ খেলার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল নিশীথ সূর্যের দেশকে। বাছাই পর্বে চার ম্যাচের চারটিতেই জিতে এই মুহূর্তে গ্রুপ শীর্ষে নরওয়ে।

চ্যাম্পিয়ন এজি বেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুন : এনসিসি আন্তঃ অফিস ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল এজি বেঙ্গল। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-কে হারিয়েছে। প্রথমে ডব্লিউবিএসইডিসিএল ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০২ রান তোলে। জবাবে এজি বেঙ্গল ১৯.২ ওভারে ২ উইকেটে ২০৩ রান তুলে নেয়।

গতির সঙ্গে নিখুঁত বোলিংয়ে জোর প্রণবের

চেন্নাই, ১০ জুন : ভারতীয় ক্রিকেটে উমরান মালিক, মায়াঙ্ক যাদবদের উত্থান উল্কার গতিতে। বিপক্ষ ব্যাটারকে গতিতে পরাস্ত করে শিরোনামে এসেছেন সাম্প্রতিক সময়ে। এবার সেই তালিকায় জুড়তে চলেছে আরও একটি নাম- আরডি প্রণব রাঘবেন্দ্র।

গত রনজি ট্রফিতে তামিলনাড়ুর দলে থাকলেও মাত্র দুটি ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়েছিল। আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বোলিং বিভাগে মূল অস্ত্র হতে পারেন সেই প্রণব। সম্প্রতি প্রস্তুতিতে ১৪৭.৩ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে এই তরুণ তামিল পেসারের বল নজর কেড়েছে। তার প্রশিক্ষকরা বলছেন, খুব তাড়াতাড়িই হয়তো ১৫০-এর মাইলফলকও ছুঁয়ে ফেলবে প্রণব। তা হতে পারে ইংল্যান্ড সফরেই। যদিও দক্ষিণের তরুণ এই জোরে বোলার শুধু গতিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না। বরং আরও নিখুঁত বোলিংয়ের দিকেই তার নজর।

চেন্নাইয়ের ১৭ বছরের পেসার বলেছেন, 'গতি পছন্দ করি আমি। দ্রুত বল করতে চাই। তবে বাউন্সার বা হার্ড লেংথে বল করে ব্যাটারদের ভয় পাওয়ানোর অনুভূতিটা দারুণ। তার জন্য আমাকে আরও নিখুঁত হতে হবে। যে কারণে শুধু গতিতেই জোর দিচ্ছি না। বাকি দিকগুলিও যাতে ঠিক থাকে সেদিকেও লক্ষ রাখছি। ফিটনেসে গুরুত্ব দিচ্ছি।' এই সময়ে নিজের বোলিংয়ের ভিত আরও পোক্ত করে নিতে চাইছে প্রণব। একই সঙ্গে আগামী বছর অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। সেই দলে জায়গা করে নেওয়াই তার পরবর্তী লক্ষ্য।

অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রস্তুতিতে ১৪৭.৩ কিলোমিটার গতিতে বল করে চমকে দিয়েছেন আরডি প্রণব রাঘবেন্দ্র।

এক নম্বরেই রইলেন সিনার

লন্ডন, ১০ জুন : কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার কাছে ফরাসি ওপেনের খেতাব খুইয়েছেন। তবুও এটিপি ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন জানিক সিনার। রোলাঁ গারোঁয় টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা ছুঁয়েও দুই নম্বরেই আলকারাজ।

গতবছর সেমিফাইনালে আলকারাজের কাছেই হেরে ফরাসি ওপেন থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল সিনারকে। এবার খেতাব জিততে না পারলেও ফাইনালে ওঠার সুবাদে তাঁর প্রাপ্তি ৫০০ পয়েন্ট। সেই জায়গায় চ্যাম্পিয়ন হয়েও এটিপি-তে আলকারাজের প্রাপ্তি শূন্য। ১০ হাজার ৮৮০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সিনার। তাঁর থেকে দুই হাজারেরও বেশি পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছেন স্প্যানিস টেনিস তারকা। ৬ হাজার ৩৮৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আলেকজান্ডার ভেরেভ। এদিকে ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ভেরেভকে হারানোর সুবাদে এটিপি র‍্যাংকিংয়ে একধাপ উঠলেন নোভাক জকোভিচ। তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন সার্বিয়ান তারকা।

ইংলিশ কন্ডিশনে মজে অর্শদীপ

লন্ডন, ১০ জুন : বাতাসে ঠান্ডার আমেজ।

মেঘ-রোদ্দুর-বৃষ্টির খেলা তো রয়েইছে। তার সঙ্গে 'হট চকোলেট' ও স্প্যানিশদের পছন্দের খাবার 'চোরু'। আর তাতেই মেতেছেন ভারতীয় টেস্ট ব্রিগেডের পেস বিভাগের নবাগত সদস্য অর্শদীপ সিং। লর্ডসকে আপাতত সাময়িক 'বিদায়' জানিয়ে ভারতীয় দলের নতুন ঠিকানা কেন্টের বেকেনহাম স্টেডিয়াম। যেখানে চলবে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি।

বেকেনহামের সবুজে ভরা যে মাঠে মন মজেছে অর্শদীপের। একেবারে নাকি বাড়ির অনুভূতি। তার সঙ্গে চিরাচরিত ইংলিশ কন্ডিশন এবং চকোলেটে চোরু ডুবিয়ে খাওয়ার স্বাদ। অনুভূতি সবার সঙ্গে ভাগও করে নিয়েছেন। বিসিসিআই টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'এখানে এসে দারুণ লাগছে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বাড়ির অনুভূতি পাচ্ছি। আগেও এখানে মাসদুয়েক কাটিয়েছি। দারুণ লাগছে ফের আসতে পেরে। আরও অনেক ভালো স্মৃতি নিয়ে ফিরতে চাই।'

লন্ডনের পাশে কেন্ট তুলনায় ছোট শহর। কিন্তু এখানকার প্রকৃতি, শান্ত পরিবেশের হাতছানি অস্বীকার করা মুশকিল। 'বাগানের শহর'-ও বলা হয়। অর্শদীপের কথায়, তুলনায় ছোট জায়গা হলেও কেন্টের শান্ত পরিবেশটা দুর্দান্ত। আশপাশে ভিড় নেই। সবসময় একটা ঠান্ডা হাওয়া বইতে থাকে। তার সঙ্গে শুধু হট চকোলেট আর চোরু নিয়ে বসে পড়লেই ব্যাস।

পরিবেশে ভারতীয় দল মজলেও বেকেনহাম মাঠের প্রস্তুতি পিচ কপালে ভাঁজ ফেলছে গৌতম গম্ভীরদের। মূলত পাটা উইকেট, ব্যাটিং স্বর্গ হিসেবে পরিচিত এখানকার বাইশ গজ। সাদা বলের মারকাটারি ক্রিকেটের জন্য একেবারে আদর্শ। সেই পিচে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি কতটা যুক্তিযুক্ত হবে, প্রশ্ন উঠছে ভারতীয় শিবিরের মধ্যেই।

পিচ প্রস্তুতকারকরা অবশ্য আশ্বস্ত করছেন। তাঁদের দাবি, ভারতীয় দলের জন্য টেস্ট উপযুক্ত পেসার। কিন্তু সমস্যা হল, ভারতীয় বোলিং ব্রিগেডে বুমরাহ নামের একজন রয়েছেন। তারপর এরকম তুলনা, নিজেকে সেরা ভাবাটা বাড়িবাড়ি। অর্শদীপের ফোকাস তাই পারস্পরিক সহযোগিতায় দলের সাফল্যে যথাসম্ভব অবদান রাখা।

মূল সিরিজে নামার আগে ১৩ তারিখ ইন্ট্রা স্কোয়াড প্রস্তুতি ম্যাচে অংশ নেবে ভারতীয় টেস্ট দল। সোমবারই 'এ' দলের সিরিজ শেষ হয়েছে। ইংল্যান্ডে থাকা 'এ' দল ও টেস্ট দলের খেলোয়াড়রা মিলে নিজেদের মধ্যে ১৩ জুন থেকে শুরু করবে যে ম্যাচ প্রস্তুতি।

এদিকে, বেকেনহামে আসার আগে বড়সড়ো কাণ্ড ঘটিয়েছেন ঋষভ পন্থ। বিশাল ছক্কায় লর্ডসের ট্রেনিং গ্রাউন্ডের ছাদই নাকি ভেঙে ফেলেছেন! বেন স্টোকস ব্রিগেডের বিরুদ্ধে নামার আগে ক্রিকেট-মক্কায় চেনা মেজাজে প্র্যাকটিস সারেন। ওয়াশিংটন সুন্দরকে মারা ঋষভের স্লগ সুইপ সজোরে গিয়ে আঘাত করে ছাদে। আর তাতেই বিপত্তি।

প্র্যাকটিস পিচ নিয়ে চিন্তা

প্রস্তুতির ফাঁকে বিশ্রামে অর্শদীপ সিং। কেন্টের বেকেনহামে মঙ্গলবার।

প্র্যাকটিস পিচের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। ব্যাটারদের মতো পেসাররাও সুবিধা পাবেন। স্পোর্টিং পিচ। ভারতের প্রস্তুতির ভাবনায় কোনও বিঘ্ন ঘটবে না। তবে ঘটনা হল, প্রথম দিনের প্র্যাকটিসের পর আরও ভালো উইকেটের দাবি জানিয়েছে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট।

জসপ্রীত বুমরাহ অবশ্য প্রথম নেট সেশনেই ঝড় তুলেছেন। যা সামলাতে হিমসিম সতীর্থরাও। টেস্ট সিরিজে যা বজায় থাকলে গম্ভীরদের অনেক চিন্তা দূর হয়ে যাবে। সিনিয়ার যে সতীর্থকে নিয়ে শ্রদ্ধার সুর অর্শদীপের গলাতেও। নিজেকে সবসময় সেরা মনে করেন বাঁহাতি

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জার্সি গায়ে সেলফি রবীন্দ্র জাদেজার।

আরসিবি মালিক বদলের সম্ভাবনা

পদপিষ্টের ঘটনায় মর্মাহত দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন : আঠারো নম্বর প্রচেষ্টায় প্রথমবার সাফল্য।

যদিও পদপিষ্টের ঘটনা বিজয়োৎসবের মেজাজে জল ঢেলে দিয়েছে। বিতর্ক, অভিযোগ, আইনি তর্জায় জেরবার পরিস্থিতি। এর মধ্যেই চাঞ্চল্যকর খবর, নতুন আইপিএল জয়ী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মালিকানা বদল হতে চলেছে। দলের বর্তমান মালিক দিয়াজিও পিএলসি চাইছে দল বিক্রি করে দিতে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দর ঊর্ধ্বমুখী। ২ বিলিয়ন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬,৮৩৪ কোটি টাকার বেশি দর আশা করছে তারা। দর পেলে শেয়ার ছেড়ে দেবে দিয়াজিও পিএলসি। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি ফ্র্যাঞ্চাইজি ঘনিষ্ঠ সূত্রের। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে এখনও চূড়ান্ত কিছু জানানো হয়নি।

এদিকে, পদপিষ্টের ঘটনায় মর্মাহত রাহুল দ্রাবিড়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রাক্তন তারকা। ভারতীয় দলের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী কোচ বলেছেন, 'অত্যন্ত হতাশাজনক ঘটনা। বেঙ্গালুরু বরাবরই ক্রীড়াপ্রেমী শহর। আমার উঠে আসা এখান থেকেই। শুধু ক্রিকেট নয়, অন্যান্য খেলাকেও ভালোবাসে বেঙ্গালুরুর মানুষ। ফুটবল হোক বা কাবাডি- সব খেলা দেখে। সেই শহরে এরকম ঘটনা সত্যিই হৃদয়বিদারক। দুর্ভাগ্যজনক। এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে।'

বিশালের ভুলেই স্বপ্নভঙ্গ ভারতের

হংকং-১ (স্টেফান)
ভারত-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জুন : সৌদি আরব ২০২৭ এশিয়ান কাপে ভারতের পৌঁছানোর স্বপ্ন বিলীন হওয়ার পথে।

বাংলাদেশ ম্যাচ ড্রয়ের পর হংকংয়ের বিপক্ষে এবার হার ভারতের। ৯৩ মিনিটে বিশাল কেইথের করা ফাউলে পেনাল্টি প্রাপ্তি হংকংয়ের। স্টেফান পেরেরা পেনাল্টি থেকে গোল করতেই জয়ের আবেগে উদ্বেল হলেন কাউলুনের কাই তাক স্টেডিয়ামের ৫০ হাজার দর্শক। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আফগানিস্তানের কোচ হিসাবে ভারতকে ছিটকে দেওয়ার পর এবারও মোটামুটিভাবে এশিয়ান কাপের আশাও মোটামুটিভাবে শেষ করে দিলেন অ্যাসলে ওয়েস্টউড। গ্রুপ থেকে একটি দলই যেহেতু যাবে, ফলে হংকং ৪ পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে গেল অনেকটা। সিঙ্গাপুর ২-১ গোলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জেতায় হংকংয়ের সঙ্গে তাদের পয়েন্টও সমান হল। এবং দুই দলেরই গোলপার্থক্য +১।

অথচ যতই বিদেশিদের (নিউট্রালাইজ ফুটবলার) নাগরিকত্ব দিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করুক হংকং, তাদের এখনও আহামরি বলা যাবে না। তবু ভারতের এই হাল কেন? কারণ দেশের হয়ে খেলার জন্য উজ্জীবিত হচ্ছেন না ফুটবলাররা। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি। হয়তো এর পিছনেও নানা কারণ আছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের পর থেকে ভারতীয় দলকে ঘিরে যে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি করেছেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন কর্তারা, হয়তো তার প্রভাবেই হচ্ছে এসব। আগ্রহ নেই মানোলো মার্কুয়েজেরও। এভাবে ভালো ফল হয় না। শেষদিকে তিনিও ডিফেন্স সংগঠন নষ্ট করে ফেললেন আশিস রাইয়ের জায়গায় বরিস সিং থাংজামকে নামিয়ে।

এদিন সুনীল ছেত্রীকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁর মতো অভিজ্ঞকে যদি শুরুই না করানো হবে, তাহলে ফেরানো হল কেন? ছিলেন না মনবীর সিং ও আয়ুষ দেব ছেত্রীও। বদলে আসেন ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ, ৮১ মিনিটে সুনীলের ব্যাকহিলে ৬৪ মিনিটে ম্যানুয়েল রডরিগেজের শট আঙুল ছুঁয়ে বারের উপর তুলে দুর্দান্ত বাঁচালেও শেষরক্ষা করতে পারলেন না বিশাল। ভারতের দুই সাইডব্যাকের মধ্যে আশিসের জায়গায় রাহুল ভেকেকে খেলানোর কথা ভাবা উচিত। নাওরেম মহেশ সিংকে নামানোর পর বরং মাঝমাঠ থেকে বল সরবরাহ বাড়লেও প্রতিপক্ষ বক্সে উন্নতি তেমন হয়নি। ৮১ মিনিটে সুনীলের ব্যাকহিলে

ডান পায়ে শট নিলেই গোল ছিল। কিন্তু আশিক কুরুনিয়ান নিলেন বাঁ পায়ে। হল না গোল। পয়েন্টও থাকল অধরা। মঙ্গলবার কাই তাক স্টেডিয়ামে।

লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে ও সুরেশ সিং ওয়াংজাম। আগে ছাঙ্গতে নম্বর ৯ পজিশনে খেলেছেন। কিন্তু তাঁকে ডানদিকেই রেখে মানোলো এদিন আশিক কুরুনিয়ানকে খেলালেন ওই জায়গায়। ব্র্যান্ডন ঠিক পিছনে নম্বর ১০ পজিশনে। ৩৫ মিনিটে সহজতম সুযোগ নষ্ট করে আশিক বুঝিয়ে দেন, জায়গাটা তাঁর নয়। লিস্টনের বাঁদিক থেকে ক্রস আশিকের পায়ে পড়লে তিনি ডান পায়ে মারলেই গোল হত। কিন্তু আশিকের বাঁ পায়ের শট বাইরে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও ঠিক একইভাবে সুবিধাজনক পরিস্থিতি থেকে বাইরে মারেন। প্রথমার্ধে হংকংও একটা ভালো সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। সাজিয়ে দেওয়া বল বিশ্রিভাবে নষ্ট করেন লিস্টন। ৮২ মিনিটে ছাঙ্গতের মাইনাস থেকে সুনীলের শট হংকং ডিফেন্স না বাঁচালে হয়তো অন্তত এক পয়েন্ট ঘরে আসত।

ম্যাচের পর সন্দেশ যদিও বললেন, 'জানি আমার দেশের মানুষ অত্যন্ত হতাশ আজ। কিন্তু আমাদের হাতে আরও চারটি ম্যাচ আছে। ফিরে আসার চেষ্টা করব।' কিন্তু তাঁর কান্নাভেজা গলার স্বরই বুঝিয়ে দিয়েছে তাঁদের স্বপ্নভঙ্গের কথা।

ভারত ঃ বিশাল, আশিস (বরিস), আনোয়ার, সন্দেশ, অভিষেক, ছাঙ্গতে (রাহুল), সুরেশ, আপুইয়া, লিস্টন, ব্র্যান্ডন (মহেশ) ও আশিক (সুনীল)।

ফাইনালে ভারতকে মিস করছেন কামিন্স

-খবর এগারোর পাতায়

অ্যাফিডেভিট

আমি Papan Sarkar S/O. Lt, Bholanath Sarkar, Vill-Shibpur, P.O.+P.S.- Banshihari, Dist- Dakshin Dinajpur, আমার বাবার জমির LR and ROR khatian no-215, JL No- 259 Mouja Shibpur, P.S- Banshihari, আমার বাবার নাম ভুল বসত Bhola Hajra, S/O- Mati Hajra থাকায় গত 20/5/25 এ প্রথম শ্রেণি E.M. কোর্ট বালুরঘাটে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Bholanath Sarkar, S/O- Matilal Sarkar করা হলো যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/116792)

•

আমি, Md. Nawaj Sharif আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার No- B/2024/0955010 Dt. 22/07/24 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 19/11/2024-এ প্রথম শ্রেণি J.M দ্বিতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Naisha থেকে Naisha Jafrin করা হল, যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/116793)

NOTICE INVITING e-TENDER

Tender are invited vide (1) e-NIT No. 01/2025-26, Memo No. 365/G-II, Dated : 20/05/2025 (Corrigendum Notice) (2) e-NIT No.-03/2025-2026, Memo No. 930/G-II, Dated. 05/06/2025, of the undersigned. Intending bidders may participate through **http://wbtenders.gov.in** and/or may contact this office for details.

Sd/- Executive Officer
Goalpokher-II Panchayat Samity

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন প্রবীণ সোরেন। ছবি : সমীর দাস

ফাইনালে মোঙ্গরা

কালচিনি, ১০ জুন : গ্লোরি কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল শামুকতলার মোঙ্গরা ফুটবল ক্লাব। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে নেপালের উরলাবাড়ি ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। মঙ্গলবার কালচিনি থানা মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা মোঙ্গরার প্রবীণ সোরেন। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে সেবক বাজারের নেতাজি ইয়ুথ ক্লাব ও কালিম্পংয়ের জর্জিয়ান ফুটবল ক্লাব।

জোড়া গোল রবীন্দ্রর

ফালাকাটা, ১০ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে ফালাকাটা কেন্দ্রের খেলায় মঙ্গলবার ফালাকাটা টাউন ক্লাব ৪-৩ গোলে ভুটানিরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন স্টেডিয়ামে ২৪ মিনিটে ফিরদৌস হোসেন ভুটানিরঘাটকে এগিয়ে দেন। ৩ মিনিট বাদে সমতা ফেরান বিশু মুন্ডা। ৬৫ মিনিটে দীপ বর্মনের গোলে ফের এগিয়ে যায় ভুটানিরঘাট। তবে রবীন্দ্র বর্মনের জোড়া গোলে ম্যাচে ফেরে। ভুটনিরঘাটের হৃদয় রায় তৃতীয় গোল করেন। পরে পেনাল্টি থেকে বিশুর গোল টাউন জয় নিশ্চিত করে। ম্যাচের সেরা হৃদয়। বুধবার টাউনের মাঠে খেলবে অপূর্ব সংঘ ও বাগানবাড়ি যুব সংঘ।

ফাইনালে মহাকাল

তুফানগঞ্জ, ১০ জুন : বোচামারি প্যারাডাইস ক্লাবের সিনিয়ার ফুটবল লিগে ফাইনালে উঠল বক্সিরহাট মহাকাল এফসি। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে টাকোয়ামারি যুব গোষ্ঠীকে হারিয়েছে। বোচামারি হাইস্কুলের মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা রানা সরকার। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে রসিকবিল লাল কলোনি ফুটবল টিম।

আরএসএ-কে রুখল পান্ডাপাড়া

জলপাইগুড়ি, ১০ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার পান্ডাপাড়া বয়েজ ও রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের (আরএসএ) ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। আরএসএ-র বিবেক ওরাওঁ ও পান্ডাপাড়ার শিবম মুন্ডা গোল করেন। ম্যাচের সেরা বিবেক।

ম্যাচের সেরা সুপ্রতীক পাল। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

হারল দক্ষিণ দিনাজপুর

বালুরঘাট, ১০ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৮ আন্তঃ জেলা ছেলেদের ক্রিকেটে মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর ৭ উইকেটে মুর্শিদাবাদের বিরুদ্ধে হেরেছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে দক্ষিণ দিনাজপুর ২২.১ ওভারে ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। আশুতোষ আগরওয়াল ১৬ রান করে। ম্যাচের সেরা সুপ্রতীক পাল ৮ রানে পেয়েছে ৬ উইকেট। জবাবে মুর্শিদাবাদ ১৯ ওভারে ৩ উইকেটে ৮০ রান তুলে নেয়। মহম্মদ রাজ ২৫ ও আসিফ ইসলাম ২২ রান করে। আশুতোষ ২২ রানে নেয় ২ উইকেট।

ত্রিধারায় টেবিল টেনিস শুরু

বালুরঘাট, ১০ জুন : ত্রিধারা ক্লাব ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার পরিচালনায় ও বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার তত্ত্বাবধানে রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ টু টেবিল টেনিস মঙ্গলবার শুরু হল। ত্রিধারা ক্লাবে উদ্বোধনী দিনে অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠেছে শিলিগুড়ির রূপকথা দাস ও উত্তর ২৪ পরগনার দেবপ্রিয়া কর্মকার। প্রথম সেমিফাইনালে দেবপ্রিয়া ৩-১ গেমে হুগলির স্নেহা চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রূপকথা একই ব্যবধানে শিলিগুড়ির কৃত্তিকা শৈবর বিরুদ্ধে জয় পায়। অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠেছে পূর্ব কলকাতার নন্দিনী মণ্ডল ও উত্তর ২৪ পরগনার স্নেহা দাস। প্রথম সেমিফাইনালে নন্দিনী ৩-২ গেমে শিলিগুড়ির রিপর্ণা সাহাকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে স্নেহা ৩-১ গেমে উত্তর কলকাতার অঙ্কিতা মাহাতোর বিরুদ্ধে জয় পায়।

জয়ী ফোসকাডাঙ্গা

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার ফোসকাডাঙ্গা রাখাল মাঠ ২-১ গোলে আদিবাসী ইউনিট ক্লাবকে হারিয়েছে। ভিএনসি মাঠে ফোসকাডাঙার রাজু বর্মন ও সুদীপ রাভা গোল করেন। আদিবাসী ইউনিটের গোলটি সানি ওরাওঁয়ের।

ম্যাচ শুরুর আগে দুই দলের সঙ্গে সাপোর্ট স্টাফরা। ছবি : জয়ন্ত সরকার

জিতল গঙ্গারামপুর

গঙ্গারামপুর, ১০ জুন : গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার অনূর্ধ্ব-১৫ প্রীতি ক্রিকেটে গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ২ উইকেটে বুনিয়াদপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার দলকে হারিয়েছে। প্রথমে বুনিয়াদপুর ৩০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৬ রান তোলে। রাসেল রানা ৬১ রান করে। জবাবে গঙ্গারামপুর ২৭.৩ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ৫৮ রান করে। সন্দীপ বিশ্বাস ১৫ রানে নেন ২ উইকেট।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন নাসিক-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, নাসিক - এর একজন বাসিন্দা রোহণ ভাস্কর সাভকর - কে 09.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 44G 72444 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সত্যিই অভিভূত এবং ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। একজন কোটিপতি হওয়ার পর আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। বছরের পর বছর ধরে আর্থিক কষ্টের মধ্যে থেকে এখন আমি বেরিয়ে এসেছি এবং অবশেষে আমার পরিবারকে সাহায্য করার এবং একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উপায় আমার কাছে এসেছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

লড়েও হার শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জুন : আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের একদিনের ক্রিকেটে মঙ্গলবার হুগলির বিরুদ্ধে লড়াই করেও ২ উইকেটে হেরে গেল শিলিগুড়ি। চুঁচুড়ায় টসে হেরে শিলিগুড়ি ৪০.৪ ওভারে ১১১ রানে অল আউট হয়। রবিন চৌধুরী ২০, নরোদেব বর্মন ১৭ ও সাগ্নিক দত্তমজুমদার ৯ রান করে। আকাশ তরফদারের অবদান ১৪। স্বর্ণদীপ নন্দী ১৬ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে নরোদেব (১৮/৩) ও হৃষীকেশ সরকারের (২৩/২) দাপটে হুগলি ৬০/৮ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নবম উইকেটে অবিনাশ রাঠি (অপরাজিত ৩৩) ও আদিত্য ঠাকুররের (অপরাজিত ২১) ৫২ রানের পার্টনারশিপ শিলিগুড়ির বোলাররা ভাঙতে পারেনি। হুগলি ৩১ ওভারে ৮ উইকেটে ১১২ রান তুলে নেয়। বৃহস্পতিবার মালদার বিরুদ্ধে নামবে শিলিগুড়ি।